ঢাকা বোর্ড–২০২৩

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়– ৩০ মিনিট পূর্ণমান– ৩০

*[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) কালোকালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]*

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. উৎপত্তির দিক থেকে সম্পদ কত প্রকার?
ক) ৩ খ) ৪ গ) ৫ ঘ) ৬

২. প্রান্তিক উপযোগ কীভাবে বাড়ে?
ক) ক্রমবর্ধমান হারে খ) ক্রমহ্রাসমান হারে
গ) গাণিতিক হারে ঘ) জ্যামিতিক হারে

৩. দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে তার উপযোগ নিঃশেষ করাকে কী বলে?
ক) সঞ্চয় খ) বিনিয়োগ গ) ভোগ ঘ) উৎপাদন

৪. উৎপাদন ব্যয় কত প্রকার?
ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫

৫. খনিজ তেল অনুসন্ধানের কাজ চলছে –
i. উপকূলীয় এলাকায় ii. পার্বত্য এলাকায় iii. সিলেটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬. কীভাবে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো যায়?
ক) আয়ের মাধ্যমে খ) সঞ্চয়ের মাধ্যমে
গ) মূলধনের মাধ্যমে ঘ) বিনিয়োগের মাধ্যমে

৭. বাজার ভারসাম্যের শর্ত কোনটি?
ক) চাহিদা = যোগান খ) চাহিদা > যোগান
গ) যোগান > চাহিদা ঘ) চাহিদা ≠ যোগান

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
অহনা সিলেট অঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে দেখলো একটি কূপ থেকে আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে। সে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলে বাবা বলে যে, এটি বাংলাদেশের একটি প্রধান খনিজ সম্পদ।

৮. অহনার দেখা সম্পদটির নাম কী?
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস খ) কয়লা গ) চুনাপাথর ঘ) খনিজ তেল

৯. উক্ত খনিজ সম্পদটি ব্যবহৃত হয় –
i. রাসায়নিক সার তৈরিতে ii. বিদ্যুৎ উৎপাদনে iii. জ্বালানি হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০. রহিম সাহেব তার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য ২ লক্ষ টাকা বাড়ি ভাড়া পরিশোধ করেন। এটা কোন ধরনের ব্যয়?
ক) প্রকাশ্য ব্যয় খ) অপ্রকাশ্য ব্যয়
গ) স্বনিয়োজিত সম্পদের খরচ ঘ) প্রকৃত উৎপাদন ব্যয়

১১. অর্থনীতির মৌলিক নীতি কয়টি?
ক) ৫ খ) ১০ গ) ১৫ ঘ) ২০

১২. মার্শালের সংজ্ঞায় মানুষের কোন মৌলিক সমস্যাটি বিবেচনা করা হয়নি?
ক) বিকল্প ব্যবহার খ) সম্পদের স্বল্পতা গ) মানব কল্যাণ ঘ) সম্পদ আহরণ

১৩. 'Economics' কোন শব্দ থেকে এসেছে?
ক) Oikonomia খ) Ekonomia গ) Onkomia ঘ) Konomia

১৪. শারীরিক যোগ্যতা কোন ধরনের সম্পদ?
ক) ব্যক্তিগত খ) প্রাকৃতিক গ) সমষ্টিগত ঘ) মানবিক

১৫. অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় হলো –
i. অর্থ উপার্জন ii. অভাব পূরণের জন্য অর্থ ব্যয় iii. চাহিদা পূরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৬. ধনতন্ত্রে উৎপাদনকারী কীসের ভিত্তিতে উৎপাদন করে?
ক) চাহিদার খ) যোগানের গ) উপযোগের ঘ) ভোগের

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সালাম সাহেব একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকুরী করতেন। কিছুদিন আগে তিনি চাকুরী ছেড়ে কর্মহীন ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি নিজেই একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি খোলেন।

১৭. সালাম সাহেবের কর্মহীন সময়টা কোন ধরনের বেকারত্ব?
ক) মৌসুমী খ) প্রচ্ছন্ন গ) সাময়িক ঘ) স্থায়ী

১৮. সালাম সাহেব গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি খোলায় –
i. বেকারত্ব নিরসন হবে ii. কর্মসংস্থান বাড়বে iii. শিল্পের বিকাশ ঘটবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৯. সানা একজন দক্ষ শ্রমিক। সানার যোগ্যতা কোন ধরনের সম্পদ?
ক) মানবিক খ) ব্যক্তিগত গ) জাতীয় ঘ) সমষ্টিগত

২০. সেলিম পরপর ৩টি কলা যথাক্রমে ৫, ৪ ও ৩ টাকায় ক্রয় করে। সেলিমের মোট উপযোগ কত?
ক) ৪ টাকা খ) ৫ টাকা গ) ৭ টাকা ঘ) ১২ টাকা

২১. অর্থনীতিতে সব ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদকে কী বলে?
ক) ভূমি খ) শ্রম গ) মূলধন ঘ) সংগঠন

২২. বাংলাদেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করে কোন সংস্থা?
ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড খ) অর্থ মন্ত্রণালয়
গ) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বোর্ড ঘ) তথ্য মন্ত্রণালয়

২৩. GNI-এর পূর্ণরূপ কী?
ক) Gross National Institute খ) Grand National Income
গ) Gross Net Income ঘ) Gross National Income

২৪. কোনটি উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য?
ক) জনসংখ্যাধিক্য খ) কৃষিনির্ভর অর্থনীতি
গ) উদ্যোক্তার অভাব ঘ) দক্ষ জনশক্তি

২৫. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ধারণাটির প্রবক্তা কে?
ক) র‍্যাগনার নার্কস খ) অ্যাডাম স্মিথ গ) ডেভিড রিকার্ডো ঘ) জে. এম কেইন্স

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'A' দেশে সরকারি মালিকানার অধিকাংশ বৃহৎ শিল্প কারখানা পরিচালিত হয়, পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও অনেক শিল্প কারখানা পরিচালিত হয়।

২৬. 'A' দেশটিতে কোন ধরনের অর্থ ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে?
ক) ধনতান্ত্রিক খ) সমাজতান্ত্রিক গ) ইসলামি ঘ) মিশ্র

২৭. 'A' দেশটিতে সরকার নিয়ন্ত্রণ করে –
i. মহাসড়ক ii. ব্যবসা প্রতিষ্ঠান iii. জন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৮. কোনটি ছাড়া উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব?
ক) শ্রমিক সংঘ খ) সংগঠন গ) উন্নত কাঁচামাল ঘ) শিল্প এলাকা

২৯. গড় উৎপাদনের সর্বোচ্চ বিন্দুতে সমান হয় –
i. গড় উৎপাদন ii. প্রান্তিক উৎপাদন iii. মোট উৎপাদন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩০. টুকু পুরাতন একটি কারখানা ক্রয় করলো। এক্ষেত্রে এটি GDP এর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণ –
i. পূর্বে উৎপাদিত ii. দ্বৈত গণনার সমস্যা iii. ক্ষতির পরিমাণ বেশি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা বোর্ড–২০২৩

অর্থনীতি (সৃজনশীল) বিষয় কোড 141

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দেশের নাম	অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
"ক"	রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধন করা। ভোক্তা বাজারকে প্রভাবিত করতে পারে না। সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন ও বণ্টন পরিচালিত হয়।
"খ"	উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ভোক্তা স্বাধীনভাবে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগ করতে পারে।

ক. অধ্যাপক মার্শাল প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ১
খ. বাণিজ্যে সবাই উপকৃত হয় কীভাবে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশে কোন ধরনের অর্থ ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ক ও খ দেশের অর্থব্যবস্থার মধ্যে কোনটি অধিক গ্রহণযোগ্য বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

২। 'X' কোম্পানির মালিক রাকিব সাহেব ঘোষণা দেন যে, কোনো শ্রমিক নির্ধারিত সময়ের বাইরে অতিরিক্ত শ্রম দিলে তার উৎপাদনশীলতার ওপর তাকে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দেয়া হবে। এতে শ্রমিকদের মধ্যে আনন্দ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি তিনি শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে? ১
খ. অভাব নির্বাচন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রাকিব সাহেবের ঘোষণার সাথে অর্থনীতির কোন নীতির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাকিব সাহেবের দ্বিতীয় পদক্ষেপ পণ্যের মান ও উৎপাদনের হার বৃদ্ধিতে সহায়ক– মতামত দাও। ৪

৩। সেজান সাহেবের মালামাল সংরক্ষণের জন্য সদর ঘাটে একটি গুদামঘর আছে। কিন্তু তিনি যদি এটাতে আলু সংরক্ষণ করে রাখেন তাহলে পেঁয়াজ রাখতে পারবেন না। আবার পেঁয়াজ সংরক্ষণ করলে আলু রাখতে পারবেন না। অনেক চিন্তা ভাবনা করে, ঘরটির অর্ধেক অংশে আলু ও বাকি অর্ধেক অংশে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ক. আয় কী? ১
খ. বোতলবন্দি পানিকে সম্পদ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সেজান সাহেবের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। দৃশ্যকল্প-১ : 'ক' ব্যক্তির একটি পোশাক তৈরির কারখানা আছে। সেখানে তিনি বিভিন্ন ডিজাইনের শার্ট, প্যান্টসহ অনেক সুন্দর পোশাক তৈরি করেন।
দৃশ্যকল্প-২ : 'খ' ব্যক্তি গ্রামে বাস করেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের শাকসবজিসহ, পশু পালন ও মাছ চাষ করেন।

ক. উপযোগ কাকে বলে? ১
খ. সঞ্চয় বলতে কী বোঝায়? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত 'ক' ব্যক্তির কাজ কোন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত সম্পদগুলো চিহ্নিতপূর্বক অর্থনীতিতে এর অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৫। নিচে 'X' দ্রব্যের চাহিদা সূচি দেয়া হলো :

প্রতি একক পণ্যের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
১৬	২
১২	৪
৮	৬
৪	৮

ক. ভোগ কাকে বলে? ১
খ. মোট ও প্রান্তিক উপযোগের প্রধান দুটি পার্থক্য লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচি থেকে চাহিদা রেখা অংকন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে দাম ও চাহিদার সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। নিচের সূচিটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক	খ	গ
দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৯	৯
২য়	১৩	?
৩য়	১৬	?
৪র্থ	১৮	?
৫ম	১৯	১
৬ষ্ঠ	১৯	০
৭ম	১৮	– ১

ক. চাহিদা কাকে বলে? ১
খ. যোগান রেখা ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী কেন? ২
গ. উপরের 'গ' ছকে (?) এর স্থলে প্রান্তিক উপযোগের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ভোক্তা কোন পর্যায়ে দ্রব্যটি আর ক্রয় করবে না? স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭। রমিজ সাহেবের কারখানার উৎপাদনের একটি সূচি দেওয়া হলো :

ভূমি	শ্রমিকের সংখ্যা	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ হেক্টর	১	৬	৬
১ হেক্টর	২	১৮	?
১ হেক্টর	৩	২৮	?
১ হেক্টর	৪	৩৪	?

ক. শ্রম কাকে বলে? ১
খ. উৎপাদনের উপকরণ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সূচিতে ? চিহ্নিত স্থানসমূহে যথাযথ প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উপরের সূচিতে অর্থনীতির যে বিধিটি নির্দেশ করে তা রেখাচিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। রাহেলা বেগমের ছয়টি সেলাই মেশিন ছিল। কিন্তু লোকবল ও পুঁজির অভাবে তিনি সেগুলো পরিচালনা করতে না পেরে নাজমা বেগমের কাছে পাঁচটি সেলাই মেশিন বিক্রি করে দেন। নাজমা বেগম এই পাঁচটি সেলাই মেশিন দিয়ে একটি পোশাক তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন, সেখানে ছয় জন লোক নিয়োগ দেন। নিয়োগের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্ব-স্ব দক্ষতা ও যোগ্যতাকে তিনি প্রাধান্য দেন। এক্ষেত্রে শ্রমিকেরা কাজ শেষে বেতন পায়। কারখানাটির লাভ-ক্ষতির দায় সবকিছু নাজমা বেগমের। যোগ্যতার সাথে কাজ করে তিনি অর্থনৈতিকভাবে সফলতাও লাভ করেন।

ক. উৎপাদক কাকে বলে? ১
খ. সময়গত উপযোগ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রাহেলা বেগমের সেলাই মেশিন বিক্রি করাকে কোন ধরনের উপযোগ বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে নাজমা বেগমকে কী একজন সফল উদ্যোক্তা বলা যায়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯। রিয়াদ জাপানে কর্মরত। প্রতিমাসে পরিবারের জন্য বাংলাদেশে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা পাঠায়। অন্যদিকে মি. জ্যাক একজন চীনা নাগরিক। তিনি বাংলাদেশে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। প্রতিমাসে তিনিও তার আয়ের একটা অংশ চীনে পাঠিয়ে দেন।

ক. GDP এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রিয়াদের অর্থ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে কীভাবে সম্পৃক্ত হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. জ্যাকের আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয় পরিমাপের সময় কীভাবে প্রভাব ফেলবে? মতামত দাও। ৪

১০। দৃশ্যকল্প-১ : ইয়াসিন সাহেব একটি বেসরকারি কোম্পানিতে ম্যানেজার পদে কর্মরত ছিলেন, কিন্তু তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে চাকরি ছেড়ে দেন এবং এক মাস পর একটি মুরগীর খামার ও গরুর খামার স্থাপন করেন।
দৃশ্যকল্প-২ : 'ক' ব্যক্তি একজন প্রান্তিক কৃষক, বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার কোনো কাজ না থাকায় সে বেকার থাকে।

ক. মানব সম্পদ কাকে বলে? ১
খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এর ইয়াসিন সাহেবকে কোন ধরনের বেকার বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ যে ধরনের বেকারত্বের চিত্র ফুটে উঠেছে তা উল্লেখপূর্বক উক্ত বেকারত্ব নিরসনের উপায়গুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। সোহাগ ও রুমানা স্বামী-স্ত্রী দুজনে দুটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। উভয় সংস্থাই দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে কাজ করে। সোহাগ যে সংস্থায় কর্মরত সেটা ১৯৯২ সাল হতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছে। অপরদিকে রুমানার কর্মরত সংস্থাটি সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে ১৯৮৬ সালে এর কার্যক্রম শুরু করে।

ক. ছদ্মবেশী বেকার কাকে বলে? ১
খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সোহাগের কর্মরত সংস্থাটির ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রুমানার কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি "দেশের দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে"– বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	K	২	L	৩	M	৪	K	৫	N	৬	N	৭	K	৮	K	৯	N	১০	K	১১	L	১২	L	১৩	K	১৪	N	১৫	K
	১৬	K	১৭	M	১৮	N	১৯	K	২০	N	২১	K	২২	M	২৩	N	২৪	N	২৫	K	২৬	N	২৭	L	২৮	L	২৯	K	৩০	K

সৃজনশীল

১। নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দেশের নাম	অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
"ক"	রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধন করা। ভোক্তা বাজারকে প্রভাবিত করতে পারে না। সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন ও বণ্টন পরিচালিত হয়।
"খ"	উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ভোক্তা স্বাধীনভাবে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগ করতে পারে।

ক. অধ্যাপক মার্শাল প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ১

খ. বাণিজ্যে সবাই উপকৃত হয় কীভাবে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশে কোন ধরনের অর্থ ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ক ও খ দেশের অর্থব্যবস্থার মধ্যে কোনটি অধিক গ্রহণযোগ্য বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাপক মার্শাল প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি হলো– "অর্থনীতি মানবজীবনের সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে।"

খ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সবাই উপকৃত হতে পারে।
বর্তমান সময়ে কোনো দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে কোনো একটি পণ্য উৎপাদন না করেও অন্য দেশ থেকে আমদানি করে নিজেদের চাহিদা মিটাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্র সস্তায় গাড়ি তৈরি করে। তবে আমাদের রয়েছে সস্তায় পোশাক তৈরির সুযোগ। এখন যদি আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পোশাকের বিনিময়ে গাড়ির বাণিজ্য করি তাহলে আমাদের উভয়েরই লাভ হবে। এভাবে বাণিজ্যের মাধ্যমে সবাই উপকৃত হতে পারে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।
সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদানের ওপর রাষ্ট্রের মালিকানা থাকে। সেখানে অধিকাংশ শিল্প-কারখানা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক সরকার এবং সেগুলো সরকারি নির্দেশে পরিচালিত হয়। তাছাড়া সমাজতন্ত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোক্তারা সরকার নির্ধারিত দামে উৎপাদিত দ্রব্যাদি ভোগ করে থাকে। ভোক্তা ইচ্ছাকৃত অর্থ ব্যয় করে কোনো কিছু ভোগ করতে পারে না। এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফার পরিবর্তে জাতীয় চাহিদা ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য উৎপাদন পরিচালিত হয়।
উদ্দীপকের 'ক' দেশে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধন করা। ভোক্তা বাজারকে প্রভাবিত করতে পারে না। সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন ও বণ্টন পরিচালিত হয়। এগুলো সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
তাই বলা যায়, 'ক' দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ 'ক' ও 'খ' দেশের অর্থব্যবস্থার মধ্যে 'খ' দেশের অর্থব্যবস্থা অধিক গ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করি।
যে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে তাই মিশ্র অর্থব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থায় প্রত্যেক ভোক্তা ভোগের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। অন্যদিকে যে অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদানের ওপর রাষ্ট্রের বা সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে, তা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোক্তার স্বাধীনতা থাকে না।
উদ্দীপকের 'খ' দেশে জনগণ ইচ্ছা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগ করতে পারলেও প্রয়োজনে সরকার উৎপাদন ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ জনগণ ইচ্ছা করলেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। তবে দেশের মৌলিক ও ভারী শিল্প, জাতীয় নিরাপত্তা ও জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকার পরিচালনা করে থাকে। এরূপ অর্থব্যবস্থা মূলত মিশ্র ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। অপরদিকে, 'ক' দেশের জনগণ সরকারের নির্দেশানুযায়ী উৎপাদন ও ভোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। অর্থাৎ এখানে দাম সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষই সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকে। এরূপ অর্থব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার নির্দেশক। কারণ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় কোন কোন দ্রব্য, কী পরিমাণে, কীভাবে এবং কার জন্য উৎপাদিত হবে এবং কীভাবে বণ্টন করা হবে এসব পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত হয়। পক্ষান্তরে, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। সেই সাথে বেসরকারি পর্যায়ে অর্থনৈতিক কার্যাবলির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণও বজায় থাকে।
উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, 'ক' ও 'খ' দেশের অর্থব্যবস্থার মধ্যে 'খ' দেশের অর্থব্যবস্থা অধিক গ্রহণযোগ্য।

২। 'X' কোম্পানির মালিক রাকিব সাহেব ঘোষণা দেন যে, কোনো শ্রমিক নির্ধারিত সময়ের বাইরে অতিরিক্ত শ্রম দিলে তার উৎপাদনশীলতার ওপর তাকে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দেয়া হবে। এতে শ্রমিকদের মধ্যে আনন্দ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি তিনি শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. অভাব নির্বাচন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রাকিব সাহেবের ঘোষণার সাথে অর্থনীতির কোন নীতির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাকিব সাহেবের দ্বিতীয় পদক্ষেপ পণ্যের মান ও উৎপাদনের হার বৃদ্ধিতে সহায়ক– মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া যেসব দ্রব্য মানুষের প্রয়োজন মেটায় তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে।

খ মানবজীবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা তথা মৌলিক সমস্যা হলো বাছাই বা নির্বাচন সমস্যা। মানুষের জীবনে অভাব অসীম হলেও অভাব পূরণের সম্পদ খুবই সীমিত। যেহেতু মানুষের অভাব অনেক এবং সম্পদ সীমিত, তাই সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের সকল অভাব পূরণ হয় না। মানুষ অনেক অভাবের মধ্য থেকে কয়েকটি অভাব পূরণ করে। অভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে মানুষ এ অভাবগুলো পূরণ করে। অতিপ্রয়োজনীয় অভাবগুলো মানুষ অগ্রাধিকারভিত্তিতে পূরণ করে। এটাই হলো অভাব নির্বাচন বা বাছাই।

গ রাকিব সাহেবের ঘোষণার সাথে অর্থনীতির 'মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয়' নীতির সাদৃশ রয়েছে।

অর্থনীতিতে শ্রমিকদেরকে কাজে উৎসাহিত করার জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপই হলো প্রণোদনা। আর প্রতিটি কাজের জন্য উৎসাহ বা প্রণোদনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষ প্রণোদনা পেলে যত্নের সাথে দায়িত্ব পালন করে। কাজের স্থায়িত্ব, লভ্যাংশ, বিনামূল্যে পোশাক, চিকিৎসা, বাসস্থান, বেতনসহ ছুটি, বৃদ্ধ বয়সে পেনশন, কাজের ঝুঁকি হ্রাস ইত্যাদি প্রণোদনার কৌশল ব্যবহার করে শ্রমিকদেরকে অধিক উৎপাদনে উৎসাহিত করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'X' কোম্পানির মালিক রাকিব সাহেব ঘোষণা দেন যে, কোনো শ্রমিক নির্ধারিত সময়ের বেশি কাজ করলে তাকে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। এতে শ্রমিকদের কর্মস্পৃহা বাড়ে। অর্থাৎ মানুষ যদি প্রকৃত মজুরি এবং কর্মক্ষেত্রে আনুষজ্ঞিক সুযোগ সুবিধা বেশি পায় তাহলে কাজের প্রতি স্পৃহা বাড়ে এবং উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মান ভালো হয়।

তাই বলা যায়, রাকিব সাহেবের ঘোষণার সাথে অর্থনীতির 'মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয়' নীতির সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ রাকিব সাহেবের দ্বিতীয় পদক্ষেপ তথা 'প্রশিক্ষণ' পণ্যের মান ও উৎপাদনের হার বৃদ্ধিতে সহায়ক বলে আমি মনে করি।

কোনো কাজ নির্ভুলভাবে করার জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তা বারবার অনুশীলন করাই হলো প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ মানুষকে কোনো কাজ কার্যকর ও ফলপ্রসূ উপায়ে সম্পাদন করতে সাহায্য করে। প্রশিক্ষণ মানুষকে উৎপাদনশীল করে তার শ্রমের গুণগত মান বাড়ায়। প্রশিক্ষণ যত উন্নত হয় মানুষ ততই তার কাজে দক্ষ হয়ে ওঠে। তাই বলা হয়– প্রশিক্ষণ মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করে।

উদ্দীপকের 'X' কোম্পানির মালিক রাকিব সাহেব তার কারখানার শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ে নিত্যনতুন জ্ঞান লাভ করেন। ফলে মানুষ দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি রাষ্ট্রের বা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিকরা গুণগত মান বজায় রেখে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে পারে। এছাড়া তারা উৎপাদন বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে।

সুতরাং বলা যায়, রাকিব সাহেবের দ্বিতীয় পদক্ষেপ পণ্যের মান ও উৎপাদনের হার বৃদ্ধিতে সহায়ক।

৩। সেজান সাহেবের মালামাল সংরক্ষণের জন্য সদর ঘাটে একটি গুদামঘর আছে। কিন্তু তিনি যদি এটাতে আলু সংরক্ষণ করে রাখেন তাহলে পেঁয়াজ রাখতে পারবেন না। আবার পেঁয়াজ সংরক্ষণ করলে আলু রাখতে পারবেন না। অনেক চিতা ভাবনা করে, ঘরটির অর্ধেক অংশে আলু ও বাকি অর্ধেক অংশে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ক. আয় কী? ১

খ. বোতলবন্দি পানিকে সম্পদ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সেজান সাহেবের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের কোনো উপকরণ ব্যবহারের জন্য উপকরণটি বা এটির মালিক একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে অর্থ পায়, তা-ই আয়।

খ শ্রম ব্যবহার করে পানিকে বোতলবন্দি করলে পানি সম্পদে পরিণত হয়। কারণ বোতলবন্দি পানির সম্পদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, হস্তান্তরযোগ্যতা এবং বাহ্যিকতা রয়েছে। বোতলবন্দি পানি অর্থ ব্যয় করে ক্রয় করতে হয়। তাই বোতলবন্দি পানিকে সম্পদ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি অর্থনীতির 'মানুষকে পেতে হলে ছাড়তে হয়' ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ।

পছন্দমতো কোনো কিছু পেতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই পছন্দের অপর একটি জিনিস ত্যাগ করতে হয়। উদাহরণ দিয়ে বলি, তুমি যদি অর্থনীতি বিষয় পড়তে মোট সময় ব্যয় কর, তবে বাংলা বা ইংরেজি বিষয়ে পড়া থেকে তোমাকে বিরত থাকতে হবে। এরূপ তুমি যদি টিভি দেখ, তবে খেলাধুলার পেছনে সময় ব্যয় করতে পারবে না। আবার সরকার যদি বাজেটে সামরিক খাতে বেশি ব্যয় করে, তবে শিক্ষাখাতসহ অন্যান্য বেসামরিক খাতে ব্যয় কমাতে হবে। অর্থাৎ সমাজে মানুষ সর্বদা একটি দেওয়া-নেওয়ার (Trade offs) নীতি মেনে চলেন।

উদ্দীপকের সেজান সাহেবের গুদামঘরে যদি আলু সংরক্ষণ করে রাখেন তাহলে পেঁয়াজ রাখতে পারবেন না। আবার পেঁয়াজ সংরক্ষণ করলে আলু রাখতে পারবেন না। অনেক চিন্তাভাবনা করে ঘরটির অর্ধেক অংশে আলু ও বাকি অর্ধেক অংশে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নেন। এ ধারণাটি অর্থনীতির 'মানুষকে পেতে হলে ছাড়তে হয়' ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে অর্ধেক অংশে আলু সংরক্ষণের সুযোগ ব্যয় হলো অর্ধেক অংশের পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা।

তাই বলা যায়, উল্লিখিত বিষয়টি অর্থনীতির 'মানুষকে পেতে হলে ছাড়তে হয়' ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সেজান সাহেবের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা রয়েছে।

অর্থনীতিতে সম্পদের স্বল্পতার জন্যই নির্বাচন করতে হয়। এটি ব্যক্তি পর্যায়ের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্পদের স্বল্পতার জন্য হয়ে থাকে। সেজান সাহেবকে মালামাল সংরক্ষণের সময় সম্পদের স্বল্পতা ও নির্বাচনের বিষয়টি ভাবতে হয়। যেমন– ১ খণ্ড জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু যেকোনো একধরনের ফসল উৎপাদন করলে অন্য আর কোনো ফসল উৎপাদন করা যায় না। এক্ষেত্রে অভাবের গুরুত্ব অনুসারে তাকে নির্বাচন করতে হবে সে কোন দ্রব্য কতটুকু উৎপাদন করবে।

উদ্দীপকের সেজান সাহেব যদি গুদামঘরে শুধু আলু সংরক্ষণ করেন তাহলে মরিচ সংরক্ষণ করতে পারবেন না। আবার যদি শুধু মরিচ সংরক্ষণ করেন তাহলে আলু সংরক্ষণ করতে পারবেন না। কেননা তার গুদামঘরে জায়গার পরিমাণ সীমিত। একারণে তাকে আলু ও মরিচ সংরক্ষণের মধ্যে নির্বাচন বা বাছাই করতে হয় কোন দ্রব্য কতটুকু সংরক্ষণ করবেন। অনেক চিন্তা ভাবনা করে তিনি তার গুদাম ঘরে অভাবের গুরুত্ব অনুসারে দুটি দ্রব্যই সংরক্ষণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি সুযোগ ব্যয় ধারণাকে কাজে লাগান।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত সেজান সাহেবের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা রয়েছে।

৪। দৃশ্যকল্প-১ : 'ক' ব্যক্তির একটি পোশাক তৈরির কারখানা আছে। সেখানে তিনি বিভিন্ন ডিজাইনের শার্ট, প্যান্টসহ অনেক সুন্দর পোশাক তৈরি করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : 'খ' ব্যক্তি গ্রামে বাস করেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের শাকসবজিসহ, পশু পালন ও মাছ চাষ করেন।

ক. উপযোগ কাকে বলে? ১
খ. সঞ্চয় বলতে কী বোঝায়? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত 'ক' ব্যক্তির কাজ কোন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত সম্পদগুলো চিহ্নিতপূর্বক অর্থনীতিতে এর অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের বা সেবার দ্বারা ব্যক্তির অভাব পূরনের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে।

খ মানুষ আয় করে ভোগ করার জন্য। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে অর্জিত আয়ের পুরোটাই মানুষ ভোগ করে না। আয়ের একটি অংশ রেখে দেয় কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। এই রেখে দেওয়া অংশের নাম সঞ্চয়। ধরো, তোমার বাবা এক মাসে দশ হাজার টাকা বেতন পান। নয় হাজার টাকা তোমাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। এখানে তোমার বাবা এক হাজার টাকা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়ের এ ধারণাটি সমীকরণ দিয়ে বোঝানো যায়। যেমন : $S = Y - C$ (যখন $Y > C$)

এখানে, S = সঞ্চয়, Y = আয়, C = ভোগ ব্যয়।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত 'ক' ব্যক্তির কাজ কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিপ্রধান হলেও কৃষিকাজ ছাড়াও এদেশের মানুষ আরও অনেক অর্থনৈতিক কাজের সাথে জড়িত। যেমন– পোশাক শিল্পের কাজ, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কাজ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন চাকরি, ছোট-বড় ব্যবসায় ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে এদেশের মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এসকল কাজ কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ 'ক' ব্যক্তির একটি পোশাক কারখানা আছে। সেখানে তিনি বিভিন্ন ডিজাইনের শার্ট। প্যান্টসহ অনেক সুন্দর পোশাক তৈরি করেন। যা বাংলাদেশে কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত 'ক' ব্যক্তির কাজ কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত সম্পদগুলো হলো কৃষি সম্পদ।

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত হলো কৃষি। বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। এদেশের অধিকাংশ লোক কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৩ ভাগ লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা। এ খাতের অন্যান্য উপাদান হলো ফসল, পশু সম্পদ, মৎস্য সম্পদ ও বনজ সম্পদ। গত কয়েক বছর ধরে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত আছে। জাতীয় আয়ের প্রায় ১৩.৩৫ ভাগ কৃষি থেকে আসে।

দৃশ্যকল্প-২ এ 'খ' ব্যক্তি গ্রামে বাস করেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের শাক সবজিসহ, পশু পালন ও মাছ চাষ করেন। এগুলো কৃষি সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এদেশে প্রায় ৯০,৯৯০ বর্গকিলোমিটার চাষযোগ্য কৃষি জমি আছে। এদেশের কৃষিক্ষেত্র ধান, গম, ডাল, আলু, তেলবীজ, ফলমূল প্রভৃতি খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়। এছাড়া পাট, ইক্ষু, চা, তামাক, রেশম প্রভৃতি অর্থকরী ফসল উৎপাদন হয়। এসব কৃষিদ্রব্য দেশের অর্থনীতির অগ্রগতিতে বিশেষ অবদান রাখে। কৃষির উপর নির্ভর করেই আমাদের দেশের বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। কৃষির উন্নয়ন ঘটলে শিল্পেরও উন্নতি সাধিত হবে।

সুতরাং বলা যায়, দৃশ্যকল্প-২ এর কৃষি সম্পদগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

৫। নিচে 'X' দ্রব্যের চাহিদা সূচি দেয়া হলো :

প্রতি একক পণ্যের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
১৬	২
১২	৪
৮	৬
৪	৮

ক. ভোগ কাকে বলে? ১
খ. মোট ও প্রান্তিক উপযোগের প্রধান দুটি পার্থক্য লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচি থেকে চাহিদা রেখা অংকন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে দাম ও চাহিদার সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে ভোগ বলে।

খ মোট ও প্রান্তিক উপযোগের প্রধান দুটি পার্থক্য– (১) কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তির সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে। পক্ষান্তরে, অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য বা সেবা ভোগ করে যে অতিরিক্ত উপযোগ বা তৃপ্তি পাওয়া যায় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

(২) ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। কিন্তু ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমে।

গ একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে কোনো দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা হয়, তা যে রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা রেখা বলে।

উদ্দীপকে প্রদত্ত উপরের সূচি থেকে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো :

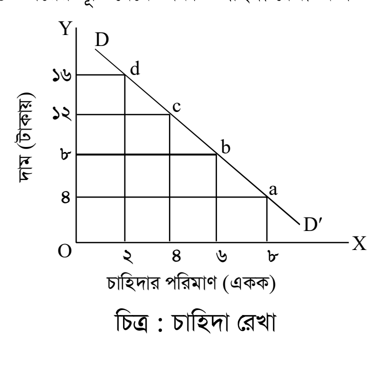

চিত্র : চাহিদা রেখা

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) পণ্যের দাম দেখানো হয়েছে। পণ্যের দাম যখন ৪ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৮ একক। এখন OY অক্ষের ৪ সূচক এবং OX অক্ষের ৮ একক সূচক বিন্দু থেকে দুটি লম্ব অঙ্কন করলে তারা পরস্পর a বিন্দুতে মিলিত হয়। এভাবে b, c ও d বিন্দুতে যথাক্রমে ৮ টাকায় ৬ একক, ১২ টাকায় ৪ একক এবং ১৬ টাকায় ২ একক পণ্যের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। এবার a, b, c ও d বিন্দুগুলোকে যোগ করলে আমরা DD' রেখা পাব। এই DD' রেখাই চাহিদা রেখা।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে দাম ও চাহিদার সম্পর্ক বিপরীতমুখী।

কোনো দ্রব্যের দামের সাথে তার চাহিদার পরিমাণের বিপরীত সম্পর্ক যে বিধির সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা বিধি বলে। ভোক্তার আয়, রুচি ও অভ্যাস, ক্রেতার সংখ্যা, বিকল্প দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, দ্রব্যের দাম ও চাহিদার পরিমাণের সাথে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। এরূপ বিপরীত সম্পর্কই হলো চাহিদা বিধি।

উদ্দীপকে 'X' দ্রব্যের দাম ১৬ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ ২ একক। দাম কমে ১২, ৮ ও ৪ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে ৪, ৬ ও ৮ একক হয়। আবার বিপরীতভাবে দাম ৪ টাকা থেকে বেড়ে ১৬ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ কমে ৮ একক থেকে ২ একক হয়। অর্থাৎ দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক রয়েছে।

দ্রব্যের দাম ও চাহিদার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ক্রেতার আয়, রুচি, অভ্যাস, পছন্দ ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকলে দ্রব্যের দাম চাহিদাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম যে দিকে পরিবর্তিত হয় চাহিদা তার বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে। আবার দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ কমে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সূচিতে দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান।

৬। নিচের সূচিটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক	খ	গ
দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৯	৯
২য়	১৩	?
৩য়	১৬	?
৪র্থ	১৮	?
৫ম	১৯	১
৬ষ্ঠ	১৯	০
৭ম	১৮	– ১

ক. চাহিদা কাকে বলে? ১

খ. যোগান রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী কেন? ২

গ. উপরের 'গ' ছকে (?) এর স্থলে প্রান্তিক উপযোগের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ভোক্তা কোন পর্যায়ে দ্রব্যটি আর ক্রয় করবে না? স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন ভোক্তা বা ক্রেতার একটি পণ্য নির্দিষ্ট সময়ে কেনার আকাঙ্ক্ষা, সামর্থ্য এবং নির্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করার ইচ্ছা থাকলে তাকে অর্থনীতিতে চাহিদা বলে।

খ দামের সাথে যোগানের সমমুখী সম্পর্কের কারণে যোগান রেখা বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী হয়।

সাধারণত দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। যোগান রেখার লম্ব অক্ষে থাকে দাম এবং ভূমি অক্ষে থাকে যোগানের পরিমাণ। দাম যত বেড়ে উপরের দিকে আসে, যোগানের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পেয়ে ভূমি অক্ষের ডানদিকে সরতে থাকে। ফলে যোগান রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়।

গ অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য বা সেবা ভোগ করে যে অতিরিক্ত উপযোগ বা তৃপ্তি পাওয়া যায় তাই প্রান্তিক উপযোগ।

উদ্দীপকের সূচি থেকে পাওয়া যায়, ১ম একক দ্রব্য ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ (১৩ – ৯) = ৪ টাকা ৩য় একক দ্রব্য ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উৎপাযোগ (১৬ – ১৩) = ৩ টাকা। ৪র্থ একক দ্রব্য ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ (১৮ – ১৬) = ২ টাকা। এভাবে নির্ণীত প্রান্তিক উপযোগের মানসমূহ নিয়ে সূচি 'গ' এর (?) স্থানে বসিয়ে নতুন সূচি হবে নিম্নরূপ :

ক	খ	গ
দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৯	৯
২য়	১৩	৪
৩য়	১৬	৩
৪র্থ	১৮	২
৫ম	১৯	১
৬ষ্ঠ	১৯	০
৭ম	১৮	– ১

ঘ উদ্দীপকের আলোকে ভোক্তা ৫ম পর্যায়ের পর আর দ্রব্যটি ক্রয় করবে না।

ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত কমতে থাকে। এভাবে ভোগ বৃদ্ধি করতে থাকলে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়। অর্থাৎ অতিরিক্ত এই একক ভোগের ক্ষেত্রে ভোক্তার কোনো উপযোগ নেই। এ পর্যায়ে ভোক্তা আর ঐ দ্রব্যটি ক্রয় করবে না।

উদ্দীপকের সূচিতে দেখা যায়, ১ম একক দ্রব্য হতে প্রাপ্ত মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ ৯ টাকা। ভোগ বৃদ্ধি পেয়ে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ একক হলে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১৩, ১৬, ১৮, ১৯ ও ১৯ টাকা হয় কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমে ৪, ৩, ২, ১ ও ০ টাকা হয়। ভোগের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৭ম একক হলে মোট উপযোগ কমে ১৮ টাকা হয় কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক – ১ টাকা হয়।

১ম একক দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়। তবে ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। ৬ষ্ঠ এককের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য (০) এবং ৭ম

এককের প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক (− ১) টাকা। এ থেকে বুঝা যায়, ৫ম এককের পর ভোক্তা কোনো উপযোগ লাভ করে না। তাই ভোক্তা ৫ম পর্যায়ের পর দ্রব্যটি আর ক্রয় করবে না।

৭। রমিজ সাহেবের কারখানার উৎপাদনের একটি সূচি দেওয়া হলো :

ভূমি	শ্রমিকের সংখ্যা	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ হেক্টর	১	৬	৬
১ হেক্টর	২	১৮	?
১ হেক্টর	৩	২৮	?
১ হেক্টর	৪	৩৪	?

ক. শ্রম কাকে বলে? ১

খ. উৎপাদনের উপকরণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সূচিতে ? চিহ্নিত স্থানসমূহে যথাযথ প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উপরের সূচিতে অর্থনীতির যে বিধিটি নির্দেশ করে তা রেখাচিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে।

খ কোনো কিছু তৈরিতে যেসব উপাদান প্রয়োজন হয় সেসবকে উপকরণ বলে। যেমন− আটা, লবণ, পানি, বেলুন ইত্যাদি ব্যবহার করে রুটি বানানো হয়। এসব হলো রুটি বানানোর উপকরণ। অতএব কোনো কিছু উৎপাদনের জন্য যেসব দ্রব্য বা সেবাকর্ম প্রয়োজন হয় সেগুলোকে উৎপাদনের উপকরণ বলে। উৎপাদনের উপকরণ চারটি। যথা− ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।

গ এক একক উৎপাদনের উপকরণ পরিবর্তনের (অর্থাৎ শ্রম বা মূলধন) ফলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয়, তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে।

উদ্দীপকের সূচি থেকে দেখা যায়, ১ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন ৬ একক। ২ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন (১৮ − ৬) = ১২ একক। এভাবে ৩ ও ৪ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে (২৮ − ১৮) = ১০ একক ও (৩৪ − ২৮) = ৬ একক। এভাবে নির্ণীত প্রান্তিক উৎপাদনসমূহ সূচির ? চিহ্নিত স্থানে বসিয়ে নতুন সূচি হবে নিম্নরূপ :

ভূমি	শ্রমিকের সংখ্যা	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ হেক্টর	১	৬	৬
১ হেক্টর	২	১৮	১২
১ হেক্টর	৩	২৮	১০
১ হেক্টর	৪	৩৪	৬

ঘ উপরের সূচিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি নির্দেশ করে। নিম্নে রেখাচিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হলো −

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদন প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। এক পর্যায়ে উপকরণটি আরও বাড়ালে মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। ফলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে। উদ্দীপকে রহিম মিয়া একজন কৃষক। তার ধান উৎপাদনের সূচি অনুযায়ী শ্রমিক সংখ্যা ১, ২, ৩ ও ৪ এর জন্য প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে ৬, ১২, ১০ ও ৬। এখানে শ্রমিক সংখ্যা বাড়ার ফলে মোট উৎপাদন কম হারে বেড়েছে।

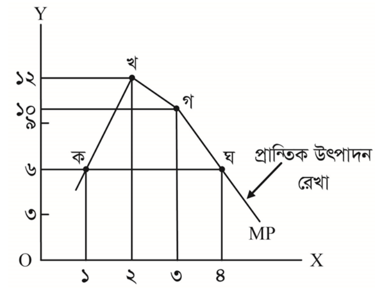

চিত্র : প্রান্তিক উৎপাদন রেখা

চিত্রে ভূমি (OX) অক্ষে শ্রমিকের সংখ্যা এবং লম্ব (OY) অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশিত হয়েছে। চিত্রে শ্রমিকের সংখ্যার ধাপসমূহ হলো ১, ২, ৩ ও ৪। এদের পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ হলো যথাক্রমে ৬ একক (ক বিন্দু), ১২ একক (খ বিন্দু), ১০ একক (গ বিন্দু), ৬ একক (ঘ বিন্দু)। এখন প্রান্তিক উৎপাদন সূচক ক, খ, গ ও ঘ বিন্দুগুলো যোগ করে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা (MP) পাওয়া যায়। MP রেখা সর্বোচ্চ উৎপাদনের পর ডানদিকে নিম্নগামী হয়েছে। এই নিম্নগামিতা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে নির্দেশ করে।

৮। রাহেলা বেগমের ছয়টি সেলাই মেশিন ছিল। কিন্তু লোকবল ও পুঁজির অভাবে তিনি সেগুলো পরিচালনা করতে না পেরে নাজমা বেগমের কাছে পাঁচটি সেলাই মেশিন বিক্রি করে দেন। নাজমা বেগম এই পাঁচটি সেলাই মেশিন দিয়ে একটি পোশাক তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন, সেখানে ছয় জন লোক নিয়োগ দেন। নিয়োগের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্ব-স্ব দক্ষতা ও যোগ্যতাকে তিনি প্রাধান্য দেন। এক্ষেত্রে শ্রমিকেরা কাজ শেষে বেতন পায়। কারখানাটির লাভ-ক্ষতির দায় সবকিছু নাজমা বেগমের। যোগ্যতার সাথে কাজ করে তিনি অর্থনৈতিকভাবে সফলতাও লাভ করেন।

ক. উৎপাদক কাকে বলে? ১

খ. সময়গত উপযোগ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রাহেলা বেগমের সেলাই মেশিন বিক্রি করাকে কোন ধরনের উপযোগ বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে নাজমা বেগমকে কী একজন সফল উদ্যোক্তা বলা যায়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে উৎপাদন করে তাকে উৎপাদক বলে।

খ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধানে অনেক জিনিসের উৎপাদন না বাড়লেও উপযোগ বাড়ে। এদেরকে সময়গত উপযোগ সৃষ্টি বলে। যেমন− পৌষ-মাঘ মাসে ধানের মৌসুমে ফলন বেশি হয়। আবার এই সময়ে ধানের দাম কম থাকে। এসময় ধান মজুদ করে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বিক্রি করলে বেশি দাম পাওয়া যায়। এখানে ধানের উৎপাদন হ্রাস বা বৃদ্ধি না পেলেও তার উপযোগ বা দাম বর্ধিত হবে।

গ রাহেলা বেগমের সেলাই মেশিন বিক্রি করাকে মালিকানাগত উপযোগ বলা হয়।

কোনো দ্রব্যের মালিকানা পরিবর্তন দ্বারা যে অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি হয় তাকে মালিকানাগত উপযোগ বলে। কোনো কোনো অর্থনৈতিক দ্রব্য ও সেবার মালিকানা পরিবর্তন করে অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি করা যায়। যেমন- অব্যবহৃত জমি কিনে একজন কৃষক চাষাবাদ করে উৎপাদন করতে পারে অথবা ব্যবহৃত জমি কিনে আরও ভালোভাবে

চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে পারেন। ঘরবাড়ি, মোটরগাড়ি ইত্যাদির মালিকানার পরিবর্তনের ফলে সাধারণত উপযোগ বাড়ে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, রাহেলা বেগম, নাজমা বেগমের কাছে পাঁচটি সেলাই মেশিন বিক্রি করে দেন। নাজমা বেগম এই পাঁচটি সেলাই মেশিন দিয়ে পোশাক তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন। যা উৎপাদনে উপযোগ সৃষ্টির মালিকানাগত উপযোগকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, রাহেলা বেগমের সেলাই মেশিন বিক্রি করাকে মালিকানাগত উপযোগ বলা যায়।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের আলোকে নাজমা বেগমকে একজন সফল উদ্যোক্তা বলা যায়। আমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেওয়া হলো –
উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। আর এ কাজটি যে ব্যক্তি সম্পাদন করে থাকেন তাকে সংগঠক বলে। একজন দক্ষ সংগঠক উৎপাদনের সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ঝুঁকি বহন করে। এছাড়াও সংগঠক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ সংগ্রহ এবং সেসবের সমন্বয় করে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করেন। সংগঠক কারবার প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সকল দায়িত্ব পালন করে থাকেন।
উদ্দীপকে নাজমা বেগম পাঁচটি সেলাই মেশিন দিয়ে একটি পোশাক তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন, সেখানে ছয় জন লোক নিয়োগ দেন। নিয়োগের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্ব-স্ব দক্ষতা ও যোগ্যতাকে তিনি প্রাধান্য দেন। কারখানাটির লাভ-ক্ষতির দায় সবকিছু নাজমা বেগমের। যোগ্যতার সাথে কাজ করে তিনি অর্থনৈতিকভাবে সফলতাও লাভ করে। উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে নাজমা বেগমকে একজন সফল উদ্যোক্তা বলা যায়।

৯। রিয়াদ জাপানে কর্মরত। প্রতিমাসে পরিবারের জন্য বাংলাদেশে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা পাঠায়। অন্যদিকে মি. জ্যাক একজন চীনা নাগরিক। তিনি বাংলাদেশে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। প্রতিমাসে তিনিও তার আয়ের একটা অংশ চীনে পাঠিয়ে দেন।
- ক. GDP এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. রিয়াদের অর্থ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে কীভাবে সম্পৃক্ত হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মি. জ্যাকের আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয় পরিমাপের সময় কীভাবে প্রভাব ফেলবে? মতামত দাও। ৪

<u>৯নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক GDP এর পূর্ণরূপ হলো– Gross Domestic Product.

খ মাথাপিছু GDP বলতে জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপিকে বোঝায়। কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনকে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলেই মাথাপিছু জিডিপি পাওয়া যায়।

$$\text{সূত্রাকারে, মাথাপিছু জিডিপি} = \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরে মোট দেশজ উৎপাদন}}{\text{ঐ বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা}}$$

মাথাপিছু জিডিপি হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের গড় প্রধান সূচক। বিশ্বব্যাংকের ধ্যানধারণা অনুসারে এ সূচক দ্বারা দেশটি কি উন্নত নাকি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল তা নির্ণয় করা যায়। যদি মাথাপিছু জিডিপি একটি নির্দিষ্ট স্তরের বেশি হয় তবে বুঝতে হবে দেশটি উন্নত, আর যদি তা থেকে কম হয় তবে বুঝতে হবে দেশটি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল।

গ রিয়াদের প্রেরিত অর্থ রেমিট্যান্স হিসেবে বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে।
কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিই হলো মোট জাতীয় আয়। জাতীয় আয় হিসাব করার সময় মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) সাথে নিট উপাদান আয় যোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে নিট উপাদান আয় বলতে একটি দেশের নাগরিকগণ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এবং বিদেশি নাগরিকগণ আলোচ্য দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এ দুয়ের বিয়োগফলকে বুঝায়।
উদ্দীপকের রিয়াদ বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি জাপানে কর্মরত। প্রতিমাসে পরিবারের জন্য বাংলাদেশে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা পাঠায়। এটি মূলত রেমিট্যান্স হিসেবে আমাদের দেশের জাতীয় আয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়। সুতরাং এভাবেই রিয়াদের প্রেরিত অর্থ জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় রেমিট্যান্স হিসেবে সম্পৃক্ত হয়।

ঘ মি. জ্যাকের আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করে না; তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে।
মোট জাতীয় আয় হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্য এবং বিদেশে কর্মরত তথা প্রবাসীদের আয়ের সমষ্টি থেকে দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট আর্থিক মূল্য। সুতরাং মোট জাতীয় আয় = কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য + বিদেশে কর্মরত দেশীয়দের আয় – দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. জ্যাক একজন চীনা নাগরিক। তিনি বাংলাদেশের একটি এনজিও সংস্থায় কর্মরত আছেন। নিজের আয়ের একটি বৃহৎ অংশ তিনি চীনে পাঠান। এ কারণে তার আয় বাংলাদেশের GNI-তে অন্তর্ভুক্ত হয় না বরং চীনের GNI –তে যুক্ত হয়। অর্থাৎ তার আয় এদেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে না। তবে বিদেশিদের আয় (বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে আয়) বিবেচ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। এটি পরবর্তী সময়ে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় নাগরিকদের আয় বৃদ্ধি করে। মি. জ্যাক চীনের নাগরিক হওয়ায় তার আয় বাংলাদেশের জিডিপি (Gross Domestic Product বা GDP)-তে অন্তর্ভুক্ত হয়।
সুতরাং বলা যায়, মি. জ্যাক-এর আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে।

১০। দৃশ্যকল্প-১ : ইয়াসিন সাহেব একটি বেসরকারি কোম্পানিতে ম্যানেজার পদে কর্মরত ছিলেন, কিন্তু তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে চাকরি ছেড়ে দেন এবং এক মাস পর একটি মুরগীর খামার ও গরুর খামার স্থাপন করেন।
দৃশ্যকল্প-২ : 'ক' ব্যক্তি একজন প্রান্তিক কৃষক, বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার কোনো কাজ না থাকায় সে বেকার থাকে।
- ক. মানব সম্পদ কাকে বলে? ১
- খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. দৃশ্যকল্প-১ এর ইয়াসিন সাহেবকে কোন ধরনের বেকার বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ যে ধরনের বেকারত্বের চিত্র ফুটে উঠেছে তা উল্লেখপূর্বক উক্ত বেকারত্ব নিরসনের উপায়গুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যার যে অংশ যখন শিক্ষা ও দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে পরিণত হয় তখন তাদেরকে মানবসম্পদ বলে।

খ অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি তথা জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটলে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা দীর্ঘকালে অর্থনীতিতে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়, সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত হয় ও সমাজে নতুন গতিশীলতার সৃষ্টি হয়। উন্নয়ন কেবল উৎপাদনের পরিমাণবাচক পরিবর্তন ঘটায় না, গুণবাচক পরিবর্তনও আনে।

গ দৃশ্যকল্প-১ এর ইয়াসিন সাহেবকে সাময়িক বেকার বলা যায়।

পেশা পরিবর্তনের কারণে যে বেকারত্ব সৃষ্টি হয় তাকে সাময়িক বেকারত্ব বলে। যেমন, একজন গার্মেন্টস শ্রমিক পেশা পরিবর্তন করে ব্যবসায় শুরু করার প্রস্তুতি নিল। সে যদি ৩ মাস কর্মহীন থাকে , তবে এ সময়টা সাময়িক বেকারত্ব বলে গণ্য হবে। আমাদের দেশসহ কার্যত সর্বত্রই এ ধরনের বেকারত্ব লক্ষ করা যায়।

দৃশ্যকল্প-১ এ দেখা যায়, ইয়াসিন সাহেব একটি বেসরকারি কোম্পানিতে ম্যানেজার পদে কর্মরত ছিলেন, কিন্তু তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে চাকরি ছেড়ে দেন এবং এক মাস পর মুরগির খামার দেন। পেশা বা চাকরি পরিবর্তনের কারণে তাকে কিছুদিন বেকার জীবন কাটাতে হয়েছিল। যা অর্থনীতিতে সাময়িক বেকারত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই ইয়াসিন সাহেবের বেকারত্বকে সাময়িক বেকারত্ব বলা যায়।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ মৌসুমি বেকারত্বের চিত্র ফুটে উঠেছে। মৌসুমি বেকারত্ব নিরসনের উপায়গুলো বিশ্লেষণ করা হলো –

মৌসুমি বেকারত্ব নিরসনের উপায় হিসেবে কৃষি ও অকৃষি উভয় ক্ষেত্রেই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

কৃষিক্ষেত্রে ফসলচাষ বহির্ভূত কৃষিভিত্তিক নানা কাজ যেমন, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুন নতুন কাজ বা প্রকল্প সৃষ্টি করে মৌসুমি বেকারত্ব নিরসন করা যায়। আবার অকৃষিক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং ছোট-খাটো ব্যবসা-বাণিজ্য চালু করার মতো উদ্যোগের মাধ্যমে বেকারত্ব নিরসন করা যেতে পারে।

কৃষিকাজে যে সকল যন্ত্রপাতির দরকার হয় এগুলোর উপকরণ সহজলভ্য ও ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানে তৈরি করা যায়। গ্রামে এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠা করে বেকারত্ব দূর করা যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলে আলু বা ফলের মতো কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যায়। এতে একদিকে কর্মসংস্থান বাড়বে, অন্যদিকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। গ্রামীণ অর্ধশিক্ষিত বেকারদের ভোকেশনাল ট্রেনিং প্রদানের পর তাদেরকে আর্থিক ঋণ সুবিধা প্রদান করলে হাঁস মুরগির খামার, মৎস্য খামার, গবাদি পশু খামারের মতো প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেকারত্ব নিরসন করা যায়। এভাবে বিভিন্ন বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বেকারত্ব কমিয়ে আনা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায়, উপরিউল্লিখিত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৌসুমি বেকারত্ব দূর করা সম্ভব হবে।

১১। সোহাগ ও রুমানা স্বামী-স্ত্রী দুজনে দুটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। উভয় সংস্থাই দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে কাজ করে। সোহাগ যে সংস্থায় কর্মরত সেটা ১৯৯২ সাল হতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছে। অপরদিকে রুমানার কর্মরত সংস্থাটি সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে ১৯৮৬ সালে এর কার্যক্রম শুরু করে।

ক. ছদ্মবেশী বেকার কাকে বলে? ১

খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সোহাগের কর্মরত সংস্থাটির ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রুমানার কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি "দেশের দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে"– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্যবিশিষ্ট লোককে প্রচ্ছন্ন বেকার বা ছদ্মবেশী বেকার বলে।

খ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে একটি অনুন্নত দেশের অনুন্নয়নের জন্য দায়ী কারণগুলো চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে।

অনুন্নত দেশে উৎপাদন কম হয় বলে জনগণের মাথাপিছু আয় কম। ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা তথা চাহিদা কমে যায়। এতে বিনিয়োগ প্রবণতা হ্রাস পায়, যার কারণে পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন গঠন সম্ভব হয় না। এরূপ মূলধন স্বল্পতার কারণে উৎপাদনও কম হয়। এভাবে এ কারণগুলো পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হতে থাকে, যা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র নামে পরিচিত।

গ সোহাগের কর্মরত সংস্থাটি হলো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আশা (এসোসিয়েশন্স ফর সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট)।

আশা ১৯৯২ সাল হতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। আশা বর্তমানে আত্মনির্ভর ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

উদ্দীপকের সোহাগ যে সংস্থায় কর্মরত সেটা ১৯৯২ সাল হতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। যা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আশাকে নির্দেশ করে। বেসরকারি সংস্থাসমূহ মূলত বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করে থাকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় এদের কার্যক্রম আরও ব্যাপ্তি ও গতি লাভ করে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করছে।

সুতরাং বলা যায়, সোহাগের কর্মরত সংস্থাটি হলো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'আশা'।

ঘ রুমানার কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি তথা এসএসএস (সোসাইটি ফর সোশাল সার্ভিসেস) "দেশের দারিদ্র্য নিসরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে"– উক্তিটি যথার্থ।

বেসরকারি সংস্থাসমূহ মূলত বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করে থাকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় এদের কার্যক্রম আরও ব্যাপ্তি ও গতি লাভ করে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করছে। এদের মধ্যে একটি হলো এসএসএস। সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সমন্বিত সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে ১৯৮৬ সালে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন করাই এই সংস্থার লক্ষ্য।

রাজশাহী বোর্ড-২০২৩

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়- ৩০ মিনিট

পূর্ণমান- ৩০

*[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) কালোকালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]*

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. জিডিপির নির্ধারক কোনটি?
ক) মাথাপিছু আয় খ) সরকারি আয় গ) সরকারি ব্যয় ঘ) সচলতা

□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রূপক এক একর জমি বর্গা নিয়ে পৌষ-মাঘ মাসে ১০০ মণ ধান উৎপাদন করে। ঐ সময় ধানের দাম তেমন না থাকায় সে ধান মজুত করে। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে সে ১০০ মণ ধান দ্বিগুণ দামে বিক্রি করে।

২. রূপকের ক্ষেত্রে কোন ধরনের উপযোগ দেখা যায়?
ক) স্থানগত উপযোগ খ) সময়গত উপযোগ
গ) সেবাগত উপযোগ ঘ) মালিকানাগত উপযোগ

৩. উৎপাদনের উপকরণের দৃষ্টিতে রূপক–
i. একজন মালিক ii. একজন শ্রমিক iii. একজন সংগঠক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪. পাহাড়ী বনে রয়েছে কোনটি?
ক) চম্পা, গর্জন খ) সুন্দরী, শাল গ) গেওয়া, শিমুল ঘ) বনজাম, কড়ই

৫. ফিরোজা মহিলা অধিদপ্তরের সাহায্যে বুটিক্স-এর কাজ শিখে। বাসার কাছে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে কাজ শুরু করে। তার শাশুড়ি ও স্বামী এ কাজে তাকে সহযোগিতা করে। ফিরোজা বেগমের ঘটনা মানব সম্পদ উন্নয়নের কোন পদ্ধতিতে পড়ে?
ক) শিক্ষা খ) প্রশিক্ষণ
গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘ) নারীর ক্ষমতায়ন

৬. মোট উপযোগ হ্রাস পেলে প্রান্তিক উপযোগ কেমন হবে?
ক) ধনাত্মক খ) ঋণাত্মক গ) গড় উপযোগের সমান ঘ) শূন্য

৭. কোনটি অবাধলভ্য দ্রব্য?
ক) প্রাকৃতিক বন খ) সৌর বিদ্যুৎ গ) নদীর পানি ঘ) পতিত জমি

৮. ব্র্যাক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৭১ খ) ১৯৭২ গ) ১৯৭৩ ঘ) ১৯৭৪

৯. অর্থনীতির জনক কাকে বলা হয়?
ক) ডেভিড রিকার্ডো খ) জন স্টুয়ার্ট গ) অ্যাডাম স্মিথ ঘ) এল. রবিন্স

১০. মাছ প্রাণিজ সম্পদ কেন?
ক) মাছের প্রাণ আছে বলে খ) মাছের পর্যাপ্ত চাহিদা আছে বলে
গ) প্রাকৃতিক ও জলাশয়ে পাওয়া যায় ঘ) পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে

১১. ক্রেতার একটি নির্দিষ্ট পণ্য নির্দিষ্ট সময়ে কেনার আকাঙ্ক্ষা, সামর্থ্য এবং নির্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করার ইচ্ছাকে কী বলে?
ক) চাহিদা খ) যোগান গ) প্রান্তিক ভোগ ঘ) প্রান্তিক উপযোগ

১২. উৎপাদনের উপযোগ সৃষ্টি হয় কয় ভাগে?
ক) ছয় খ) পাঁচ গ) চার ঘ) তিন

□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৩ ও ১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মবিনের একটি কাঠের কারখানা আছে। সে গাছ কিনে কারখানায় কাঠ চেরাই করে। তার ভাই মামুন সেই কাঠ কিনে আসবাবপত্র বানিয়ে বিক্রি করে।

১৩. মবিনের কারখানায় তৈরি দ্রব্যকে কোন পর্যায়ের দ্রব্য বলা হয়?
ক) চূড়ান্ত দ্রব্য খ) প্রাথমিক দ্রব্য গ) কাঁচামাল ঘ) মাধ্যমিক দ্রব্য

১৪. মানুষের তৈরি দ্রব্যের দামের মধ্যেই নিহিত আছে–
i. শ্রমের মজুরি ii. কাঠের দাম iii. গাছের দাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫. বেকারের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক) প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে অনিচ্ছুক
খ) প্রচলিত মজুরির কাজ করতে ইচ্ছুক
গ) প্রচলিত মজুরিতে অধিক মজুরিতে কাজ করতে চায়
ঘ) স্বেচ্ছা শ্রম নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত থাকে

১৬. মানুষের সব অভাব পূরণ হয় না কেন?
ক) সম্পদ সীমিত খ) সম্পদ অসীম
গ) অভাব নির্বাচন সমস্যা ঘ) সঞ্চয়ের সমস্যা

১৭. যোগান রেখার অবস্থা কোনটি?
ক) ডানদিকে উর্ধ্বগামী খ) ডানদিকে নিম্নগামী
গ) বামদিকে উর্ধ্বগামী ঘ) বামদিকে নিম্নগামী

১৮. অনুন্নত দেশের শিল্প কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হলো–
i. শিল্পকাঠামো সনাতন পদ্ধতির ii. যন্ত্রপাতি পুরোনো দিনের
iii. শ্রমিকদের মজুরি ও দক্ষতা কম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৯. নয়ন তেলের দাম যখন ২০০ টাকা লিটার তখন ২ লিটার তেল কিনে। তেলের দাম কমে ১০০ টাকা হলে নয়ন ৫ লিটার তেল ক্রয় করে। নয়ন অর্থনীতির কোন বিধি অনুসরণ করেছে?
ক) উৎপাদন খ) উপযোগ গ) চাহিদা ঘ) যোগান

২০. ভোক্তা দ্রব্য ভোগ ও তৈরির স্বাধীনতা পায়–
i. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ii. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়
iii. দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২১. মোট জাতীয় আয় হিসাব করতে কোন সময়টি বিবেচনায় আনতে হয়?
ক) ১ বছর খ) ২ বছর গ) ৩ বছর ঘ) ৫ বছর

২২. ফসল কাটা ও বোনার সময় ছাড়া অন্য সময় গ্রামীণ কৃষি শ্রমিকদের কোনো কাজ থাকে না ইহা কোন ধরনের বেকারত্ব?
ক) ছদ্মবেশী বেকারত্ব খ) মৌসুমী বেকারত্ব
গ) স্পষ্ট বেকারত্ব ঘ) সাময়িক বেকারত্ব

২৩. লোহা পিটিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরি কোন ধরনের উপযোগ?
ক) রূপগত উপযোগ খ) স্থানগত উপযোগ
গ) সময়গত উপযোগ ঘ) সেবাগত উপযোগ

২৪. বাজার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে নিচের কোন শর্তটি আবশ্যক?
ক) যে বিন্দুতে চাহিদা > যোগান খ) যে বিন্দুতে চাহিদা = যোগান
গ) যে বিন্দুতে যোগান > চাহিদা ঘ) যোগান দাম < চাহিদা দাম

□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৫ ও ২৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মনির নিজের চেষ্টায় একটি অটোরিক্সা তৈরি করে। সে নিজেই এটা চালিয়ে প্রতিদিন ভালো রোজগার করে। এলাকার অনেক বেকার যুবক তার কাজের মাধ্যমে উৎসাহিত হয় ও কাজটি সম্পাদন করে।

২৫. মনিরের যোগ্যতাটি কোন ধরনের?
ক) উৎপাদিত খ) সমষ্টিগত গ) মানবিক ঘ) প্রাকৃতিক

২৬. মনিরের সম্পদের মধ্যে অভাব রয়েছে–
i. হস্তান্তরযোগ্যতা ii. বাহ্যিকতার iii. উপযোগের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৭. উৎপাদনের উপকরণ কোনটি?
ক) ব্যাংক খ) সংগঠন গ) ক্রেতা-বিক্রেতা ঘ) ভোক্তা

২৮. উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক) গড় আয়ু বেশি খ) গড় আয়ু কম
গ) ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার ঘ) আমদানি ব্যয় বেশি

২৯. 'X' কারখানার মালিক তার শ্রমিকদের বলেন, এ বছর যদি সোয়েটার তৈরির সংখ্যা বাড়াতে পার তাহলে লাভের ৫% তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দেব। ফলে বছর শেষে সোয়েটার তৈরি আগের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। 'X' কারখানায় উৎপাদন বাড়ার কারণ কী?
ক) সুযোগ ব্যয় খ) ভর্তুকি প্রদান
গ) অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচন ঘ) প্রণোদনা

৩০. কোনটি থেকে দেশের অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থা জানা যায়?
ক) জাতীয় আয় খ) জাতীয় ব্যয়
গ) নিট জাতীয় আয় ঘ) মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

রাজশাহী বোর্ড–২০২৩

অর্থনীতি (সৃজনশীল) বিষয় কোড 141

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। মি. রফিক 'ক' দেশের নাগরিক। এ দেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টন পরিচালিত হয়। অন্যদিকে মি. শফিকের দেশের উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরচালিত হয়।

ক. অধ্যাপক মার্শাল প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ১

খ. মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয় কেন? ২

গ. মি. রফিক যে দেশে বাস করেন সেই দেশে কোন অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মি. শফিকের দেশের অর্থব্যবস্থাকে সমর্থন কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। দরিদ্র পরিবারের সন্তান সাগরের বই ও ঘড়ি ক্রয় করা প্রয়োজন। তার পিতা তাকে এক হাজার টাকা বই ও ঘড়ি ক্রয়ের জন্য দিলেন। কিন্তু উভয় দ্রব্য এক সাথে এই টাকা দিয়ে ক্রয় করা সম্ভব নয়। তাই কোন দ্রব্যটি আগে ক্রয় করবে এ নিয়ে সে চিন্তিত।

ক. অসীম অভাব কী? ১

খ. বাণিজ্য দ্বারা মানুষ কীভাবে উপকৃত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে সাগর কেন তার প্রয়োজনীয় দুটি দ্রব্য একত্রে কিনতে পারছে না? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সাগর কোন দ্রব্যটি আগে ক্রয় করবে? এ বিষয়টি অর্থনীতির যে ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ– তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। আনিকা ও ফাতেমা দুই বান্ধবী একই কলেজে পড়াশুনা শেষ করে দুজনই দুটি বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) তে চাকুরী নেন। আনিকার কর্মরত সংস্থাটি ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন ও সাহায্য সহযোগিতা করাই সংস্থাটির মূল লক্ষ্য। অন্যদিকে, ফাতেমার সংস্থাটি ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংস্থাটি গ্রামের জনগণকে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে সহযোগিতা করে।

ক. অর্থনৈতিক উন্নয়ন কী? ১

খ. সাময়িক বেকারত্ব কেন সৃষ্টি হয়? ২

গ. আনিকার কর্মরত সংস্থাটি কোন ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ফাতেমার কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। মিনা বার্ষিক পরীক্ষার পর বাবা-মায়ের সাথে তার নানার বাড়ি বেড়াতে যায়। সেখানে বনাঞ্চলে সুন্দরী, গরান প্রভৃতি মূল্যবান গাছপালা দেখে মুগ্ধ হয়। মিনার নানা বলেন এখানের নদ-নদী ও বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন রকম মাছ পাওয়া যায় যা আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে।

ক. অবাধলভ্য দ্রব্য কাকে বলে? ১

খ. গুদামঘরকে মূলধনী দ্রব্য বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে মিনার নানার বাড়ির দৃশ্য কোন সম্পদকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণে যে সম্পদ অবদান রাখে তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। নিচের সূচিটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

প্রতি কমলার দাম (টাকায়)	চাহিদা (একক)
৮	৬
৬	১২
৪	১৬

ক. উপযোগ কাকে বলে? ১

খ. যোগান বিধি বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উপরের সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে দাম ও চাহিদার পরিমাপের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। রহিম মিয়া তাঁর এলাকায় একটি তাঁত শিল্প চালু করেন। পরবর্তীতে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির সুবিধা পাওয়ায় তিনি আরও একটি তাঁত শিল্প চালু করেন। ফলে অনেক শ্রমিক কাজ করার সুযোগ পায়। তিনি শ্রমিকদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করেন। দক্ষতার সাথে উনার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এতে শ্রমিক ও মালিক উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে এবং উভয়ই লাভবান হন।

ক. প্রকাশ্য ব্যয় কাকে বলে? ১

খ. কীভাবে মালিকানাগত উপযোগ সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের রহিম মিয়াকে কি সংগঠক বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সংগঠকের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। রাজিব একজন দরিদ্র কৃষক। অনেক কষ্ট করে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে কানাডা পাঠিয়েছেন। কানাডা থেকে তার ছেলে প্রতিমাসে দেশে তার বাবাকে টাকা পাঠান। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হ্যারিস বাংলাদেশের একটি গার্মেন্টস কারখানায় কর্মরত। তিনি আয়ের কিছু অংশ তার দেশে পাঠান।

ক. মোট জাতীয় আয় কাকে বলে? ১

খ. মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় বলতে কী বুঝ? ২

গ. রাজিবের ছেলের পাঠানো টাকা জাতীয় আয়ের কোন ধারণার সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. হ্যারিসের আয় বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৮। নিম্নে কৃষক জামাল মিয়ার গম উৎপাদনের একটি সূচি দেওয়া হলো :

ভূমি	শ্রমিকের সংখ্যা	উপকরণ সংমিশ্রণ	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ হেক্টর	১	A	৮	৮
১ "	২	B	২০	?
১ "	৩	C	৩০	?
১ "	৪	D	৩৬	?

ক. অধিকার ও ভার বণ্টন কী? ১

খ. মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ বলা হয় কেন? ২

গ. সূচিতে ? চিহ্নিত স্থানসমূহে যথাযথ প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উপরের সূচিতে অর্থনীতির যে বিধিটি নির্দেশ করে তা রেখাচিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯।

ছক-১	ছক-২
চুনাপাথর, চীনামাটি, কয়লা।	প্রতিভা, দক্ষতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা।

ক. চূড়ান্ত দ্রব্য কাকে বলে? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছক-১ এ কোন ধরনের সম্পদকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছক-২ এ উল্লিখিত সম্পদগুলোকে অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ বলা যায় কি? তোমার মতামত দাও। ৪

১০। অন্তরার দেশে এক বছরের উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য যোগ করে জিডিপি নির্ধারণ করা হয়। অপরদিকে ফরিদার দেশে উৎপাদনের মৌলিক উপকরণের প্রাপ্ত আয় যোগ করে জিডিপি নির্ধারণ করা হয়?

ক. GDP এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. প্রযুক্তি কীভাবে দেশজ উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে অন্তরার দেশে মোট দেশজ উৎপাদন কোন পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের অন্তরা ও ফরিদার দেশে জিডিপি পরিমাপের পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। **ঘটনা-১ :** রাতুল তার জমিতে ফসল উৎপাদন করে। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে দেখা যায় বছরের কোনো বিশেষ বিশেষ সময়ে তার কোনো কাজ থাকে না।

ঘটনা-২ : অল্প শিক্ষিত তানিয়া বেগম বিভিন্ন ধরনের হস্তজাত শিল্পপণ্য উৎপাদনের কাজ করে। কিন্তু তার পণ্যের গুণগত মান ভালো না হওয়ায় বাজারে কম বিক্রি হয়।

ক. মানব সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বুঝ? ২

গ. ঘটনা-১ এ কোন ধরনের বেকারত্ব প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ তানিয়া বেগমের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? মতামত দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	L	৩	M	৪	K	৫	L	৬	L	৭	M	৮	L	৯	M	১০	N	১১	K	১২	L	১৩	N	১৪	K	১৫	K
	১৬	K	১৭	K	১৮	N	১৯	M	২০	L	২১	K	২২	L	২৩	K	২৪	L	২৫	M	২৬	K	২৭	L	২৮	K	২৯	N	৩০	N

সৃজনশীল

১। মি. রফিক 'ক' দেশের নাগরিক। এ দেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টন পরিচালিত হয়। অন্যদিকে মি. শফিকের দেশের উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরচালিত হয়।

ক. অধ্যাপক মার্শাল প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ১

খ. মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয় কেন? ২

গ. মি. রফিক যে দেশে বাস করেন সেই দেশে কোন অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মি. শফিকের দেশের অর্থব্যবস্থাকে সমর্থন কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাপক মার্শাল প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি হলো– "অর্থনীতি মানবজীবনের সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে।"

খ প্রণোদনার মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত ভোগের সুযোগ সৃষ্টি হয় ফলে মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয়।

প্রতিটি কাজের জন্য উৎসাহ বা প্রণোদনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অর্থনীতিতে শ্রমিকদের কাজে উৎসাহিত করার জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপই হলো প্রণোদনা। এক্ষেত্রে চাকরির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি, লভ্যাংশ প্রদান, চিকিৎসা, বাসস্থান, বেতনসহ ছুটি, বৃদ্ধ বয়সে পেনশন প্রভৃতি প্রণোদনার কৌশল ব্যবহার করে শ্রমিকদেরকে অধিক উৎপাদনে উৎসাহিত করা যায়। প্রণোদনা পেলে মানুষ তার কাজটি অধিকতর যত্নের সাথে করে। ফলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

গ মি. রফিক যে দেশে বাস করে সে দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে তাই হলো মিশ্র অর্থব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ অধিকাংশ অর্থনৈতিক কাজ ব্যক্তি উদ্যোগে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। তবে সরকার প্রয়োজনবোধে এসব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এখানে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদন ও ভোগ নির্ধারিত হয়। এ দাম প্রক্রিয়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি বিধি-নিষেধ দ্বারাও আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. রফিক 'ক' দেশের নাগরিক। এদেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টন পরিচালিত হয়। যা মিশ্র অর্থব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তাই বলা যায়, মি. রফিক এর দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ আমি মি. শফিকের দেশের সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সমর্থন করি না।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদানের ওপর রাষ্ট্রের বা সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে। অধিকাংশ শিল্প কারখানা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক সরকার বা সমাজ। এসব প্রতিষ্ঠান সরকারি বা সামাজিক নির্দেশে পরিচালিত হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. মফিকের দেশের উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত হয়। যা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা নির্দেশ করে। কেননা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্র বা সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে সকল পরিকল্পনা করে থাকে। এখানে ব্যক্তি উদ্যোগে কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে না।

সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় যেসব পণ্যসামগ্রী উৎপাদন ও বাজারজাত করা হয় তাতে ভোক্তাদের চাহিদা ও রুচিবোধকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। এখানে শ্রমিকদের সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তেমনটি করা সম্ভব হয় না। আবার অর্থব্যবস্থায় সকল উৎপাদন ও বণ্টন সরকারি খাতে নিয়ন্ত্রিত হয়। এজন্য বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের কোনো ভূমিকা থাকে না। এমনকি উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ কার্যক্রমে কোনোরূপ অংশগ্রহণ করতে পারে না।

উপরিউক্ত কারণে আমি মি. শফিকের দেশের সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সমর্থন করি না।

২। দরিদ্র পরিবারের সন্তান সাগরের বই ও ঘড়ি ক্রয় করা প্রয়োজন। তার পিতা তাকে এক হাজার টাকা বই ও ঘড়ি ক্রয়ের জন্য দিলেন। কিন্তু উভয় দ্রব্য এক সাথে এই টাকা দিয়ে ক্রয় করা সম্ভব নয়। তাই কোন দ্রব্যটি আগে ক্রয় করবে এ নিয়ে সে চিন্তিত।

ক. অসীম অভাব কী? ১

খ. বাণিজ্য দ্বারা মানুষ কীভাবে উপকৃত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে সাগর কেন তার প্রয়োজনীয় দুটি দ্রব্য একত্রে কিনতে পারছে না? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সাগর কোন দ্রব্যটি আগে ক্রয় করবে? এ বিষয়টি অর্থনীতির যে ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ– তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের সীমিত সম্পদের মাঝে একটি অভাব পূরণ হলে নতুন আরেকটি অভাবের আবির্ভাব হওয়াই হলো অসীম অভাব।

খ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সবাই উপকৃত হতে পারে।

বর্তমান সময়ে কোনো দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে কোনো একটি পণ্য উৎপাদন না করেও অন্য দেশ থেকে আমদানি করে নিজেদের চাহিদা মিটাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্র সস্তায় গাড়ি তৈরি করে। তবে আমাদের রয়েছে সস্তায় পোশাক তৈরির সুযোগ। এখন যদি আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পোশাকের বিনিময়ে গাড়ির বাণিজ্য করি তাহলে আমাদের উভয়েরই লাভ হবে। এভাবে বাণিজ্যের মাধ্যমে সবাই উপকৃত হতে পারে।

গ অর্থ সংকটের কারণে সাগর তার প্রয়োজনীয় দুটি দ্রব্য একত্রে কিনতে পারছে না; যা অর্থনীতিতে দুষ্প্রাপ্যতা নির্দেশ করে।

দুষ্প্রাপ্যতা বলতে অসীম অভাবের তুলনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে বোঝায়। মানুষ তার অভাব পূরণ করার জন্য যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা

ভোগ করতে চায় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। মানবজীবনের এই অসংখ্য অভাবের তুলনায় উৎপাদনের উপকরণ তথা প্রাপ্ত সম্পদের স্বল্পতাকে অর্থনীতিতে দুষ্প্রাপ্যতা বলে। উদাহরণ স্বরূপ– শাকিলের কাছে এক হাজার টাকা আছে। তার শার্ট, প্যান্ট এবং ভালো জুতা দরকার। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তার টাকার পরিমাণ অনেক কম। এরূপ অবস্থা মূলত সম্পদের 'দুষ্প্রাপ্যতাকে' নির্দেশ করছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দরিদ্র পরিবারের সন্তান সাগরের বই ও ঘড়ি ক্রয় করা প্রয়োজন। তার পিতা তাকে এক হাজার টাকা বই ও ঘড়ি কিনতে দিলেন। কিন্তু উভয় দ্রব্য একসাথে এই টাকা দিয়ে ক্রয় করা সম্ভব নয়। মূলত সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে তিনি দুটি দ্রব্য একসাথে কিনতে সক্ষম হননি।

তাই বলা যায়, সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে তার প্রয়োজনীয় দুটি দ্রব্য একসাথে কিনতে পারছে না।

ঘ সাগর আগে বই ক্রয় করবে। এ বিষয়টি অভাব নির্বাচন ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ।

মানবজীবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা তথা মৌলিক সমস্যা হলো বাছাই বা নির্বাচন সমস্যা। মানুষের জীবনে অভাব অসীম হলেও অভাব পূরণের সম্পদ খুবই সীমিত। যেহেতু মানুষের অভাব অনেক এবং সম্পদ সীমিত, তাই সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের সকল অভাব পূরণ হয় না। মানুষ অনেক অভাবের মধ্য থেকে কয়েকটি অভাব পূরণ করে। অভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে মানুষ এ অভাবগুলো পূরণ করে। অতিপ্রয়োজনীয় অভাবগুলো মানুষ অগ্রাধিকারভিত্তিতে পূরণ করে। এটাই হলো অভাব নির্বাচন বা বাছাই।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সাগর এক হাজার টাকা নিয়ে বই এবং ঘড়ি ক্রয় করতে যান। কিন্তু উভয় দ্রব্য একসাথে ক্রয় করা সম্ভব নয়। তাই কোন জিনিসটি আগে ক্রয় করবে এ নিয়ে সে চিন্তিত। তাকে অভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি ক্রয় করতে হবে। দুটি দ্রব্যের মধ্যে অর্থাৎ বই এবং ঘড়ির মধ্যে বই এর গুরুত্ব বেশি। তাই সে বই আগে ক্রয় করবে।

সুতরাং উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, সাগর আগে বই ক্রয় করবে।

৩। আনিকা ও ফাতেমা দুই বান্ধবী একই কলেজে পড়াশুনা শেষ করে দুজনই দুটি বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) তে চাকুরী নেন। আনিকার কর্মরত সংস্থাটি ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন ও সাহায্য সহযোগিতা করাই সংস্থাটির মূল লক্ষ্য। অন্যদিকে, ফাতেমার সংস্থাটি ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংস্থাটি গ্রামের জনগণকে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে সহযোগিতা করে।

ক. অর্থনৈতিক উন্নয়ন কী? ১

খ. সাময়িক বেকারত্ব কেন সৃষ্টি হয়? ২

গ. আনিকার কর্মরত সংস্থাটি কোন ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ফাতেমার কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি তথা জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটলে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।

খ পেশা পরিবর্তনের কারণে সাময়িক বেকারত্ব সৃষ্টি হয়। যেমন– একজন গার্মেন্টস শ্রমিক পেশা পরিবর্তন করে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে। এ সময় যে কয়দিন সে কর্মহীন থাকে, এ সময়কালটা সাময়িক বেকারত্ব বলে গণ্য হয়। আমাদের দেশে এ ধরনের বেকারত্ব লক্ষ করা যায়।

গ আনিকার কর্মরত সংস্থাটি হলো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এসএসএস (সোসাইটি ফর সোশাল সার্ভিসেস)।

সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন, সচেতনতা সৃষ্টিসহ সমন্বিত সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে ১৯৮৬ সালে এসএসএস-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আনিকা ও ফাতেমা দুজনেই পড়াশুনা শেষ করে বেসরকারি সংস্থায় কাজ শুরু করেন। উভয়ের সংস্থাটি দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে কাজ করে। আনিকার কর্মরত সংস্থাটি ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বেসরকারি সংস্থা এসএসএসকে নির্দেশ করছে। সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাসেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন করাই এই সংস্থার লক্ষ্য।

ঘ ফাতেমার কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি হলো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা প্রশিকা। দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বেসরকারি সংস্থাসমূহ মূলত বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করে থাকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় এদের কার্যক্রম আরও ব্যাপ্তি ও গতি লাভ করে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করছে। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে প্রশিকা।

প্রশিকা স্বাধীনতা-উত্তর ১৯৭৫ সালে ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার কয়েকটি গ্রাম নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংস্থাটি দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ২৭ লক্ষ ৭০ হাজারেরও বেশি দরিদ্র নারী-পুরুষকে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩৯টি প্রাথমিক সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করেছে। প্রশিকার সহায়তায় অনেক পরিবার দারিদ্র্যমুক্ত হয়েছে।

প্রশিকা সমিতির সদস্যদের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় পরিবেশসম্মত কৃষি, সেচ, পশুসম্পদ বৃদ্ধি, মৌমাছি পালন, মৎস্য চাষ, সামাজিক বনায়ন, বসতবাড়িতে বাগান, বীজ উৎপাদন, ক্ষুদ্র ব্যবসায় ইত্যাদি কার্যক্রম চালাচ্ছে। অর্থাৎ দেশের দারিদ্র্য দূর করে আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রশিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৪। মিনা বার্ষিক পরীক্ষার পর বাবা-মায়ের সাথে তার নানার বাড়ি বেড়াতে যায়। সেখানে বনাঞ্চলে সুন্দরী, গরান প্রভৃতি মূল্যবান গাছপালা দেখে মুগ্ধ হয়। মিনার নানা বলেন এখানের নদ-নদী ও বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন রকম মাছ পাওয়া যায় যা আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে।

ক. অবাধলভ্য দ্রব্য কাকে বলে? ১

খ. গুদামঘরকে মূলধনী দ্রব্য বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে মিনার নানার বাড়ির দৃশ্য কোন সম্পদকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণে যে সম্পদ অবদান রাখে তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সমস্ত দ্রব্য বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলে।

খ গুদামঘর বারবার উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে গুদামঘরকে মূলধনী দ্রব্য বলা হয়।
যে সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য, অন্য দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে তাকে মূলধনী দ্রব্য বলে। যেমন– যন্ত্রপাতি, কারখানা, গুদামঘর ইত্যাদি। মূলধনী দ্রব্য বারবার উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। মূলধনী দ্রব্য আবার মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনেও ব্যবহৃত হয়।

গ উদ্দীপকে মিনার নানার বাড়ির দৃশ্য বনজ সম্পদকে নির্দেশ করে।
কোনো দেশের গাছপালা, সেগুলো থেকে প্রাপ্ত কাঠ, জ্বালানি উপকরণ এবং সেখানে বাসরত জীবজন্তু ইত্যাদির সমষ্টিই হলো বনজ সম্পদ। বনভূমি ও বনজ সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত অবস্থা ভালো রাখার জন্য বাংলাদেশের ভূখণ্ডের কমপক্ষে ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা দরকার।
উদ্দীপকে দেখা যায়, মিনা বার্ষিক পরীক্ষার পর বাবা-মায়ের সাথে তার নানার বাড়ি বেড়াতে যায়। সেখানে বনাঞ্চলে সুন্দরী, গরান প্রভৃতি মূল্যবান গাছপালা দেখে মুগ্ধ হয়। এটি বনজসম্পদ সুন্দরবনকে নির্দেশ করছে। খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও বরগুনা জেলার সমুদ্র উপকূলে এ বন অবস্থিত।
এর আয়তন প্রায় ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার। এ বনাঞ্চলে সুন্দরী, গরান, গেওয়া, কেওড়া, বাইন প্রভৃতি মূল্যবান গাছ জন্মায়। সুন্দরবনে পৃথিবী বিখ্যাত বাঘ 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' এবং বিভিন্ন প্রজাতির মূল্যবান পশু-পাখি বাস করে। সুন্দরবনকে জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা ইউনেস্কো ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে 'বিশেষ অঞ্চল' ঘোষণা করেছে।

ঘ আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণে প্রাণিজ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বাংলাদেশের সর্বত্র বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি দেখা যায়। গৃহপালিত পশু-পাখির মধ্যে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি প্রধান। এছাড়া সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে রয়েছে বাঘ, হাতি, হরিণ প্রভৃতি মূল্যবান জীবজন্তু ও অসংখ্য প্রজাতির পাখি। আমাদের নদ-নদী, বিল, হাওড়, পুকুর ইত্যাদি জলাশয় এবং বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন রকম মাছ পাওয়া যায়। এ সবই এদেশের প্রাণিজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।
উদ্দীপকে দেখা যায়, মিনার নানা বলেন, নদ-নদী ও বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন রকম মাছ পাওয়া যায় যা আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে। এটি মূলত প্রাণিজ সম্পদকে নির্দেশ করে। এ ধরনের সম্পদ আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে। আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণ মাছ পাওয়া যায়। যা আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
সুতরাং বলা যায়, আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণে প্রাণিজ সম্পদের অবদান অপরিসীম।

৫। নিচের সূচিটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

প্রতি কমলার দাম (টাকায়)	চাহিদা (একক)
৮	৬
৬	১২
৪	১৬

ক. উপযোগ কাকে বলে? ১
খ. যোগান বিধি বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উপরের সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে দাম ও চাহিদার পরিমাপের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের বা সেবার দ্বারা ব্যক্তির অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বোঝানো হয়।

খ দাম ও যোগানের সম্পর্ক সমমুখী। অর্থাৎ দাম যেদিকে পরিবর্তিত হয়, যোগানও সেদিকে পরিবর্তিত হয়।
অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত (যেমন : উপকরণ দাম ও প্রযুক্তি স্থির, স্বাভাবিক সময় বিবেচিত) থেকে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়। দাম ও যোগানের এরূপ প্রত্যক্ষ সম্পর্ককে যোগান বিধি বলা হয়।

গ একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে কোনো দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা হয়, তা যে রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা রেখা বলে।
উদ্দীপকের সূচির আলোকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো–

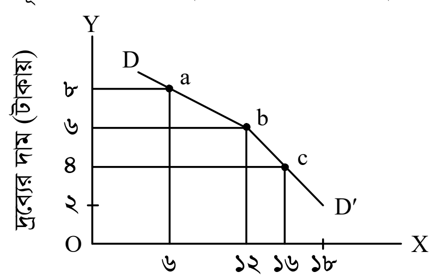

চাহিদার পরিমাণ (এককে)
চিত্র : চাহিদা রেখা

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) দাম দেখানো হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন ৮ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৬ একক। এখন OY অক্ষের ৮ সূচক এবং OX অক্ষের ৬ সূচক বিন্দু থেকে দুটি লম্ব অঙ্কন করলে তারা পরস্পর a বিন্দুতে মিলিত হয়। এভাবে b ও c বিন্দুতে যথাক্রমে ৬ টাকায় ১২ একক ও ৪ টাকায় ১৬ একক দ্রব্যের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। এবার a, b, ও c বিন্দুগুলোকে যোগ করে আমরা DD' রেখা পায়। এই DD' রেখাই চাহিদা রেখা।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে।
চাহিদা বিধি অনুযায়ী দাম ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক বিপরীতমুখী। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে এবং দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। দাম ও চাহিদার মধ্যে এ বিপরীত সম্পর্ককে চাহিদা বিধি বলে।

প্রতিটি কমলার দাম (টাকায়)	চাহিদা (একক)
৮	৬
৬	১২
৪	১৬

উদ্দীপকের সূচিতে দেখা যায়, দাম যখন ৮ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৬ একক। দাম কমে যখন ৬ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ বেড়ে ১২ একক হয়। দাম কমে যখন ৪ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ আরও বেড়ে ১৬ একক হয়। এক্ষেত্রে দাম কমার সাথে সাথে চাহিদার পরিমাণ বাড়ছে। আবার বিপরীতভাবে দাম ৪, ৬ ও ৮ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ কমে যথাক্রমে ১৬, ১২ ও ৬ একক হয়। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে দাম বাড়ার সাথে সাথে চাহিদার পরিমাণ কমছে।

অতএব বলা যায়, প্রদত্ত সূচিতে দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান।

৬। রহিম মিয়া তাঁর এলাকায় একটি তাঁত শিল্প চালু করেন। পরবর্তীতে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির সুবিধা পাওয়ায় তিনি আরও একটি তাঁত শিল্প চালু করেন। ফলে অনেক শ্রমিক কাজ করার সুযোগ পায়। তিনি শ্রমিকদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করেন। দক্ষতার সাথে উনার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এতে শ্রমিক ও মালিক উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে এবং উভয়ই লাভবান হন।

ক. প্রকাশ্য ব্যয় কাকে বলে? ১

খ. কীভাবে মালিকানাগত উপযোগ সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের রহিম মিয়াকে কি সংগঠক বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সংগঠকের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান ভাড়া বা উপকরণ বা শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য দৃশ্যমান যে ব্যয় করেন এদের সমষ্টিই হলো প্রকাশ্য ব্যয়।

খ কোনো অর্থনৈতিক দ্রব্য ও সেবার মালিকানা পরিবর্তন করে যে অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি করা হয় তাকে মালিকানাগত উপযোগ বলে। অনেক সময় কোনো অর্থনৈতিক দ্রব্য বা সেবার মালিকানা পরিবর্তন করলে পূর্বের থেকে বেশি উপযোগ সৃষ্টি হয়। যেমন: অব্যবহৃত জমি কিনে একজন কৃষক চাষাবাদ করে উৎপাদন করতে পারে।

গ হ্যাঁ, উদ্দীপকের রহিম মিয়াকে সংগঠক বলা যায়।

উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপকরণের সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। আর এ কাজটি যে ব্যক্তি সম্পাদন করে থাকেন তাকে সংগঠক বলা হয়। একজন সফল সংগঠক নিজেই উৎপাদনের সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন নীতি নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী কারবার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। এছাড়াও তিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ সংগ্রহ এবং সেগুলোর সমন্বয় করে উৎপাদন করেন। একজন সংগঠক কারবার প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সকল দায়িত্ব ও ঝুঁকি বহন করে থাকেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রহিম মিয়া একটি তাঁত শিল্প চালু করেন। পরবর্তীতে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির সুবিধা পাওয়ায় তিনি আরও একটি তাঁত শিল্প চালু করেন। এ কারখানায় অনেক শ্রমিক নিয়োগ দেন। তিনি শ্রমিকদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করেন। দক্ষতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এতে শ্রমিক ও মালিক উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে এবং উভয়ই লাভবান হয়। তাই রহিম মিয়াকে সংগঠক বলা যায়।

ঘ নিম্নে উদ্দীপকের আলোকে সংগঠকের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করা হলো –

১. **ব্যবসার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি :** সংগঠনের প্রথম ধাপে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য কী হবে তা নির্ধারণ করতে হয়। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি অনুসারে ব্যবসায়ের সাংগঠনিক রূপ তৈরি করতে হয়।

২. **ব্যবসায়ের কার্যাবলি নির্ধারণ :** ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি ঠিকমতো নির্ধারণ করার পর ব্যবসায়ের সমগ্র কার্যাবলি বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন- উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, অর্থসংস্থান, শ্রমিক-কর্মী নিয়োগ, শ্রমিক-কর্মী সম্পর্ক প্রভৃতি।

৩. **কার্যাবলির বিভাগ :** কার্যাবলি বিশ্লেষণের পর কাজের ধরন ও উদ্দেশ্যের মিল অনুযায়ী কাজগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। একই বিভাগের সহায়ক কাজগুলোকে আবার উপবিভাগে ভাগ করা হয়। যেমন– উৎপাদন বিভাগ, ক্রয় বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ, হিসাবরক্ষণ বিভাগ, প্রচার বিভাগ ইত্যাদি।

৪. **কর্তব্য বণ্টন :** ব্যবসায়ের প্রতিটি কর্মীর ওপর একটি নির্দিষ্ট কাজের ভার অর্পণ করা হয়। অভিজ্ঞতা, ক্ষমতা ও দক্ষতা অনুসারে প্রতিটি বিভাগ ও উপবিভাগের প্রতিটি কর্মীর সুনির্দিষ্ট কর্তব্য স্থির করা হয় এবং যে কর্মী যে কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ তাকে সেই কাজই দেওয়া হয়।

৫. **অধিকার ও ভার বণ্টন:** ভার অর্পণ বলতে কর্তব্য পালনের উপযুক্ত কার্যনির্বাহী ক্ষমতা অর্পণ করাকে বুঝায়। প্রতিটি কর্মীকে স্বাধীনভাবে, নির্বিঘ্নে এবং যথাযথভাবে কাজ করার অধিকার দিতে হয়। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার একাংশ তার অধস্তন কর্মীকে অর্পণ করেন। দুটি ভিন্নমুখী প্রবাহ অব্যাহত থাকলে সংগঠন সফল হয়।

৭। রাজিব একজন দরিদ্র কৃষক। অনেক কষ্ট করে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে কানাডা পাঠিয়েছেন। কানাডা থেকে তার ছেলে প্রতিমাসে দেশে তার বাবাকে টাকা পাঠান। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হ্যারিস বাংলাদেশের একটি গার্মেন্টস কারখানায় কর্মরত। তিনি আয়ের কিছু অংশ তার দেশে পাঠান।

ক. মোট জাতীয় আয় কাকে বলে? ১

খ. মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় বলতে কী বুঝ? ২

গ. রাজিবের ছেলের পাঠানো টাকা জাতীয় আয়ের কোন ধারণার সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. হ্যারিসের আয় বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিই হলো মোট জাতীয় আয়।

খ CCA বা Capital Consumption Allowance-এর অর্থ হলো মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধনের ব্যবহারজনিত যে ক্ষয় হয়, তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ব্যয় বহন করতে হয় তাই মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় CCA।

গ রাজিবের ছেলের পাঠানো টাকা রেমিট্যান্স হিসেবে এদেশের মোট জাতীয় আয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিই হলো মোট জাতীয় আয়। জাতীয় আয় হিসাব করার সময় মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) সাথে নিট উপাদান আয় যোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে নিট উপাদান আয় বলতে একটি দেশের নাগরিকগণ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এবং বিদেশি নাগরিকগণ আলোচ্য দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এ দুয়ের বিয়োগফলকে বুঝায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাজিবের ছেলে বাংলা দেশের নাগরিক। কানাডা থেকে তার ছেলে প্রতিমাসে দেশে বাবাকে টাকা পাঠান। এটি মূলত রেমিট্যান্স হিসেবে আমাদের দেশের জাতীয় আয়ের সাথে সংযুক্ত হয়। সুতরাং এভাবেই রাজিবের ছেলের পাঠানো টাকা মোট জাতীয় আয় (GNI) এর সাথে সম্পৃক্ত হবে।

ঘ হ্যারিসের আয় বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয়, তার বাজার দামের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP (Gross Domestic Product) বলা হয়। মোট দেশজ উৎপাদন হিসাব করার সময় দেশের মধ্যে অবস্থানরত বিদেশিদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম হিসাব করা হয়। কিন্তু জাতীয় আয় বা GNP তে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হ্যারিস যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। সে বাংলাদেশের একটি গার্মেন্টস কারখানায় কর্মরত। তিনি আয়ের কিছু অংশ তার দেশে পাঠান। যা তার দেশের মোট জাতীয় আয়ের সাথে যুক্ত হবে এবং বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) তে অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই বলা যায়, হ্যারিসের আয় বাংলাদেশের GNI তে যুক্ত হবে না।

৮। নিম্নে কৃষক জামাল মিয়ার গম উৎপাদনের একটি সূচি দেওয়া হলো :

ভূমি	শ্রমিকের সংখ্যা	উপকরণ সংমিশ্রণ	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ হেক্টর	১	A	৮	৮
১ "	২	B	২০	?
১ "	৩	C	৩০	?
১ "	৪	D	৩৬	?

ক. অধিকার ও ভার বণ্টন কী? ১

খ. মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ বলা হয় কেন? ২

গ. সূচিতে ? চিহ্নিত স্থানসমূহে যথাযথ প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উপরের সূচিতে অর্থনীতির যে বিধিটি নির্দেশ করে তা রেখাচিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ কর। ৪

<u>৮নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক ভার অর্পণ বলতে কর্তব্য পালনের উপযুক্ত কার্যনির্বাহী ক্ষমতা অর্পণ করাকে বোঝায়।

খ মূলধন ভোগ না করে নতুন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হয় বলে একে উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ বলা হয়।

মনুষ্য সৃষ্ট যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, কাঁচামাল ইত্যাদিকে মূলধন বলে অভিহিত করা হয়। এগুলো সরাসরি ভোগযোগ্য নয়; বরং এগুলো নতুন দ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা করে। তাই উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীসহ অর্থের ঐ অংশও মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয়, যা নতুন দ্রব্য উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত করা হয়। এ কারণে মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ বলা হয়।

গ এক একক উৎপাদনের উপকরণ পরিবর্তনের (অর্থাৎ শ্রম বা মূলধন) ফলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে।

উদ্দীপকের সূচি থেকে দেখা যায়, ১ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে প্রান্তিক ৮। এখন ২ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন (২০ − ৮) = ১২। ৩ ও ৪ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে (৩০ − ২০) = ১০ এবং (৩৬ − ৩০) = ৬। এভাবে নির্ণীত প্রান্তিক উৎপাদনসমূহ সূচির (?) চিহ্নিত স্থানে বসিয়ে নতুন সূচি হবে নিম্নরূপ :

ভূমি	শ্রমিকের সংখ্যা	উপকরণ সংমিশ্রণ	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ হেক্টর	১	A	৮	৮
১ হেক্টর	২	B	২০	১২
১ হেক্টর	৩	C	৩০	১০
১ হেক্টর	৪	D	৩৬	৬

ঘ উপরের সূচিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি নির্দেশ করে। এ বিধিটি রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো –

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদন প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। এক পর্যায়ে উপকরণটি আরও বাড়ালে মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। ফলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে। উদ্দীপকে রহিম মিয়া একজন কৃষক। তার গম উৎপাদনের সূচি অনুযায়ী শ্রমিক সংখ্যা ১, ২, ৩ ও ৪ এর জন্য প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে ৮, ১২, ১০ ও ৬। এখানে শ্রমিক সংখ্যা বাড়ার ফলে মোট উৎপাদন কম হারে বেড়েছে।

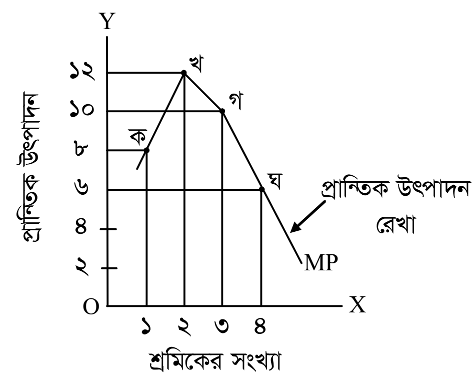

চিত্র : প্রান্তিক উৎপাদন রেখা

চিত্রে ভূমি (OX) অক্ষে শ্রমিকের সংখ্যা এবং লম্ব (OY) অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশিত হয়েছে। চিত্রে শ্রমিকের সংখ্যার ধাপসমূহ হলো ১, ২, ৩ ও ৪। এদের পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ হলো যথাক্রমে ৮ একক (ক বিন্দু), ১২ একক (খ বিন্দু), ১০ একক (গ বিন্দু), ৬ একক (ঘ বিন্দু)। এখন প্রান্তিক উৎপাদন সূচক ক, খ, গ ও ঘ বিন্দুগুলো যোগ করে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা (MP) পাওয়া যায়। MP রেখা সর্বোচ্চ উৎপাদনের পর ডানদিকে নিম্নগামী হয়েছে। এই নিম্নগামিতা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে নির্দেশ করে।

৯।

ছক-১	ছক-২
চুনাপাথর, চীনামাটি, কয়লা।	প্রতিভা, দক্ষতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা।

ক. চূড়ান্ত দ্রব্য কাকে বলে? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছক-১ এ কোন ধরনের সম্পদকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছক-২ এ উল্লিখিত সম্পদগুলোকে অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ বলা যায় কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব দ্রব্য উৎপাদনের পর সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয় সেগুলোই চূড়ান্ত দ্রব্য।

খ অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল।
অর্থ যখন কোনো কিছু উৎপাদনের কাজে লাগানো হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলা হয়। মানুষ আয় থেকে সঞ্চয় করে থাকে। সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলে। বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

গ ছক-১ এ নির্দেশিত সম্পদগুলো হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ।

প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া যেসব দ্রব্য মানুষের প্রয়োজন মেটায়, তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমন– ভূমি, বনভূমি, খনিজ সম্পদ, নদ-নদী ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই এই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
উদ্দীপকের ছক-১ এ চুনাপাথর, চীনামাটি, কয়লা সম্পদের কথা বলা হয়েছে। যা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের প্রেক্ষপটে প্রাকৃতিক সম্পদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতিক সম্পদের নানাবিধ ব্যবহারের দিক রয়েছে।
তাই বলা যায়, ছক-১ এর সম্পদগুলো প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ ছক-২ এ উল্লিখিত সম্পদগুলোকে অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ বলা যায় না।

মানুষের বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতা ও দক্ষতাকে মানবিক সম্পদ বলা হয়। যেমন– শারীরিক যোগ্যতা, প্রতিভা, উদ্যোগ, দক্ষতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা ইত্যাদি। তবে অর্থনীতিতে এগুলোকে সম্পদ বলা যায় না। কারণ এগুলোতে সম্পদের চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা নেই।

ছক-২ এর প্রতিভা, দক্ষতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা মানবিক সম্পদ হলেও অর্থনীতিতে তা সম্পদ নয়। কারণ কোনো বস্তুকে সম্পদ হতে হলে এর হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা থাকতে হয়। মানুষের প্রতিভা, উদ্যোগ ও সাংগঠনিক ক্ষমতা হস্তান্তরযোগ্য নয়। আবার কোনো ব্যক্তি গান গাইতে পারে এটি তার প্রতিভা। কেউ আবার যন্ত্রপাতি মেরামত করতে পারে এটি তার দক্ষতা। তবে এ দক্ষতাগুলোর বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই। তাই এগুলোকে মানবিক সম্পদ বলা হলেও অর্থনৈতিক সম্পদ বলা যাবে না।

১০। অন্তরার দেশে এক বছরের উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য যোগ করে জিডিপি নির্ধারণ করা হয়। অপরদিকে ফরিদার দেশে উৎপাদনের মৌলিক উপকরণের প্রাপ্ত আয় যোগ করে জিডিপি নির্ধারণ করা হয়?

ক. GDP এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. প্রযুক্তি কীভাবে দেশজ উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে অন্তরার দেশে মোট দেশজ উৎপাদন কোন পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের অন্তরা ও ফরিদার দেশে জিডিপি পরিমাপের পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক GDP এর পূর্ণরূপ হলো Gross Domestic Product.

খ প্রযুক্তির উপর মোট দেশজ উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রযুক্তির উন্নয়ন নানাভাবে হতে পারে। যেমন নতুন আবিষ্কার, যন্ত্রপাতির ডিজাইন ও দক্ষতার উন্নতি, নতুন মালামালের আবিষ্কার ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, কৃষি খাতে চিরায়ত বীজের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজ ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স ইত্যাদি সবজির উৎপাদনও বেড়েছে। প্রযুক্তি মূলত উৎপাদন উপকরণের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে একই সমান উৎপাদন উপকরণ দিয়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়।

গ উদ্দীপকে অন্তরার দেশে উৎপাদন পদ্ধতিতে মোট দেশজ উৎপাদন পরিমাপ করা হয়।
একটি দেশের অর্থনীতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিভক্ত। এসব খাতে এক বছরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশে অর্থনীতিকে ১৫টি খাতে বিভক্ত করা হয় এবং খাতওয়ারি উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পরিশেষে ১৫টি খাতের উৎপাদনের মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, অন্তরার দেশে এক বছরের উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য যোগ করে জিডিপি নির্ধারণ করা হয়। যা মোট দেশজ উৎপাদন পরিমাপের উৎপাদন পদ্ধতিকে নির্দেশ করছে।

ঘ উদ্দীপকের অন্তরার দেশে উৎপাদন পদ্ধতি এবং ফরিদার দেশে আয় পদ্ধতির মাধ্যমে জিডিপি পরিমাপ করা হয়। উভয় পদ্ধতির মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে।
একটি দেশের অর্থনীতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিভক্ত। এসব খাতে এক বছরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশে অর্থনীতিকে ১৫টি খাতে বিভক্ত করা হয় এবং খাতওয়ারি উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পরিশেষে ১৫টি খাতের উৎপাদনের মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে আয় পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় আয় হলো উৎপাদন কাজে নিয়োজিত উৎপাদনের উপাদানগুলো একটি অর্থবছরে তাদের পারিতোষিক হিসেবে যে অর্থ আয় করে তার সমষ্টি। উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলো হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। অতএব একটি দেশ কোনো এক বছরে এসব উপাদানের আয়ের (যথাক্রমে মোট খাজনা, মোট মজুরি, মোট সুদ ও মোট মুনাফা) যোগফলকে আয় পদ্ধতি অনুযায়ী সামগ্রিক আয় বলা হয়। অর্থাৎ $Y = \sum r + \sum w + \sum i + \sum \pi$ সমীকরণটি জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতিকে নির্দেশ করে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, অন্তরার দেশে এক বছরের উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য যোগ করে জিডিপি নির্ধারণ করা হয়, যা উৎপাদন পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। আবার ফরিদার দেশে উৎপাদনের মৌলিক উপকরণের প্রাপ্ত আয় যোগ করে জিডিপি নির্ধারণ করা হয়। যা জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, অন্তরা ও ফরিদার দেশে জিডিপি পরিমাপের পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

১১। **ঘটনা-১ :** রাতুল তার জমিতে ফসল উৎপাদন করে। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে দেখা যায় বছরের কোনো বিশেষ বিশেষ সময়ে তার কোনো কাজ থাকে না।

ঘটনা-২ : অল্প শিক্ষিত তানিয়া বেগম বিভিন্ন ধরনের হস্তজাত শিল্পপণ্য উৎপাদনের কাজ করে। কিন্তু তার পণ্যের গুণগত মান ভালো না হওয়ায় বাজারে কম বিক্রি হয়।

ক. মানব সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বুঝ? ২

গ. ঘটনা-১ এ কোন ধরনের বেকারত্ব প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ তানিয়া বেগমের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? মতামত দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যার যে অংশ যখন শিক্ষা ও দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে পরিণত হয় তখন তাদেরকে মানবসম্পদ বলে।

খ অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি তথা জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটলে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা দীর্ঘকালে অর্থনীতিতে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়, সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত হয় ও সমাজে নতুন গতিশীলতার সৃষ্টি হয়। উন্নয়ন কেবল উৎপাদনের পরিমাণবাচক পরিবর্তন ঘটায় না, গুণবাচক পরিবর্তনও আনে।

গ ঘটনা-১ এ মৌসুমি বেকারত্ব প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রাকৃতিক কারণে বছরের কোনো বিশেষ বিশেষ সময়ে কর্মহীন থাকাকে মৌসুমি বেকারত্ব বলা হয়। ফসল বপন ও কর্তনের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে গ্রামীণ শ্রমিকের কোনো কাজ থাকে না। অর্থাৎ বছরের যে সময় কৃষি শ্রমিক কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, সে সময়ের জন্য ঐ শ্রমিককে মৌসুমি বেকার বলে।

উদ্দীপকে ঘটনা-১ এ দেখা যায়, রাতুল তার জমিতে ফসল উৎপাদন করে। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে বছরের কোনো বিশেষ বিশেষ সময়ে তার কোনো কাজ থাকে না। যা মৌসুমি বেকারত্বকে নির্দেশ করে। আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্রে মৌসুমি বেকারত্ব দেখা যায়। সুতরাং বলা যায়, ঘটনা-১ এ মৌসুমি বেকারত প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ ঘটনা-২ এ তানিয়া বেগমের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে। জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করতে হলে বিজ্ঞানভিত্তিক ও কর্মমুখী শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যক্তিজীবন এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। তাছাড়া প্রশিক্ষণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, খাদ্য ও পুষ্টি, উপযুক্ত বাসস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদি উপাদান সঠিকভাবে কার্যকর করার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্ভব।

উদ্দীপকে ঘটনা-২ এ দেখা যায়, অল্প শিক্ষিত তানিয়া বেগম বিভিন্ন ধরনের হস্তজাত শিল্পপণ্য উৎপাদনের কাজ করেন। কিন্তু তার পণ্যের গুণগত মান ভালো হয় না। ফলে বাজারে কম বিক্রি হয়। তিনি যদি হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তাহলে তার পণ্যের গুণগত মান ভালো হবে এবং বাজারে তার পণ্যের চাহিদা বাড়বে। ফলে সে বেশি পরিমাণে পণ্য বাজারে বিক্রি করতে পারবেন।

কুমিল্লা বোর্ড–২০২৩

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] বিষয় কোড 1 4 1

সময়– ৩০ মিনিট পূর্ণমান– ৩০

*[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) কালোকালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]*

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. **"অনুন্নত দেশ হচ্ছে সে সব দেশ যেগুলোতে জনসংখ্যার তুলনায় পুঁজি কম"– কে বলেছেন?**
ক অধ্যাপক মার্শাল খ অ্যাডাম স্মিথ
গ র‍্যাগনার নার্কস ঘ ডেভিড রিকার্ডো

২. **প্রচ্ছন্ন বেকারত্বে কোনটি পরিলক্ষিত হয়?**
ক উৎপাদনে ঘাটতি খ কর্মসংস্থানের অভাব
গ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য ঘ পেশার পরিবর্তন

৩. **অনেকেই কোন অর্থব্যবস্থাকে একটি উন্নত অর্থব্যবস্থা বলে মনে করেন?**
ক ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা খ মিশ্র অর্থব্যবস্থা
গ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ঘ ইসলামি অর্থব্যবস্থা

৪. **অর্থনীতির কোন ধারণায় উপকরণ দাম ও প্রযুক্তি স্থির থাকে?**
ক বাজার চাহিদা খ যোগান বিধি
গ চাহিদা বিধি ঘ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি

৫. **TMSS প্রতিষ্ঠা লাভ করে–**
ক ১৯৭২ সালে খ ১৯৭৫ সালে গ ১৯৮০ সালে ঘ ১৯৮২ সালে

৬. **নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক বনায়ন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন কোন প্রতিষ্ঠান?**
ক ব্র্যাক খ প্রশিকা
গ শক্তি ফাউন্ডেশন ঘ ব্যুরো বাংলাদেশ

৭. **গ্রামীণ বেকারত্ব দূরীকরণে করণীয় কোনটি?**
ক বৃহৎ শিল্প কারখানা স্থাপন খ মূলধন ও অবকাঠামো উন্নয়ন
গ উৎপাদন ও চাষাবাদ বাড়ানো ঘ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন

৮. **কারা ভূমিবাদের প্রচার ঘটায়?**
ক চীনারা খ ভারতীয়রা গ ইংল্যান্ডরা ঘ ফরাসিরা

৯. **কে অর্থনীতির দশটি মৌলিক নীতির কথা উল্লেখ করেছেন?**
ক অ্যাডাম স্মিথ খ জন স্টুয়ার্ট
গ গ্রেগরি ম্যানকিউয়ের ঘ ডেভিড রিকার্ডো

১০. **কোনটির কারণে শহরে সামাজিক ব্যয় বেড়ে যায়?**
ক উৎপাদন বৃদ্ধি খ অবকাঠামোর উন্নয়ন
গ পরিবেশ দূষণ ঘ জনসংখ্যা বৃদ্ধি

১১. **মুদ্রাস্ফীতির ফলে যা ঘটে–**
i. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় ii. বেকারত্ব কমে যায় iii. দ্রব্যমূল্য স্থির থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. **একটি সরল অর্থনীতিতে কয় ধরনের প্রতিনিধি থাকে?**
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

☐ **চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

১৩. **চিত্রের কোন বিন্দুতে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়েছে?**
ক A খ B গ C ঘ D

১৪. **কোনটি বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ?**
ক কয়লা খ চীনামাটি গ কঠিন শিলা ঘ প্রাকৃতিক গ্যাস

১৫. **কোন অর্থব্যবস্থায় 'সুদমুক্ত আমানতের' কথা বলা হয়েছে?**
ক বাজার অর্থব্যবস্থা খ নির্দেশকমূলক অর্থব্যবস্থা
গ ইসলামি অর্থব্যবস্থা ঘ মিশ্র অর্থব্যবস্থা

১৬. **নিচের কোনটি উৎপাদিত সম্পদ?**
ক সাংগঠনিক দক্ষতা খ কবির প্রতিভা গ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঘ খনিজ সম্পদ

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৭ ও ১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
$S = Y - C$

১৭. **সমীকরণে 'Y' দ্বারা কোনটিকে নির্দেশ করে?**
ক আয় খ ভোগব্যয় গ সঞ্চয় ঘ বিনিয়োগ

১৮. **'S' যে সব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল–**
i. আয়ের পরিমাণ ii. পারিবারিক দায়িত্ববোধ iii. সামাজিক নিরাপত্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. **অবাধলভ্য দ্রব্য কোনটি?**
ক নদীর পানি খ চেয়ার-টেবিল গ ঘর-বাড়ি ঘ খেলার মাঠ

২০. **চাহিদার সাথে দামের কেমন সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে?**
ক সমমুখী খ বিপরীতমুখী গ উর্ধ্বমুখী ঘ নিম্নমুখী

২১. **অর্থনীতির কোন ধারণায় চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয়?**
ক চাহিদা বিধি খ যোগান বিধি
গ ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ ঘ উপযোগ বিধি

২২. **উন্নত দেশসমূহে উৎপাদনের কোন উপকরণটির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি?**
ক ভূমি খ মূলধন গ শ্রম ঘ সংগঠন

☐ **চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৩ ও ২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

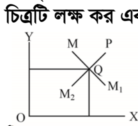

২৩. **চিত্রে PP_1 ও MM_1 রেখাদ্বয় হলো–**
ক যোগান ও চাহিদা রেখা খ যোগান ও উপযোগ রেখা
গ উৎপাদন ও উপযোগ রেখা ঘ চাহিদা ও উপযোগ রেখা

২৪. **Q বিন্দুতে–**
i. চাহিদা ও যোগান সমান হয় ii. ক্রেতা ও বিক্রেতা ঐক্যমতে পৌছায়
iii. কোনো দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. **জি.ডি.পি পরিমাপের পদ্ধতি মূলত কয়টি?**
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

২৬. **মূলধন রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্ষয়ক্ষতি পূরণের ব্যয়কে কী বলা হয়?**
ক CCA খ GNI গ NNP ঘ NNI

☐ **উদ্দীপকটি পড়ে ২৭ ও ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মি. 'X' লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে কানাডায় যান। সেখানে তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি একটি কোম্পানিতে কাজ করনে। এতে তার খরচ চালিয়ে বেশ কিছু বৈদেশিক মুদ্রা পরিবারের নিকট প্রেরণ করেন।

২৭. **মি. 'X' এর পাঠানো অর্থ নিচের কোনটির সাথে যুক্ত হবে?**
ক GDP খ GNP গ NNP ঘ CCA

২৮. **মি. 'X' এর প্রেরিত অর্থ–**
i. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করবে ii. উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে
iii. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
একটি দেশের এক বছরের ভোগব্যয় ৫০০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ ১,০০০ কোটি টাকা, সরকারি ব্যয় ২,০০০ কোটি টাকা, রপ্তানি আয় ২,৫০০ কোটি টাকা এবং আমদানি ব্যয় ৫০০ কোটি টাকা।

২৯. **উক্ত দেশের জিডিপির পরিমাণ কত হবে?**
ক ৫,০০০ কোটি টাকা খ ৫,৫০০ কোটি টাকা
গ ৫,৬০০ কোটি টাকা ঘ ৬,০০০ কোটি টাকা

৩০. **যদি ঐ দেশের রপ্তানি আয় ৫,০০০ কোটি হয় তবে ঐ দেশের–**
i. অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হবে ii. মাথাপিছু আয় বাড়বে
iii. জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

কুমিল্লা বোর্ড–২০২৩

অর্থনীতি (সৃজনশীল) বিষয় কোড [1|4|1]

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। **ঘটনা-১ :** করিম সাহেবের বেতন অল্প। তাই বেতনের বেশিরভাগ পরিবারের ভরণ-পোষণের কাজেই শেষ হয়ে যায়। কোনো অর্থ জমা থাকে না। সঞ্চয়ের চিন্তাও করতে পারেন না। ফলে আয়ও বাড়াতে পারেন না। পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে ঋণ করতে হয়।

ঘটনা-২ : জমির মিয়া যশোরের একজন কৃষক। ফেরির বদলে সেতু হওয়াতে তার কৃষি পণ্যের পরিবহণ খরচ কমেছে। খামারে উন্নত বীজ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার পরও তার খামারের সবটুকু জমি ও সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয় না। তার উৎপন্ন কৃষি পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয়, দেশেও কৃষি নির্ভর শিল্প গড়ে উঠেছে।

ক. দ্রব্য বলতে কী বুঝায়? ১
খ. বিনিয়োগের মাধ্যমে কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়? ২
গ. করিম সাহেবের আর্থিক অবস্থা অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের জমির মিয়া একজন উন্নয়নশীল দেশের কৃষক? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। সমির বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ. পাশ করে। চাকরি খোঁজার পাশাপাশি অগ্রহায়ণ মাসে বাবার কৃষিকাজে সাহায্য করে। অন্য সময় তার কোনো কাজ থাকে না। তাই এলাকায় ভোকেশনাল ট্রেনিং নিয়ে পোল্ট্রি ফার্ম দেয়।

ক. উন্নয়ন কী? ১
খ. উন্নত দেশের জনগণের গড় আয়ুষ্কাল বেশি হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে প্রথম অবস্থায় সমিরের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বেকারত্ব সৃষ্টি করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সমির মিয়ার দক্ষতা বৃদ্ধিতে কোন পদ্ধতি কাজ করেছে? এরূপ আরও দুইটি পদ্ধতি উল্লেখ করে ব্যাখ্যা কর। ৪

৩। মিঃ 'X' বলেন– ইহা জাতির সম্পদের ধরন ও কারণ অনুসন্ধান করে।
মিঃ 'Y' বললেন– ইহা মানব জীবনের সাধারণ কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে।
মিঃ 'Z' বলেন– ইহা অসীম অভাব এবং সীমিত সম্পদের মধ্যে সমন্বয় কার্যাবলি আলোচনা করে।

ক. মুদ্রাস্ফীতি বলতে কী বোঝায়? ১
খ. দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি হয় কেন? ২
গ. 'Z' ব্যক্তি যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তা উল্লেখ করে সংজ্ঞাটির বৈশিষ্ট্য লেখ। ৩
ঘ. 'X' ও 'Y' মতবাদের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। প্রবাসী জাফর সাহেব বিদেশে একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সেখানে সবকিছু সরকারি পরিকল্পনায় পরিচালিত হয়। ব্যক্তিগত মুনাফার কোনো সুযোগ নাই। জাফর সাহেবের ছোট ভাই দেশে একটি সাবান ফ্যাক্টরির মালিক। তিনি অধিক মুনাফার জন্য উৎপাদন করেন। উৎপন্ন সাবানের দাম বাজারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উঠানামা করে।

ক. আদিম সমাজের মূলমন্ত্র কী? ১
খ. অধ্যাপক এল. রবিন্স প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞার অধিক গ্রহণযোগ্যতার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জাফর সাহেব যে দেশে চাকরি করেন সে দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থা কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে শেষোক্ত দেশে কোন অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? দুটি দেশের মধ্যে ভোক্তার স্বাধীনতা ও আয় বৈষম্য তুলনা করে ব্যাখ্যা কর। ৪

৫। জহির মিয়া একজন কৃষক। তিনি পেঁয়াজের কেজি যখন ৩০ টাকা, তখন ১০ কুইন্টাল পেঁয়াজ বিক্রি করেন। দাম বেড়ে ৩৫ টাকা হলে বিক্রির পরিমাণ বাড়ায়ে ১৫ কুইন্টাল করেন। পেঁয়াজের দাম যখন আরও বেড়ে ৪০ টাকা হয়, তখন সরবরাহ আরও বাড়ায়ে ২০ কুইন্টাল করেন। অতপর বাজারে পেঁয়াজের দাম কমতে শুরু করে। বাজারে কিছু পেঁয়াজ অবিক্রিত থেকে যায়।

ক. ভোক্তা বলতে কী বুঝায়? ১
খ. উপযোগকে কীভাবে ভোগ্য পণ্য থেকে আলাদা করবে? ২
গ. জহির মিয়ার পেঁয়াজের যোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বাজারে দাম কমতে থাকলে জহির মিয়ার পেঁয়াজের যোগানে কি পরিবর্তন হবে? যোগান রেখার প্রকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর। ৪

৬। একজন ভোক্তার আপেলের মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ সূচিতে দেখানো হলো :

আপেলের একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৭	৭
২য়	১১	–
৩য়	১৪	–
৪র্থ	১৬	–
৫ম	১৭	–
৬ষ্ঠ	১৭	–

ক. ভারসাম্য দাম বলতে কী বুঝায়? ১
খ. একটি নতুন গ্লাস পড়ে ভেঙ্গে যায়। একে ভোগ বলা যাবে না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের সূচিটির ফাঁকা অংশ পূরণ কর এবং উক্ত কলামে কার্যকর বিধিটি পাঠ্যবই এর আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ৭ম একক ভোগের পর মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ কীরূপ হবে? ৬ষ্ঠ একক ভোগের পর আর আপেল ভোগ করবে কী? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭। সবুর মিয়া ১ বিঘা জমিতে ২০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৬০ কুইন্টাল গম পান। পরবর্তী বছরগুলোতে অধিক শ্রমিক নিয়োগ করে যে উৎপাদন পান তা সূচিতে দেখানো হলো :

ভূমি	শ্রম উপকরণ	মোট উৎপাদন (কুইন্টাল)	প্রান্তিক উৎপাদন (কুইন্টাল)
১ বিঘা	২০	৬০	৬০
১ বিঘা	২১	১২৫	৬৫
১ বিঘা	২২	১৮০	৫৫
১ বিঘা	২৩	২২৫	৪৫
১ বিঘা	২৪	২৫০	২৫

ক. ভার অর্পণ বলতে কী বুঝায়? ১
খ. বাংলাদেশে উৎপাদনের কোন উপকরণের গুরুত্ব বেশি এবং কেন? ২
গ. সবুর মিয়ার গম উৎপাদন অর্থনীতির কোন বিধিকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সূচিতে গড় উৎপাদন হিসেব কর এবং গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও। ৪

৮। **ঘটনা-১ :** সরকারি কর্মকর্তা জাফির সাহেব ওয়ারীতে নতুন ফ্ল্যাটে উঠেছে। তার স্ত্রী সন্তান লালন-পালন থেকে শুরু করে রান্নাবান্না করা পর্যন্ত সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করেন।

ঘটনা-২ : জাফির সাহেবের বাবা গ্রামে কৃষিজমিতে সাধারণ বীজ বপন করে প্রথম বছর যে সবজি পান পরের বছর উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে তার চেয়ে বেশি সবজি পান। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন। ফলে শ্রমিক খরচ কম হয়।

ক. মাথাপিছু জিডিপি নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। ১
খ. একটি উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয় জানা গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে ঘটনা-১ এ উল্লিখিত ফ্ল্যাট ও সাংসারিক কাজকর্ম জিডিপির হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে কি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জাফির সাহেবের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনটির ব্যবহার পরিবর্তন করেছেন? জিডিপি নির্ধারণে এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৪

৯। A ⟶ পর্যাপ্ত মূলধন, উন্নত কারিগরি জ্ঞান, স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা
B ⟶ স্বল্প মূলধন, উদ্যোক্তার অভাব, দুর্বল অর্থনৈতিক অবকাঠামো

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে কী বুঝায়? ১
খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে দক্ষ মানবশক্তি প্রয়োজন কেন? ২
গ. 'A' দেশ উন্নয়নের মাপকাঠিতে কোন ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'B' দেশের অবস্থান উল্লেখ কর এবং অবস্থার উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায় বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। রাহিজ সাহেবের মাসিক বেতন ২০,০০০/-। তিনি মাসে ১০,০০০/- খরচ করেন এবং ১০,০০০/- জমা করেন। দুই বছর পরে তিনি ১,০০,০০০/- দিয়ে একটি ক্ষুদ্র শিল্পের যন্ত্রপাতি ক্রয় করে উৎপাদন কাজ শুরু করেন। পরের বছর উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আরও ৫০,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন।

ক. সুযোগ ব্যয় বলতে কী বুঝায়? ১
খ. 'সকল সেবা পণ্য নয়, কিন্তু সকল অর্থনৈতিক সেবাই পণ্য'। ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে অর্থনীতির কোন কোন ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাহিজ সাহেবের শেষোক্ত কাজ কি অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি আনে? এরূপ আরও দু'টি ক্ষেত্র উল্লেখ করে দেশে অর্থনীতিতে ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৪

১১।

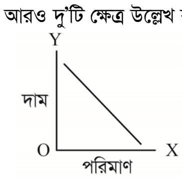

ক. বাজার চাহিদা কী? ১
খ. চাহিদা রেখা ও চাহিদা সূচির মধ্যে দু'টি পার্থক্য লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের রেখা চিত্র দুটি অর্থনীতির কোন দুটি ধারণাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ভারসাম্য দাম নির্ধারণে উক্ত রেখা দুটির কোনো ভূমিকা আছে কি? একটি চিত্রে রেখা দু'টি সমন্বয় করে ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	M	২	M	৩	L	৪	L	৫	M	৬	N	৭	N	৮	N	৯	M	১০	M	১১	K	১২	K	১৩	N	১৪	N	১৫	M
	১৬	M	১৭	K	১৮	N	১৯	K	২০	L	২১	M	২২	L	২৩	K	২৪	N	২৫	L	২৬	K	২৭	L	২৮	N	২৯	L	৩০	N

সৃজনশীল

১। **ঘটনা-১ :** করিম সাহেবের বেতন অল্প। তাই বেতনের বেশিরভাগ পরিবারের ভরণ-পোষণের কাজেই শেষ হয়ে যায়। কোনো অর্থ জমা থাকে না। সঞ্চয়ের চিন্তাও করতে পারেন না। ফলে আয়ও বাড়াতে পারেন না। পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে ঋণ করতে হয়।

ঘটনা-২ : জমির মিয়া যশোরের একজন কৃষক। ফেরির বদলে সেতু হওয়াতে তার কৃষি পণ্যের পরিবহণ খরচ কমেছে। খামারে উন্নত বীজ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার পরও তার খামারের সবটুকু জমি ও সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয় না। তার উৎপন্ন কৃষি পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয়, দেশেও কৃষি নির্ভর শিল্প গড়ে উঠেছে।

ক. দ্রব্য বলতে কী বুঝায়? ১

খ. বিনিয়োগের মাধ্যমে কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়? ২

গ. করিম সাহেবের আর্থিক অবস্থা অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের জমির মিয়া একজন উন্নয়নশীল দেশের কৃষক? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে জিনিসের উপযোগ আছে, অর্থনীতিতে তা-ই দ্রব্য।

খ মানুষ তার আয়ের কিছু অংশ ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখে। অর্থনীতিতে একে সঞ্চয় বলে। এই সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপদানের মাধ্যমে তার উৎপাদনশীলতা বাড়ে, উৎপাদন বাড়লে নতুন কর্মসংস্থান ও অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়। আর এই অধিক মুনাফাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে। এটি জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে।

গ করিম সাহেবের আর্থিক অবস্থা অর্থনীতির দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ধারণার সাথে সম্পর্কিত।

অনুন্নত দেশে কম উৎপাদনের ফলে আয় কম হয়। আয় কম হলে সঞ্চয় কম হয়। সঞ্চয় কম হওয়ায় বিনিয়োগও কম হয়। মূলধনও কম হয়। ফলে উৎপাদনও কম হয়। এ অবস্থাকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে। অনুন্নত দেশে এই চক্র বিরাজমান থাকায় উন্নয়নের গতি মন্থর থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, করিম সাহেবের বেতন অল্প। তাই বেতনের বেশিরভাগ পরিবারের ভরণপোষণের কাজেই শেষ হয়ে যায়। কোনো অর্থ সঞ্চয় থাকে না। ফলে আয়ও বাড়াতে পারে না। এটিই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রকে নির্দেশ করে। অনুন্নত দেশে উৎপাদন কম হয় বলে জনগণের মাথাপিছু আয় কমে যায়। এর ফলে বিনিয়োগ প্রবণতা কম হয় বলে পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন গঠন সম্ভব হয় না। ফলে উৎপাদন কম হয়।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকের জমির মিয়া উন্নয়নশীল দেশের একজন কৃষক।

যেসব দেশের মাথাপিছু প্রকৃত আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম কিন্তু উন্নয়নের সূচকগুলোর ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে তাকে উন্নয়নশীল দেশ বলে। এসব দেশের মাথাপিছু আয় বর্ধনশীল এবং জীবনযাত্রার মান ক্রমেই বাড়ছে। উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। শ্রমশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষিতে নিয়োজিত। উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয় কম। ফলে জীবনযাত্রার মান তেমন উন্নত নয়। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তার পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় না। এসব দেশে শিল্প প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে।

উদ্দীপকের জমির মিয়া যশোরের একজন কৃষক। ফেরির বদলে সেতু হওয়াতে তার কৃষি পণ্যের পরিবহন খরচ কমেছে। খামারে উন্নত বীজ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার পরও তার খামারের সবটুকু জমি ও সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয় না। তার উৎপন্ন কৃষি পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয়, দেশেও কৃষি নির্ভর শিল্প গড়ে উঠেছে। যা উন্নয়নশীল দেশের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের সাথে সংগতিপূর্ণ।

অতএব বলা যায়, জমির মিয়া উন্নয়নশীল দেশের একজন কৃষক।

২। সমির বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ. পাশ করে। চাকরি খোঁজার পাশাপাশি অগ্রহায়ণ মাসে বাবার কৃষিকাজে সাহায্য করে। অন্য সময় তার কোনো কাজ থাকে না। তাই এলাকায় ভোকেশনাল ট্রেনিং নিয়ে পোল্ট্রি ফার্ম দেয়।

ক. উন্নয়ন কী? ১

খ. উন্নত দেশের জনগণের গড় আয়ুষ্কাল বেশি হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে প্রথম অবস্থায় সমিরের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বেকারত্ব সৃষ্টি করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমির মিয়ার দক্ষতা বৃদ্ধিতে কোন পদ্ধতি কাজ করেছে? এরূপ আরও দুইটি পদ্ধতি উল্লেখ করে ব্যাখ্যা কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি তথা জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটলে তাকে উন্নয়ন বলে।

খ উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধার কারণে উন্নত দেশের জনগণের গড় আয়ুষ্কাল বেশি হয়ে থাকে। তারা সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে। ফলে শরীর সুঠাম দেহের অধিকারী হয় এবং রোগ-ব্যাধি কম হয়। তাই উন্নত দেশের জনগণের গড় আয়ুষ্কাল সাধারণত বেশি হয়।

গ উদ্দীপকে প্রথম অবস্থায় সমিরের ক্ষেত্রে মৌসুমি বেকারত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাকৃতিক কারণে বছরের কোনো বিশেষ বিশেষ সময়ে কর্মহীন থাকাকে মৌসুমি বেকারত্ব বলা হয়। ফসল বপন ও কর্তনের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে গ্রামীণ শ্রমিকের কোনো কাজ থাকে না। অর্থাৎ বছরের যে সময় কৃষি শ্রমিক কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, সে সময়ের জন্য ঐ শ্রমিককে মৌসুমি বেকার বলে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সমির বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করে। চাকরি খোঁজার পাশাপাশি অগ্রহায়ণ মাসে বাবার কৃষিকাজে সাহায্য করে। অন্য সময় তার কোনো কাজ থাকে না। এক্ষেত্রে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে কাজ থাকে কিন্তু অন্য সময়ে কাজ থাকে না। যা মৌসুমি বেকারত্বকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, প্রথম অবস্থায় সমিরের ক্ষেত্রে মৌসুমি বেকারত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ সমির মিয়ার দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি কাজ করেছে। এরূপ আরও দুটি পদ্ধতি হলো শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন।

১. **প্রশিক্ষণ :** দেশের শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত জনবল অধিক উৎপাদনে সক্ষম। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষিত মানুষের গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। মানবসম্পদের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ জরুরি। প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তিকে অধিক উন্নত প্রযুক্তিগত কর্মে প্রয়োগ করলে তা থেকে প্রাপ্তি অনেক বেশি হয়। তাছাড়া প্রশিক্ষিত লোক কোনো কাজের ক্ষেত্রে দ্রুত ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে ভালো ফলাফল দিতে পারে।

২. **শিক্ষা :** জনসংখ্যাকে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হলে শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যক্তিজীবন এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করে সকলের জন্য কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। একজন মানুষ নিরক্ষর থাকতে পারে কিন্তু তাকে কর্মমুখী শিক্ষাদান করলে তার মানব শক্তির উন্নয়ন হয়। একজন নিরক্ষর মানুষ ভালো ও দক্ষ চাষি হয়ে উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করতে পারে।

৩. **জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন :** সুষম খাদ্য গ্রহণ, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, প্রভৃতি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মৌলিক উপাদান। দেশের সব নাগরিককে এ অপরিহার্য উপাদানগুলোর সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো দরকার। দেশের যেসব মানুষ ভগ্নস্বাস্থ্য, দুর্বল ও কর্মবিমুখ, তাদের যেকোনো মূল্যে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায়।

অতএব বলা যায়, সমির মিয়ার দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি কাজ করেছে। দক্ষতা বাড়ানোর আরো দুটি পদ্ধতি হলো শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন।

৩। মিঃ 'X' বলেন– ইহা জাতির সম্পদের ধরন ও কারণ অনুসন্ধান করে।
মিঃ 'Y' বললেন– ইহা মানব জীবনের সাধারণ কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে।
মিঃ 'Z' বলেন– ইহা অসীম অভাব এবং সীমিত সম্পদের মধ্যে সমন্বয় কার্যাবলি আলোচনা করে।

ক. মুদ্রাস্ফীতি বলতে কী বোঝায়? ১
খ. দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি হয় কেন? ২
গ. 'Z' ব্যক্তি যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তা উল্লেখ করে সংজ্ঞাটির বৈশিষ্ট্য লেখ। ৩
ঘ. 'X' ও 'Y' মতবাদের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন স্থির থেকে স্বল্প সময়ের মধ্যে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার প্রবণতাই হলো মুদ্রাস্ফীতি।

খ মানুষের অভাব অনেক এবং সম্পদ সীমিত। তাই সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের সকল অভাব পূরণ হয় না। এ কারণেই মানুষের অভাব পূরণের ক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্যতা দেখা যায়। অর্থনীতিতে এটিকে সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা বলে। সম্পদের স্বল্পতা থেকেই দুষ্প্রাপ্যতার উদ্ভব। মানুষের অভাব অসীম এবং সম্পদ সীমিত। মানুষ অনেক অভাব থেকে কয়েকটি অভাব পূরণ করে। অভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে মানুষ অভাব পূরণ করে। অতিপ্রয়োজনীয় অভাব মানুষ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণ করে। আর এটিই হলো অভাব নির্বাচন বা বাছাই।

গ 'Z' ব্যক্তি তথা অধ্যাপক এল. রবিন্স যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তা উল্লেখ করে সংজ্ঞাটির বৈশিষ্ট্য নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো –

অধ্যাপক এল. রবিন্স অর্থনীতির অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, "অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য উপকরণসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলি আলোচনা করে।" এ সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

(১) মানুষের অভাব অসীম এবং অভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ বিভিন্ন রকমের। (২) অভাব পূরণকারী সম্পদ ও সময় খুবই সীমিত। (৩) অসীম অভাবকে কীভাবে সীমিত সম্পদ দ্বারা সমন্বয় সাধন করা যায়, তা অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। (৪) সম্পদের যোগান সীমিত বলে একই সম্পদ দ্বারা আমাদের বিভিন্ন অভাব পূরণের চেষ্টা করতে হয়। (৫) অভাবের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা পূরণ করতে হয়। এসব কারণে এ সংজ্ঞাটিকে অধিকতর সুনির্দিষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়।

ঘ 'X' তথা অ্যাডাম স্মিথ ও 'Y' তথা অধ্যাপক মার্শাল এর মতবাদের পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে উভয়ের মতবাদের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হলো –

প্রথমত, অ্যাডাম স্মিথের মতে, "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান, যা জাতিসমূহের সম্পদের ধরন ও কারণ অনুসন্ধান করে।"
অন্যদিকে, অধ্যাপক মার্শালের মতে, "অর্থনীতি মানব জীবনের সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে।"

দ্বিতীয়ত, অ্যাডাম স্মিথ বলেন, সম্পদকে কেন্দ্র করে অর্থনীতি গড়ে ওঠে। তাই সম্পদ আহরণ ও উৎপাদনই মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু অধ্যাপক মার্শাল বলেন, অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় মানুষের অর্থ উপার্জন এবং অভাব মোচনের জন্য সেই অর্থের ব্যয়। অর্থাৎ অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন।

তৃতীয়ত, অ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞায় সম্পদ আহরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সম্পদ কীভাবে আহরণ করতে হবে সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।
অপরপক্ষে, মার্শাল শুধু মানুষের বাস্তব কল্যাণ সাধন করা নিয়েই আলোচনা করেছেন। বর্তমানে সম্পদের স্বল্পতার সমস্যাই অর্থনীতির মূল সমস্যা। এ মৌলিক সমস্যাটি বিবেচনা করা হয়নি।

৪। প্রবাসী জাফর সাহেব বিদেশে একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সেখানে সবকিছু সরকারি পরিকল্পনায় পরিচালিত হয়। ব্যক্তিগত মুনাফার কোনো সুযোগ নাই। জাফর সাহেবের ছোট ভাই দেশে একটি সাবান ফ্যাক্টরির মালিক। তিনি অধিক মুনাফার জন্য উৎপাদন করেন। উৎপন্ন সাবানের দাম বাজারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উঠানামা করে।

ক. আদিম সমাজের মূলমন্ত্র কী? ১
খ. অধ্যাপক এল. রবিন্স প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞার অধিক গ্রহণযোগ্যতার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জাফর সাহেব যে দেশে চাকরি করেন সে দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থা কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে শেষোক্ত দেশে কোন অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? দুটি দেশের মধ্যে ভোক্তার স্বাধীনতা ও আয় বৈষম্য তুলনা করে ব্যাখ্যা কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'দশে মিলে করি কাজ, হারি-জিতি নাহি লাজ'– এটিই ছিল আদিম সমাজের মূলমন্ত্র।

খ (১) মানুষের অভাব অসীম এবং অভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ বিভিন্ন রকমের। (২) অভাব পূরণকারী সম্পদ ও সময় খুবই সীমিত। (৩) অসীম অভাবকে কীভাবে সীমিত সম্পদ দ্বারা সমন্বয় সাধান করা যায়, তা অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। (৪) সম্পদের

যোগান সীমিত বলে একই সম্পদ দ্বারা আমাদের বিভিন্ন অভাব পূরণের চেষ্টা করতে হয়। (৫) অভাবের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা পূরণ করতে হয়। এসব কারণে এ সংজ্ঞাটিকে অধিকতর সুনির্দিষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জাফর সাহেব যে দেশে চাকরি করেন সে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদানের ওপর রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। যেখানে প্রায় সব শিল্প-কারখানা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক সরকার এবং সেগুলো সরকারি বা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হয়। তাছাড়া সমাজতন্ত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোক্তারা সরকার নির্ধারিত দামে দ্রব্যাদি ভোগ করে। কোনো ভোক্তা চাইলেই নিজের খুশিমতো অর্থ ব্যয় করে কোনো কিছু ভোগ করতে পারে না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রবাসী জাফর সাহেব বিদেশে একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সেখানে সবকিছু সরকারি পরিকল্পনায়, পরিচালিত হয়। ব্যক্তিগত মুনাফার কোনো সুযোগ নাই। যা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জাফর সাহেব যে দেশে চাকরি করেন সে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে শেষোক্ত দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। দুটি দেশ তথা ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে ভোক্তার স্বাধীনতা ও আয় বৈষম্য তুলনা করে ব্যাখ্যা করা হলো –

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলোর ওপর ব্যক্তিমালিকানা বজায় থাকে। উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগসহ সমাজের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। উৎপাদনকারী ভোক্তার চাহিদা ও মুনাফার সুযোগ অনুযায়ী দ্রব্য সরবরাহ করে। ভোগের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার দাম নির্ধারিত হয়।

সমাজতন্ত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোক্তারা সরকার ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা নির্ধারিত উৎপাদিত দ্রব্যাদি ভোগ করে থাকে। কোনো ভোক্তা ইচ্ছাকৃত অর্থ ব্যয় করে বাজারকে প্রভাবিত করে কোনো কিছু উৎপাদন ও ভোগ করতে পারে না। এছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় আয় বৈষম্য নেই বললেই চলে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় প্রত্যেক ভোক্তা তার নিজস্ব পছন্দ, ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী অবাধে দ্রব্য ক্রয় ও ভোগ করতে পারে। ভোক্তার চাহিদা ও মুনাফার সুযোগ অনুযায়ী উৎপাদনকারী দ্রব্য সরবরাহ করে। এছাড়া ধনতান্ত্রিক সমাজে বিত্তবান ও সাধারণ জনগণের আয়ের মধ্যে বৈষম্য বেশি থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, দুটি দেশের মধ্যে ভোক্তার স্বাধীনতা ও আয় বৈষম্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

৫। জহির মিয়া একজন কৃষক। তিনি পেঁয়াজের কেজি যখন ৩০ টাকা, তখন ১০ কুইন্টাল পেঁয়াজ বিক্রি করেন। দাম বেড়ে ৩৫ টাকা হলে বিক্রির পরিমাণ বাড়ায়ে ১৫ কুইন্টাল করেন। পেঁয়াজের দাম যখন আরও বেড়ে ৪০ টাকা হয়, তখন সরবরাহ আরও বাড়ায়ে ২০ কুইন্টাল করেন। অতপর বাজারে পেঁয়াজের দাম কমতে শুরু করে। বাজারে কিছু পেঁয়াজ অবিক্রিত থেকে যায়।

ক. ভোক্তা বলতে কী বুঝায়? ১
খ. উপযোগকে কীভাবে ভোগ্য পণ্য থেকে আলাদা করবে? ২
গ. জহির মিয়ার পেঁয়াজের যোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বাজারে দাম কমতে থাকলে জহির মিয়ার পেঁয়াজের যোগানে কি পরিবর্তন হবে? যোগান রেখার প্রকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো অবাধ সহজলভ্য দ্রব্য ছাড়া অন্য সব দ্রব্য ভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে তাকে ভোক্তা বলে।

খ ভোগ বা ব্যবহারের মাধ্যমে যে সমস্ত দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করা হয় তাদেরকে ভোগ্যপণ্য বলে।

ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে, তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত কমে যেতে থাকে। ভোগের মোট পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উপযোগ কমে শূন্য এবং একসময় ঋণাত্মক হয়। আর এভাবেই উপযোগকে ভোগ্যপণ্য হতে পৃথক করা যায়।

গ জহির মিয়ার পেঁয়াজের যোগান সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে যোগান রেখা অঙ্কন করা হলো –

দাম (টাকা)	যোগানের পরিমাণ (কুইন্টাল)
৩০	১০
৩৫	১৫
৪০	২০

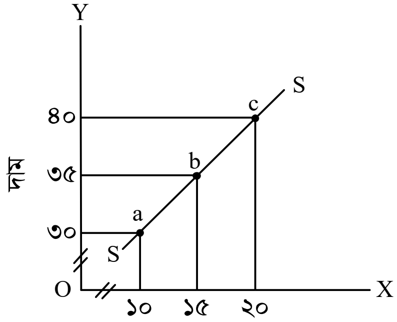

যোগানের পরিমাণ

চিত্রে ভূমি অক্ষে যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। পেঁয়াজের দাম যখন ৩০ টাকা তখন যোগানের পরিমাণ ১০ কুইন্টাল। যার সমন্বয় বিন্দু a। দাম বেড়ে ৩৫ টাকা হলে যোগানের পরিমাণ বেড়ে ১৫ কুইন্টাল হয়। যার সমন্বয় বিন্দু b। দাম আরও বেড়ে ৪০ টাকা হলে যোগানের পরিমাণ বেড়ে ২০ কুইন্টাল হয়। যার সমন্বয় বিন্দু c। এখন a, b ও c বিন্দুগুলো যুক্ত করে SS রেখা পাওয়া যায়। SS রেখাই হলো জহির মিয়ার পেঁয়াজের যোগান রেখা।

ঘ উদ্দীপকে বাজারে দাম কমতে থাকলে জহির মিয়ার পেঁয়াজের যোগান কমে যাবে। যোগান রেখার প্রকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হলো –

যোগান বিধি অনুযায়ী দামের সাথে যোগানের সমমুখী সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে (উপকরণ দাম ও যোগান স্থির, স্বাভাবিক সময় বিবেচিত) দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমে। দাম ও যোগানের মধ্যে এ সমমুখী সম্পর্ককে যোগান বিধি বলে।

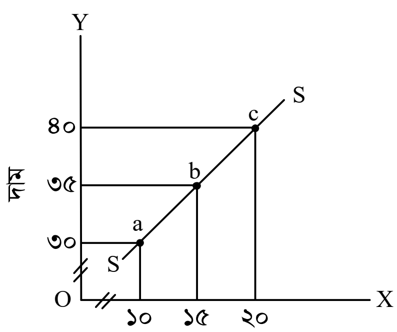

যোগানের পরিমাণ

উপরের চিত্রে লক্ষ করা যায়, দাম বেড়ে যখন ৩০, ৩৫ ও ৪০ টাকা হয় তখন যোগানের পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে ১০, ১৫ ও ২০ কুইন্টাল হয়। যা SS যোগান রেখা বরাবর বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ সমন্বয় বিন্দুগুলো a, b ও c তে বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার যখন দাম কমে ৪০, ৩৫ ও ৩০ টাকা হয় তখন যোগানের পরিমাণ কমে যথাক্রমে ২০, ১৫ ও ১০ কুইন্টাল। যা যোগান রেখা বরাবর উপর দিক থেকে নিচের দিকে নামছে। অর্থাৎ সমন্বয় বিন্দুগুলো c, b ও a তে কমেছে।

সুতরাং বলা যায়, বাজারে দাম কমতে থাকলে জহির মিয়ার পেঁয়াজের যোগান কমে যাবে।

৬। একজন ভোক্তার আপেলের মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ সূচিতে দেখানো হলো :

আপেলের একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৭	৭
২য়	১১	–
৩য়	১৪	–
৪র্থ	১৬	–
৫ম	১৭	–
৬ষ্ঠ	১৭	–

ক. ভারসাম্য দাম বলতে কী বুঝায়? ১

খ. একটি নতুন গ্লাস পড়ে ভেঙ্গে যায়। একে ভোগ বলা যাবে না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সূচিটির ফাঁকা অংশ পূরণ কর এবং উক্ত কলামে কার্যকর বিধিটি পাঠ্যবই এর আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ৭ম একক ভোগের পর মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ কীরূপ হবে? ৬ষ্ঠ একক ভোগের পর আর আপেল ভোগ করবে কী? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নির্দিষ্ট দামে কোনো দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান সমান হয় তাকে ভারসাম্য দাম বলে।

খ একটি নতুন গ্লাস পড়ে ভেঙ্গে যায়। একে ভোগ বলা যাবে না। কারণ ভোগের মাধ্যমে গ্লাসের উপযোগ নিঃশেষ করা হয়নি। অর্থনীতিতে মানুষের অভাবপূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাই হলো ভোগ। তাই বলা যায়, একটি নতুন গ্লাস পড়ে ভেঙ্গে গেলে তাকে ভোগ বলা যাবে না।

গ উদ্দীপকের সূচিটির ফাঁকা অংশ পূরণ করে এবং উক্ত কলামের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি পাঠ্যবই এর আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো –

আপেলের একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৭	৭
২য়	১১	১১ – ৭ = ৪
৩য়	১৪	১৪ – ১১ = ৩
৪র্থ	১৬	১৬ – ১৪ = ২
৫ম	১৭	১৭ – ১৬ = ১
৬ষ্ঠ	১৭	১৭ – ১৭ = ০

উপরের সূচিতে দেখা যাচ্ছে, ১ম একক ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ৭ টাকা। ২য় একক দ্রব্য ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ৪ টাকা। একইভাবে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ একক থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ যথাক্রমে ৩, ২, ১ ও ০ টাকা। অর্থাৎ একই জিনিস বারবার ভোগ করলে অতিরিক্ত এককের উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। সুতরাং ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে, তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত কমে যেতে থাকে। ভোগের মোট পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উপযোগ কমে যাওয়ার এ প্রবণতাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে।

ঘ উদ্দীপকে ৭ম একক ভোগের পর মোট উপযোগ কমে ১৬ টাকা এবং প্রান্তিক উপযোগ কমে ঋণাত্মক (– ১) হবে। ৬ষ্ঠ একক ভোগের পর আর আপেল ভোগ করবে না।

আপেলের একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৭	৭
২য়	১১	৪
৩য়	১৪	৩
৪র্থ	১৬	২
৫ম	১৭	১
৬ষ্ঠ	১৭	০
৭ম	১৬	– ১

উপরের সূচিতে দেখা যায়, ১ম একক আপেল ভোগ থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ ৭ টাকা। ২য় একক থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ ১১ টাকা কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ ৪ টাকা। একইভাবে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম একক ভোগ থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ যথাক্রমে ১৪, ১৬ ও ১৭ টাকা কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ যথাক্রমে ৩, ২ ও ১ টাকা। ৬ষ্ঠ একক ভোগ থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ ১৭ টাকা কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ শূন্য (০)। ৬ষ্ঠ এককে ভোক্তা অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করতে পারে না। ৭ম একক ভোগ করলে মোট উপযোগ কমে যাবে অর্থাৎ ১৭ টাকা থেকে কমে ১৬ টাকা হবে এবং প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক (– ১) হবে। তাই বলা যায়, ভোক্তা ৬ষ্ঠ একক ভোগের পর আর আপেল ভোগ করবে না।

৭। সবুর মিয়া ১ বিঘা জমিতে ২০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৬০ কুইন্টাল গম পান। পরবর্তী বছরগুলোতে অধিক শ্রমিক নিয়োগ করে যে উৎপাদন পান তা সূচিতে দেখানো হলো :

ভূমি	শ্রম উপকরণ	মোট উৎপাদন (কুইন্টাল)	প্রান্তিক উৎপাদন (কুইন্টাল)
১ বিঘা	২০	৬০	৬০
১ বিঘা	২১	১২৫	৬৫
১ বিঘা	২২	১৮০	৫৫
১ বিঘা	২৩	২২৫	৪৫
১ বিঘা	২৪	২৫০	২৫

ক. ভার অর্পণ বলতে কী বুঝায়? ১

খ. বাংলাদেশে উৎপাদনের কোন উপকরণের গুরুত্ব বেশি এবং কেন? ২

গ. সবুর মিয়ার গম উৎপাদন অর্থনীতির কোন বিধিকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সূচিতে গড় উৎপাদন হিসেব কর এবং গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভার অর্পণ বলতে কর্তব্য পালনের উপযুক্ত কার্যনির্বাহী ক্ষমতা অর্পণ করাকে বোঝায়।

খ বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান ও জনবহুল দেশ বলে এখানে মূলধনের তুলনায় ভূমি ও শ্রমের গুরুত্ব বেশি।

উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন-এ চারটি উপকরণের যৌথ অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এগুলোর মধ্যে যেকোনো একটির অনুপস্থিতিতে উৎপাদন সম্ভব নয়। অবশ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে সব উপকরণের গুরুত্ব এক রকম নয়। অবস্থাভেদে কোনো উপকরণ বেশি আবার কোনো উপকরণ কম প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান ও জনবহুল দেশ বলে এখানে মূলধনের তুলনায় ভূমি ও শ্রমের গুরুত্ব বেশি।

গ সবুর মিয়ার গম উৎপাদন অর্থনীতির ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে নির্দেশ করে।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। এক পর্যায়ে উপকরণটি আরো বাড়ালে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। উপকরণ ব্যবহারের সাথে উৎপাদন বাড়ার এ নিয়মকে অর্থনীতিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। সাধারণত কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গেলে এই বিধিটি কার্যকর হয়।

উদ্দীপকের সূচিতে দেখা যায়, ১ বিঘা জমিতে ২০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে মোট ও প্রান্তিক উৎপাদন হয় ৬০ কুইন্টাল। ২১ জন শ্রমিক নিয়োগ করে মোট উৎপাদন ১২৫ কুইন্টাল এবং প্রান্তিক উৎপাদন (১২৫ − ৬০) = ৬৫ কুইন্টাল হয়। একইভাবে শ্রমিক নিয়োগ বাড়িয়ে ২২, ২৩ ও ২৪ করা হলে মোট উৎপাদন যথাক্রমে ১৮০, ২২৫ ও ২৫০ কুইন্টাল এবং প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে (১৮০ − ১২৫) = ৫৫, (২২৫ − ১৮০) = ৪৫ ও (২৫০ − ২২৫) = ২৫ কুইন্টাল হয়। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হয়। উপকরণ বৃদ্ধির সঙ্গে প্রান্তিক উৎপাদন কম হওয়াকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। তাই বলা যায়, সবুর মিয়ার গম উৎপাদন অর্থনীতির ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের সূচিতে গড় উৎপাদন হিসাব করে তার ভিত্তিতে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো −

মোট উৎপাদনের পরিমাণকে মোট উপকরণ বা উপাদান (শ্রমিক) দ্বারা ভাগ করলে গড় উৎপাদন পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, $\text{গড় উৎপাদন} = \frac{\text{মোট উৎপাদন}}{\text{মোট শ্রম উপকরণ}}$

উক্ত সূত্রের সাহায্যে সূচিতে গড় উৎপাদন হিসাব করা হলো −

ভূমি	শ্রম উপকরণ	মোট উৎপাদন কুইন্টাল	প্রান্তিক উৎপাদন (কুইন্টাল)	গড় উৎপাদন (কুইন্টাল)
১ বিঘা	২০	৬০	৬০	৩
১ বিঘা	২১	১২৫	৬৫	৫.৯৫
১ বিঘা	২২	১৮০	৫৫	৮.১৮
১ বিঘা	২৩	২২৫	৪৫	৯.৭৮
১ বিঘা	২৪	২৫০	২৫	১০.৪২

উপরের সূচিতে দেখা যায়, ২০ জন শ্রমিক নিয়োগে প্রান্তিক উৎপাদন ৬০ কুইন্টাল এবং গড় উৎপাদন ৩ কুইন্টাল। ২১ জন শ্রমিক নিয়োগে প্রান্তিক উৎপাদন ৬০ কুইন্টাল থেকে বেড়ে ৬৫ কুইন্টাল এবং গড় উৎপাদন ৫.৯৫ কুইন্টাল হয়। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন ও গড় উৎপাদন উভয়ই বাড়ে। ২২ জন শ্রমিক নিয়োগ করলে প্রান্তিক উৎপাদন কমে ৫৫ কুইন্টাল হয়। কিন্তু গড় উৎপাদন ৫.৯৫ কুইন্টাল থেকে বেড়ে ৮.১৮ কুইন্টাল হয়। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন কমলে গড় উৎপাদন বাড়ে। শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে ২৩ জন করা হলে প্রান্তিক উৎপাদন কমে ৪৫ কুইন্টাল এবং গড় উৎপাদন বেড়ে ৯.৭৮ কুইন্টাল হয়। ২৪ জন শ্রমিক নিয়োগে প্রান্তিক উৎপাদন সর্বনিম্ন ২৫ কুইন্টাল এবং গড় উৎপাদন সর্বোচ্চ ১০.৪২ কুইন্টাল হয়।

৮। **ঘটনা-১ :** সরকারি কর্মকর্তা জাফির সাহেব ওয়ারীতে নতুন ফ্ল্যাটে উঠেছে। তার স্ত্রী সন্তান লালন-পালন থেকে শুরু করে রান্নাবান্না করা পর্যন্ত সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করেন।

ঘটনা-২ : জাফির সাহেবের বাবা গ্রামে কৃষিজমিতে সাধারণ বীজ বপন করে প্রথম বছর যে সবজি পান পরের বছর উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে তার চেয়ে বেশি সবজি পান। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন। ফলে শ্রমিক খরচ কম হয়।

ক. মাথাপিছু জিডিপি নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। ১

খ. একটি উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয় জানা গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ঘটনা-১ এ উল্লিখিত ফ্ল্যাট ও সাংসারিক কাজকর্ম জিডিপির হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে কি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জাফির সাহেবের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনটির ব্যবহার পরিবর্তন করেছেন? জিডিপি নির্ধারণে এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক $\text{মাথাপিছু জিডিপি} = \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট দেশজ উৎপাদন}}{\text{ঐ বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা}}$।

খ প্রকাশ্য ব্যয় যা মূলত ফার্মের হিসাবের বইয়ে থাকে। উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের আয়, ব্যয় তথা লাভ-লোকসান হিসাবের জন্য প্রকাশ্য ব্যয় সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। আবার অপ্রকাশ্য ব্যয়, যা ফার্মের হিসাবের বইতে থাকে না। কিন্তু ফার্মের প্রকৃত অবস্থা জানতে অপ্রকাশ্য ব্যয় সম্পর্কে সম্মুখ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে ঘটনা-১ এ উল্লিখিত ফ্ল্যাট জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হলেও সাংসারিক কাজকর্ম জিডিপির হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

অর্থনীতিতে এমন কিছু দ্রব্য ও সেবা রয়েছে যেগুলো বাজারের মাধ্যমে বেচা-কেনা হয় না। যেমন− মা কর্তৃক সন্তান লালন-পালন, মহিলাদের রান্না-বান্না ইত্যাদি সাংসারিক কাজকর্ম, গায়ক কর্তৃক বন্ধুদের গান শোনানো ইত্যাদি কোনো পণ্য নয়। এ জন্য জিডিপি গণনায় এসব অপণ্যায়িত সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

উদ্দীপকে সরকারি কর্মকর্তা জাফির সাহেব ওয়ারীতে নতুন ফ্ল্যাটে উঠেছেন। তার স্ত্রী সন্তান লালন-পালন থেকে শুরু করে সাংসারিক সকল কাজকর্ম সম্পাদন করে। এখানে তার নতুন ফ্ল্যাট পূর্বের বছরের জিডিপিতে গণনা হয়নি, তাই এটি জিপিডিতে অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু তার স্ত্রীর সাংসারিক কাজ কর্মের জন্য কোনো অর্থ পায় না। তাই তার স্ত্রীর সাংসারিক কাজকর্ম জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হবে না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত নতুন ফ্ল্যাট জিডিপির অন্তর্ভুক্ত এবং সাংসারিক কাজকর্ম জিডিপির হিসাববহির্ভূত হবে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, ফ্ল্যাট জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হলেও সাংসারিক কাজকর্ম জিডিপির হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

ঘ জাফির সাহেবের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার পরিবর্তন করেছেন। জিডিপি নির্ধারণে এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হলো −

প্রযুক্তির উপর মোট দেশজ উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রযুক্তির উন্নয়ন নানাভাবে হতে পারে। যেমন– নতুন আবিষ্কার, যন্ত্রপাতির ডিজাইন ও দক্ষতার উন্নতি, নতুন মালামালের আবিষ্কার ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, কৃষি খাতে বিরায়ত বীজের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজ ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স ইত্যাদি সবজির উৎপাদনও বেড়েছে। প্রযুক্তি মূলত উৎপাদন উপকরণের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে একই সমান উৎপাদন উপকরণ দিয়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়।

প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটালে উৎপাদনশীলতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। যেমন– কৃষিখাতে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজ ব্যবহারে উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রযুক্তি মূলত উৎপাদন উপকরণের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে একই সমান উৎপাদন উপকরণ দিয়ে বেশি উৎপাদন হয়। যা আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, মোট দেশজ উৎপাদন নির্ধারণে প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম।

৯। A ⟶ পর্যাপ্ত মূলধন, উন্নত কারিগরি জ্ঞান, স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা

B ⟶ স্বল্প মূলধন, উদ্যোক্তার অভাব, দুর্বল অর্থনৈতিক অবকাঠামো

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে কী বুঝায়? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে দক্ষ মানবশক্তি প্রয়োজন কেন? ২

গ. 'A' দেশ উন্নয়নের মাপকাঠিতে কোন ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'B' দেশের অবস্থান উল্লেখ কর এবং অবস্থার উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায় বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনো পরিবর্তন ছাড়াই প্রকৃত জাতীয় আয়ের পাশাপাশি প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটলে তাই হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth)।

খ জনসংখ্যার কোনো অংশ শিক্ষা ও দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে পরিণত হলে তাকে মানবসম্পদ বলে। শ্রমিকরা দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে উৎপাদনের গতি বাড়ে। দক্ষ শ্রমিকের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানও অপেক্ষাকৃত ভালো হয়। ফলে অধিক মূল্যে পণ্যটি বিক্রীর মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। আর এভাবেই দক্ষ জনশক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে।

গ 'A' দেশ উন্নয়নের মাপকাঠিতে উন্নত দেশ।

যেসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে এবং এই উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহত আছে, এমন দেশকে বলে উন্নত দেশ। এসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মানও যথেষ্ট বাড়ে। উন্নত দেশগুলো আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে। এ ধরনের দেশে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়।

উদ্দীপকে 'A' দেশে পর্যাপ্ত মূলধন, উন্নত কারিগরি জ্ঞান, স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা। যা উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, 'A' দেশ উন্নয়নের মাপকাঠিতে উন্নত দেশ।

ঘ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'B' দেশটি উন্নয়নশীল দেশ। এই দেশের উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায় বিশ্লেষণ করা হলো–

উন্নয়নশীল দেশে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মসূচি নেওয়া জরুরি। কেননা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলে অর্থনীতি গতিশীল হবে। এতে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বাড়বে। ফলে দেশটি এক সময় উন্নত দেশের সমপর্যায়ে উন্নীত হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'B' দেশে স্বল্প মূলধন, উদ্যোক্তার অভাব, দুর্বল অর্থনৈতিক অবকাঠামো, যা উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সাধারণত উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি খাত জাতীয় আয়ে বিরাট অবদান রাখে। বাংলাদেশকে উন্নত দেশের পর্যায়ে নিতে হলে কৃষির ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে শিল্পনির্ভর করতে হবে। পাশাপাশি অবকাঠামো খাতে উন্নয়ন, বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণ, বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা হ্রাস ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায়।

১০। রাহিজ সাহেবের মাসিক বেতন ২০,০০০/-। তিনি মাসে ১০,০০০/- খরচ করেন এবং ১০,০০০/- জমা করেন। দুই বছর পরে তিনি ১,০০,০০০/- দিয়ে একটি ক্ষুদ্র শিল্পের যন্ত্রপাতি ক্রয় করে উৎপাদন কাজ শুরু করেন। পরের বছর উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আরও ৫০,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন।

ক. সুযোগ ব্যয় বলতে কী বুঝায়? ১

খ. 'সকল সেবা পণ্য নয়, কিন্তু সকল অর্থনৈতিক সেবাই পণ্য'। ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে অর্থনীতির কোন কোন ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাহিজ সাহেবের শেষোক্ত কাজ কি অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি আনে? এরূপ আরও দু'টি ক্ষেত্র উল্লেখ করে দেশে অর্থনীতিতে ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করতে হয়, এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো অন্য দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয়।

খ অর্থনীতিতে পণ্য বলতে সাধারণত সেসব উপকরণকে বুঝি যা চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় যেমন– আটা হচ্ছে পণ্য যা চূড়ান্ত দ্রব্য ব্রেড উৎপাদনে ব্যবহৃত হয। এছাড়া প্রথাগতভাবে শস্য, স্বর্ণ, তেল প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদিকে পণ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। সকল দ্রব্য পণ্য নয়। কিন্তু সকল অর্থনৈতিক দ্রব্য পণ্য। সকল সেবা পণ্য নয়, কিন্তু সকল অর্থনৈতিক সেবাই পণ্য।

গ উদ্দীপকে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে। নিচে এ দুটি ধারণা ব্যাখ্যা করা হলো –

মানুষ আয় করে ভোগ করার জন্য। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে অর্জিত আয়ের পুরোটাই মানুষ ভোগ করে না। আয়ের একটি অংশ রেখে দেয় কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। এই রেখে দেওয়া অংশের নাম সঞ্চয়। ধরি, একজন ব্যক্তি প্রতিমাসে দশ হাজার টাকা বেতন পান। তিনি তার পরিবারের জন্য ৯ হাজার টাকা ব্যয় করেন। এখানে তিনি ১ হাজার টাকা সঞ্চয় করেন।

মানুষ আয় থেকে সঞ্চয় করে থাকে। সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলে। ধরি, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি কারখানায় এক লক্ষ টাকার মূলধন সামগ্রী

আছে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আরও পঞ্চাশ হাজার টাকার মূলধন সামগ্রী ক্রয় করা হলো। অতিরিক্ত এ পঞ্চাশ হাজার টাকা হলো বিনিয়োগ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাহিজ সাহেবের মাসিক বেতন ২০০০০ টাকা। তিনি প্রতি মাসে ১০০০০ টাকা খরচ করেন এবং ১০০০০ টাকা জমা করেন। যা সঞ্চয়কে নির্দেশ করে। আবার ২ বছর পরে তিনি ১০০০০ টাকা দিয়ে ক্ষুদ্র শিল্পের যন্ত্রপাতি ক্রয় করে উৎপাদন কাজ শুরু করেন, যা বিনিয়োগ ধারণাকে নির্দেশ করে।

ঘ রাহিজ সাহেবের শেষোক্ত কাজটি হলো ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বিনিয়োগ। যা অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি আনে। এরূপ আরও দুটি ক্ষেত্র হলো কৃষি ও সেবাখাত। এ দুটি খাত অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প : এখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বৃদ্ধি পাবে। ফলে বেকারত্ব হ্রাস পাবে। এতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হবে।

কৃষি : অনেক সময় অর্থের অভাবে কৃষি খাতে উন্নত বীজ ও আধুনিক সেচব্যবস্থা ব্যবহার করা যায় না। কৃষি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করলে সহজেই উন্নত বীজ, আধুনিক সেচব্যবস্থা ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভব হবে। ফলে উৎপাদন বাড়বে, যা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নে সহায়ক হবে।

সেবাখাত : হোটেল ও রেস্তোরাঁ, পরিবহন, যোগাযোগ, বিমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, গৃহায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়। এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করলে তা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলোতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করলে অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি আসবে।

১১।

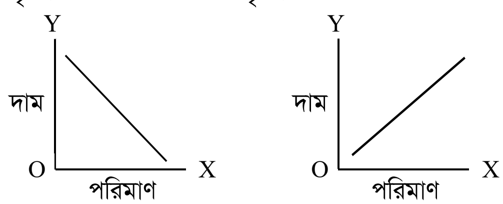

ক. বাজার চাহিদা কী? ১

খ. চাহিদা রেখা ও চাহিদা সূচির মধ্যে দু'টি পার্থক্য লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের রেখা চিত্র দুটি অর্থনীতির কোন দুটি ধারণাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ভারসাম্য দাম নির্ধারণে উক্ত রেখা দুটির কোনো ভূমিকা আছে কি? একটি চিত্রে রেখা দু'টি সমন্বয় করে ব্যাখ্যা কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাজারে নির্দিষ্ট দামে সব ভোক্তার ব্যক্তিগত বা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ চাহিদার সমষ্টিকে বলা হয় বাজার চাহিদা।

খ চাহিদা রেখা ও চাহিদা সূচির মধ্যে দুটি পার্থক্য হলো –

চাহিদা রেখা	চাহিদা সূচি
১. দাম ও চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ককে যখন চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে চাহিদা রেখা বলে।	দাম ও চাহিদার পরিমাণ যখন তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে চাহিদা সূচি বলে।
২. চাহিদা রেখা হলো চাহিদা বিধির জ্যামিতিক প্রকাশ।	চাহিদা সূচি হলো চাহিদা বিধির গাণিতিক প্রকাশ।

গ উদ্দীপকের প্রথম চিত্রটি চাহিদা বিধি এবং দ্বিতীয় চিত্রটি যোগান বিধিকে নির্দেশ করে।

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যের দাম কমলে তার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে। দামের সাথে চাহিদার এরূপ বিপরীত সম্পর্ককে চাহিদা বিধি বলে।

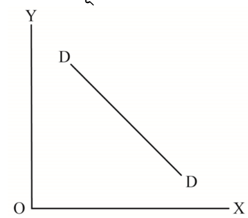

উপরের চিত্রে চাহিদা রেখা DD ডানদিকে নিম্নগামী, যা চাহিদা বিধিকে নির্দেশ করে।

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমে। দামের সাথে যোগানের এরূপ প্রত্যক্ষ সম্পর্ককে যোগান বিধি বলে।

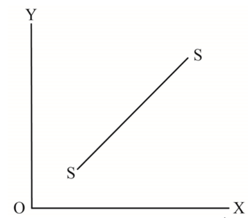

উপরের চিত্রে যোগান রেখা SS ডানদিকে উর্ধ্বগামী রয়েছে, যা যোগান বিধিকে নির্দেশ করে।

ঘ হ্যাঁ, ভারসাম্য দাম নির্ধারণে চাহিদা ও যোগান রেখার ভূমিকা আছে। একটি চিত্রে রেখা দুটি সমন্বয় করে ব্যাখ্যা করা হলো –

যে দামে চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয় তাই হলো ভারসাম্য দাম। ভারসাম্য দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়া নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো :

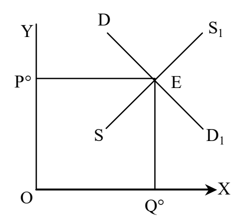

ক্রেতা চেষ্টা করে সর্বনিম্ন দামে দ্রব্যটি ক্রয় করতে। আবার, বিক্রেতা চেষ্টা করে সর্বোচ্চ দামে দ্রব্য বিক্রয় করতে। ক্রেতা-বিক্রেতার দরকষাকষির ফলে এমন একটি দামে দ্রব্যটি ক্রয়-বিক্রয় হয় যেখানে তার চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান। যে দামে চাহিদা ও যোগান সমান হয় তাই হলো ভারসাম্য দাম। প্রদত্ত চিত্রে ভূমি অক্ষে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম পরিমাপ করা হয়েছে। DD_1 ও SS_1 হলো যথাক্রমে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান রেখা। চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বিন্দুতে কোনো দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। চিত্রে দেখা যায়, দাম যখন OP° হয় কেবল তখনই চাহিদা ও যোগান পরস্পর E বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জন করে সেখানে OQ° মোট পরিমাণ নির্দেশ করে। অর্থাৎ OP° দামে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ সমান থাকে এবং দাম বাড়া কিংবা কমার কোনো প্রবণতা থাকে না। কাজেই OP° হলো ভারসাম্য দাম এবং ভারসাম্য পরিমাণ হলো OQ°। সুতরাং বলা যায়, প্রদত্ত চিত্রের চাহিদা ও যোগান রেখার সমতার ভিত্তিতে ভারসাম্য দাম OP নির্ধারিত হয়েছে।

যশোর বোর্ড–২০২৩

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়– ৩০ মিনিট

পূর্ণমান– ৩০

*[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) কালোকালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ ।]*

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. ভূমি হতে প্রাপ্ত আয়কে কী বলে?
ক মুনাফা খ খাজনা গ মজুরি ঘ উৎপাদিত আয়

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রহিম, করিম ও রাজু তিন ভাই। অন্য কোনো কাজ না থাকায় তারা সবাই মিলে তাদের ৫ বিঘা জমি চাষ করে। অথচ করিম চাইলে একাই সকল জমি চাষ করতে পারেন।

২. উদ্দীপকে কোন ধরনের বেকারত্ব প্রকাশ পেয়েছে?
ক মৌসুমী বেকারত্ব খ ছদ্মবেশী বেকারত্ব
গ সাময়িক বেকারত্ব ঘ স্থায়ী বেকারত্ব

৩. এ ধরনের বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন –
i. শিল্পায়ন ii. বহু ফসলের চাষ iii. জাতীয়তা বোধ জাগ্রত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. কোনো দেশের জিডিপি গণনায় নিচের কোনটি অন্তর্ভুক্ত?
ক চূড়ান্ত দ্রব্যের মূল্য খ সরকারি ঋণের সুদ
গ মূলধনী দ্রব্যের লাভ বা ক্ষতি ঘ অতীতে উৎপাদিত পণ্য

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আখলিছ আলি একটি কাপড় কলের মালিক। তিনি ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি হিসেবের সময় তুলা, সূতা ও কাপড়ের মূল্য যোগ করায় তার হিসেবে সমস্যা হয়।

৫. আখলিছ আলির হিসেবে কি ধরনের সমস্যা হয়?
ক প্রকৃত আয় কম খ দ্বৈত গণনা হয়
গ আয় বেশি হয় ঘ হিসেবে সময় বেশি লাগে

৬. আখলিছ আলির সমস্যা সমাধানে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে তা হলো –
i. উৎপাদন পদ্ধতি ii. আয় পদ্ধতি iii. ব্যয় পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. মৌসুমী বেকারত্বের কারণ কোনটি?
ক সামাজিক খ প্রাকৃতিক গ অর্থনৈতিক ঘ অভ্যাসগত

৮. মানব সম্পদ উন্নয়নে বড় উপায় কোনটি?
ক প্রশিক্ষণ খ পুষ্টিকর খাদ্য
গ স্বাস্থ্যকর বাসস্থান ঘ সামাজিক নিরাপত্তা

৯. বিনিয়োগ বাড়লে –
i. বেকারত্ব হ্রাস পায় ii. উৎপাদন বাড়ে iii. আয় বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. সিলেটের সুপারি রংপুরে নিয়ে বিক্রি করলে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয়?
ক সময়গত খ স্থানগত গ রূপগত ঘ মালিকানাগত

১১. সিলিকা বালু পাওয়া যায় কোন জেলায়?
ক জামালপুর খ বরিশাল গ রাজশাহী ঘ কুড়িগ্রাম

১২. যোগানের বিবেচ্য বিষয় হলো –
i. নির্দিষ্ট দ্রব্য ii. ক্রেতার রুচি iii. নির্দিষ্ট দাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. কোনো দ্রব্যের চাহিদা নির্ভর করে –
ক অভ্যাসের উপর খ দামের উপর গ যোগানের উপর ঘ ইচ্ছার উপর

১৪. গড় উৎপাদন রেখার সর্বোচ্চ বিন্দুতে –
ক গড় উৎপাদন = প্রান্তিক উৎপাদন খ গড় উৎপাদন < প্রান্তিক উৎপাদন
গ গড় উৎপাদন > প্রান্তিক উৎপাদন ঘ প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান

১৫. ফার্মের হিসেব বইতে থাকে না কোন ধরনের ব্যয়?
ক যাতায়াত ব্যয় খ যোগাযোগ ব্যয় গ অপ্রকাশ্য ব্যয় ঘ প্রকাশ্য ব্যয়

১৬. কর্তব্য বণ্টন করা কাজ?
ক সংগঠকের খ শ্রমিকের গ ব্যবস্থাপকের ঘ পরিদর্শকের

১৭. পরিবহন ব্যবস্থা কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে?
ক স্বত্বগত খ কালগত গ স্থানগত ঘ সেবাগত

১৮. ভোগের একক বাড়ার সাথে প্রান্তিক উপযোগ –
ক হ্রাস পায় খ বৃদ্ধি পায় গ স্থির থাকে ঘ শূন্য হয়

১৯. বাজারে সকল ভোক্তার চাহিদার সমষ্টিকে কী বলে?
ক সামাজিক চাহিদা খ ব্যক্তিগত চাহিদা
গ বাজার চাহিদা ঘ সামষ্টিক চাহিদা

২০. দামের সাথে যোগানের সম্পর্ক কী?
ক বিপরীতমুখী খ ভিন্নমুখী গ সম্পর্কহীন ঘ সমমুখী

২১. কোন সভ্যতার যুগে ধর্মগ্রন্থে সরলভাবে অর্থনীতির আলোচনা হত?
ক গ্রিক খ বেবিলিয়ন গ হিব্রু ঘ সিন্ধু

২২. ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বাণিজ্যবাদের প্রসার ঘটেছিল কোন দেশে?
ক আমেরিকায় খ ফ্রান্সে গ আফ্রিকায় ঘ অস্ট্রেলিয়ায়

২৩. সঞ্চয় নির্ভর করে যে সব বিষয়ের উপর তা হলো –
i. আয়ের পরিমাণ ii. দূরদৃষ্টি iii. সততা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. জাতীয় আয় গণনায় লাভ বা ক্ষতির প্রভাব কী রকম?
ক প্রচুর খ অসীম গ সীমিত ঘ শূন্য

২৫. "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য উপকরণসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলি আলোচনা করে" – উক্তিটি কার?
ক এল রবিন্স খ অ্যাডাম স্মিথ
গ অধ্যাপক নার্কস ঘ আলফ্রেড মার্শাল

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জামিল 'ক' দেশের বাসিন্দা। তার দেশে সকল উৎপাদন কাজ বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়।

২৬. জামিল যে দেশের বাসিন্দা সে দেশের অর্থব্যবস্থা কি রূপ?
ক ধনতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক গ মিশ্র ঘ ইসলামি

২৭. জামিলের দেশের অর্থব্যবস্থায় –
ক ভোগের পূর্ণ স্বাধীনতা নেই খ আয় বৈষম্য বিদ্যমান
গ ব্যক্তিগত মুনাফার সুযোগ নেই ঘ অবাধ প্রতিযোগিতা নেই

২৮. প্রাকৃতিক সম্পদের উদাহরণ হলো –
i. গ্যাস ii. কয়লা iii. ইট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. অবস্তুগত সম্পদ বলতে বুঝায় –
i. নার্সের সেবা ii. উকিলের আইনি পরামর্শ iii. মাতৃস্নেহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. বিনামূল্যে প্রাপ্ত দ্রব্যকে কী বলে?
ক প্রাকৃতিক দ্রব্য খ সহজলভ্য দ্রব্য গ অবাধলভ্য দ্রব্য ঘ প্রয়োজনীয় দ্রব্য

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

যশোর বোর্ড–২০২৩

অর্থনীতি (সৃজনশীল) বিষয় কোড 1 4 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। জনাব মোছলেহ উদ্দীনের বড় ছেলে সরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। তার পরিবারের সকল সদস্যদের ইচ্ছা ছোট ছেলেকে মেডিকেল কলেজে পড়াবেন। কিন্তু কোনো সরকারি মেডিকেল কলেজে চান্স না পাওয়ায় ছোট ছেলেকে তিনি একটি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে ভর্তির পরিকল্পনা করলেও আর্থিক সংকটের কারণে তা আর সম্ভব হয়নি। ফলে পরিবারের সকলেই আশাহত হয়।

ক. অধ্যাপক এল. রবিন্স প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি লেখ। ১
খ. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে নির্দেশমূলক অর্থনীতি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব মোছলেহ উদ্দীনের দেশে কোন ধরনের অর্থ ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত পরিবারের সকলেই আশাহত হওয়ার পিছনে অর্থনীতির কোন সমস্যাটি দায়ী বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

২। উদ্দীপক-১ : জনাব দিদার একজন স্কুল শিক্ষক। তিনি তার বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বাংলা পড়ান। বিকাল বেলা অবসরে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে পাড়ার ছেলেদের ফুটবল কোচ হিসাবে কাজ করেন।
উদ্দীপক-২ : ইঞ্জিনিয়ার শওকত সাহেব একটা সফটওয়্যার ফার্মের মালিক। তিনি তার কর্মীদের ঈদ বোনাস ছাড়াও প্রতি ছয়মাস অন্তর ফার্মের লভ্যাংশ থেকে বোনাস দিয়ে থাকেন। এতে কর্মীরা ফার্মের উন্নয়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে দ্বিধা করে না।

ক. ইসলামি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১
খ. মানুষ কেন প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপক-১ এ উল্লিখিত জনাব দিদারের কাজগুলো কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপক-২ এ জনাব শওকত অর্থনীতির যে মৌলিক নীতি অনুসরণ করেছেন তা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক। তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

৩। উদ্দীপক-১ : ২০২১-২০২২ অর্থবছরে 'ক' দেশের মোট জিডিপির পরিমাণ ১৪০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার এবং জনসংখ্যা ১৪ কোটি।
উদ্দীপক-২ : আনিছ সাহেব একটি বন্ধ কারখানা ক্রয় করে প্রথমে সেটাকে সংস্কার করলেন। কিছুদিন পর তিনি কারখানাটিতে উৎপাদন কাজ শুরু করলেন। বর্তমানে কারখানাটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান।

ক. নিট জাতীয় আয় কাকে বলে? ১
খ. জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে মূলধনী লাভ-ক্ষতি হিসাব করা হয় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপক-১ এ উল্লিখিত 'ক' দেশের মাথাপিছু জিডিপি সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপক-২ এ উল্লিখিত আনিছ সাহেবের ক্রয়কৃত কারখানাটির মূল্য জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হবে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪। দৃশ্যকল্প-১ : মিসেস লিমা পেশায় একজন ব্যাংকার। গৃহ পরিচারিকার হাতে তার ১ বছরের সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব দিয়ে তিনি নিয়মিত অফিসে যান। এই সময়টুকু বাচ্চার দেখাশোনা থেকে বিরত থাকতে হয় বিধায় তার খুব মন খারাপ হয়।
দৃশ্যকল্প-২ : জাহেদ চৌধুরী তার সঞ্চিত অর্থের সিংহভাগ ব্যয় করে তার ছোট দোকানটি সুপারশপে পরিণত করেন। এতে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ক. আয় কাকে বলে? ১
খ. 'হস্তান্তরযোগ্য' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ লিমার ক্ষেত্রে অর্থনীতির কোন ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাহেদ চৌধুরীর কাজের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। রুমকির কমলা ভোগের উপযোগ সূচি :

কমলার একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৬	৬
২য়	৯	৩
৩য়	১১	২
৪র্থ	১২	১
৫ম	১২	০
৬ষ্ঠ	১১	− ১

ক. উপযোগ কাকে বলে? ১
খ. ভারসাম্য দাম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রদত্ত সূচি অনুসারে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. রুমকি কোন পর্যায়ে দ্রব্যটি আর ভোগ করবে না? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। নিম্নে একটি যোগান সূচি দেয়া হলো :

প্রতি একক দ্রব্যের দাম (টাকায়)	যোগানের পরিমাণ (কুইন্টাল)
৫.০০	৫০
১০.০০	৬০
১৫.০০	৭০
২০.০০	৮০
২৫.০০	৯০

ক. ভোক্তা কাকে বলে? ১
খ. "ভোক্তা দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করে, দ্রব্যটি নয়।"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যোগান সূচি থেকে যোগান রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উপকরণের দাম ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেলে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিধিটি কার্যকর হবে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭। নিচের তালিকাটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ভূমি (হেক্টর)	শ্রম উপকরণ (শ্রম ঘণ্টা)	উপকরণ সংমিশ্রণ	মোট উৎপাদন (কুইন্টাল)	প্রান্তিক উৎপাদন (কুইন্টাল)
১	১	A	৮	৮
১	২	B	১৮	১০
১	৩	C	২৪	৬
১	৪	D	৩০	৪

ক. ভূমি কাকে বলে? ১
খ. "শ্রমিক শ্রম বিক্রয় করে নিজেকে নয়"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিধিটি শিল্প ক্ষেত্রেও কি সমানভাবে কার্যকর হবে? মতামত দাও। ৪

৮। জনাব ওয়াহিদ সাহেব নিজস্ব চার তলা ভবনে একটি প্রসাধনী সামগ্রী তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। তিনি পণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল সংগ্রহ করা, যোগ্যতা অনুসারে শ্রমিকদের দায়িত্ব বণ্টন করা এবং চূড়ান্ত পণ্য বাজারে সরবরাহ করা পর্যন্ত সকল কাজের তদারকি করেন। নিজে উপস্থিত থেকে শ্রমিকদের বেতন প্রদান করেন। নিজেও পারিশ্রমিক হিসাবে মুনাফা গ্রহণ করেন। তাই প্রতিষ্ঠানটি নিয়ম-শৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ।

ক. ব্যক্তিগত ব্যয় কাকে বলে? ১
খ. "মূলধন হলো মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত উৎপাদনের উপকরণ" – ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব ওয়াহিদের কারখানার ব্যয়সমূহ অর্থনীতিতে কোন ধরনের ব্যয় এর অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উৎপাদন ক্ষেত্রে জনাব ওয়াহিদের কাজের গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৯। জনাব নাজিম বিগত ১০ বছর ধরে ইটালিতে কর্মরত। তিনি প্রতিমাসে নিজ দেশে টাকা পাঠান। মি. ইয়ান একজন চীনা ইঞ্জিনিয়ার। তিনি বাংলাদেশে পদ্মা সেতু নির্মাণে নিয়োজিত ছিলেন। প্রতি মাসে তিনিও তাঁর দেশে অর্থ প্রেরণ করতেন।

ক. মোট জাতীয় আয় কাকে বলে? ১
খ. প্রযুক্তি কীভাবে মোট দেশজ উৎপাদনকে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব নাজিমের প্রেরিত অর্থ বাংলাদেশের জাতীয় আয় পরিমাপে কীভাবে সম্পৃক্ত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. ইয়ানের আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করবে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০। কাশপিয়া ও নাছিমা দুই বান্ধবী চাকরির সুবাদে দুই দেশে বসবাস করছেন। দুজনের বসবাসরত দেশ সম্পর্কে ফোনে কথোপকথনের সারমর্ম তুলে ধরা হলো :
কাশপিয়া : এ দেশের মাথাপিছু আয় ৩৩,৫৫০ মার্কিন ডলার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন দীর্ঘ মেয়াদে অব্যাহতভাবে চলছে। তাছাড়া এদেশের জনগণ দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন।
নাছিমা : বর্তমানে আমার দেশের মাথাপিছু আয় ১৭৫১ মার্কিন ডলার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচকগুলো ক্রমশ ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে। এদেশে দক্ষ উদ্যোক্তার অভাবে উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

ক. সাময়িক বেকারত্ব কাকে বলে? ১
খ. "দারিদ্র্য উন্নয়নের ভিত্তিকে দুর্বল করে"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উন্নয়নের ধারার ভিত্তিতে কাশপিয়ার দেশ কোন ধরনের? উক্ত দেশের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নাছিমার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? মতামত দাও। ৪

১১। জহির ও তার স্ত্রী নুসাইবা ইটভাটায় দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করেন। প্রতিদিন কাজ শেষে মজুরি নিতে গেলে নারী শ্রমিক অজুহাতে জহিরের চেয়ে নুসাইবাকে কম বেতন দেয়া হয়। এতে তিনি নিত্যই মনে খুব দুঃখ পান। পরবর্তীতে একটি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় নারী বলে যে অবহেলার স্বীকার হয়েছেন সে সম্পর্কে অবগত হয়ে তার অধিকার ও ন্যায্য পাওনা আদায়ে সক্ষম হন।

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাকে বলে? ১
খ. "অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক ধারণা"। ব্যাখ্যা কর। ২
গ. নুসাইবাকে সাহায্যকারী সংস্থার কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জহির দম্পতির মতো জনশক্তিকে কীভাবে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করা যায়? অর্থনীতির ধারণার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	L	২	L	৩	K	৪	K	৫	L	৬	N	৭	L	৮	K	৯	N	১০	L	১১	K	১২	L	১৩	L	১৪	K	১৫	M
	১৬	K	১৭	N	১৮	K	১৯	M	২০	N	২১	N	২২	L	২৩	K	২৪	N	২৫	K	২৬	K	২৭	L	২৮	K	২৯	K	৩০	M

সৃজনশীল

১। জনাব মোছলেহ উদ্দীনের বড় ছেলে সরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। তার পরিবারের সকল সদস্যদের ইচ্ছা ছোট ছেলেকে মেডিকেল কলেজে পড়াবেন। কিন্তু কোনো সরকারি মেডিকেল কলেজে চান্স না পাওয়ায় ছোট ছেলেকে তিনি একটি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে ভর্তির পরিকল্পনা করলেও আর্থিক সংকটের কারণে তা আর সম্ভব হয়নি। ফলে পরিবারের সকলেই আশাহত হয়।

ক. অধ্যাপক এল. রবিন্স প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি লেখ। ১

খ. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে নির্দেশমূলক অর্থনীতি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব মোছলেহ উদ্দীনের দেশে কোন ধরনের অর্থ ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত পরিবারের সকলেই আশাহত হওয়ার পিছনে অর্থনীতির কোন সমস্যাটি দায়ী বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাপক এল. রবিন্স প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা, 'অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য উপকরণসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধনকারী কার্যাবলি আলোচনা করে।'

খ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদানের উপর রাষ্ট্রের বা সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে। অধিকাংশ শিল্প কারখানা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক সরকার বা সমাজ এবং সেগুলো সরকারি বা সামাজিক নির্দেশে হয়ে থাকে। তাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে নির্দেশমূলক অর্থনীতি বলা হয়।

গ জনাব মোছলেহ উদ্দীনের দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে তাই হলো মিশ্র অর্থব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ অধিকাংশ অর্থনৈতিক কাজ ব্যক্তি উদ্যোগে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। তবে সরকার প্রয়োজনবোধে এসব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এখানে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদন ও ভোগ নির্ধারিত হয়। এ দাম প্রক্রিয়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি বিধি-নিষেধ দ্বারাও আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব মোসলেহ উদ্দীনের বড় ছেলে সরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। তার ছোট ছেলেকে সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি করতে না পেরে প্রাইভেট মেডিকেলে পড়াতে চান। অর্থাৎ তার দেশে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যা মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। কারণ মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তাই বলা যায়, জনাব মোছলেহ উদ্দীনের দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকের আলোচিত পরিবারের সকলেই আশাহত হওয়ার পিছনে অর্থনীতির সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা সমস্যাটি দায়ী বলে আমি মনে করি।

দুষ্প্রাপ্যতা বলতে অসীম অভাবের তুলনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে বুঝায়। মানুষ তার সীমাহীন অভাব পূরণ করার জন্য যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ভোগ করতে চায় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। মানবজীবনের এই সীমাহীন অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত। সীমিত সম্পদ দিয়ে সীমিত অভাব পূরণ করা যায়। সকল অভাব পূরণ করা যায় না। অর্থনীতিতে এটিই হলো দুষ্প্রাপ্যতা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– আশিকের কাছে দুই হাজার টাকা আছে। তার শার্ট, প্যান্ট এবং ভালো জুতা দরকার। তবে প্রয়োজনের তুলনায় তার টাকার পরিমাণ অনেক কম। মূলত এটিই সম্পদের 'দুষ্প্রাপ্যতাকে' নির্দেশ করছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব মোসলেহ উদ্দীনের ছোট ছেলেকে বেসরকারি মেডিকেলে ভর্তি করতে চান। কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে তা আর সম্ভব হয়নি। ফলে পরিবারের সকলেই আশাহত হন। তার সম্পদের স্বল্পতার কারণই মূলত ছোট ছেলেকে বেসরকারি মেডিকেলে ভর্তি করতে সক্ষম হয়নি।

সুতরাং বলা যায়, সম্পদের দুষ্প্রাতার কারণেই মোছলেহ উদ্দীনের ছোট ছেলেকে প্রাইভেট মেডিকেলে ভর্তি করতে পারিনি।

২। উদ্দীপক-১ : জনাব দিদার একজন স্কুল শিক্ষক। তিনি তার বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বাংলা পড়ান। বিকাল বেলা অবসরে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে পাড়ার ছেলেদের ফুটবল কোচ হিসাবে কাজ করেন।

উদ্দীপক-২ : ইঞ্জিনিয়ার শওকত সাহেব একটা সফটওয়্যার ফার্মের মালিক। তিনি তার কর্মীদের ঈদ বোনাস ছাড়াও প্রতি ছয়মাস অন্তর ফার্মের লভ্যাংশ থেকে বোনাস দিয়ে থাকেন। এতে কর্মীরা ফার্মের উন্নয়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে দ্বিধা করে না।

ক. ইসলামি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১

খ. মানুষ কেন প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক-১ এ উল্লিখিত জনাব দিদারের কাজগুলো কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক-২ এ জনাব শওকত অর্থনীতির যে মৌলিক নীতি অনুসরণ করেছেন তা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক। তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের মৌলিক নিয়মকানুনের ওপর বিশ্বাসকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অর্থব্যবস্থাই হলো ইসলামি অর্থব্যবস্থা।

খ যুক্তিবাদী মানুষ ভোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করে।

কোনো দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা বেশি হলে ভোক্তা লাভবান হয়। কোনো দ্রব্যের ভোগ বাড়লে প্রান্তিক উপযোগ কমে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা প্রান্তিক উপযোগ বেশি থাকে ততক্ষণ পর্যন্তই ভোক্তা দ্রব্যের ভোগ অব্যাহত রাখে।

গ উদ্দীপক-১ এ উল্লিখিত জনাব দিদারের কাজগুলো অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে নির্দেশ করে।

মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য যেসব কাজ করে থাকে তাদেরকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি। অর্থের বিনিময়ে যে কাজ করে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে। অন্যদিকে, যেসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না তাদেরকে অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে।

উদ্দীপকের জনাব দিদার একজন স্কুল শিক্ষক। তিনি তার বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বাংলা পড়ান। বিকাল বেলা অবসরে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে পাড়ার ছেলেদের ফুটবল কোচ হিসেবে কাজ করেন। প্রথমটির বিনিময়ে অর্থ পেলেও দ্বিতীয়টির বিনিময়ে কোনো অর্থ পায় না। স্কুলে পড়ানোর বিনিময়ে তিনি অর্থ উপার্জন করেন। তার এই কাজটি তাই অর্থনৈতিক কাজ। আর পাড়ার ছেলেদের ফুটবল শেখানোর মাধ্যমে তার কোনো অর্থ উপার্জন হয় না। কিন্তু এর অনেক সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। তাই তার এ কাজ অ-অর্থনৈতিক কাজ।

অতএব উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, জনাব দিদারের কাজগুলো অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক কাজ।

ঘ উদ্দীপক-২ এ জনাব শওকত অর্থনীতির 'মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয়' নীতি অনুসরণ করেছেন তা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক বলে আমি মনে করি।

অর্থনীতির ভাষায় শ্রমিকদেরকে কাজে উৎসাহিত করার জন্য গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থাই হলো প্রণোদনা। মানুষ প্রণোদনা পেলে যত্নের সজ্ঞো দায়িত্ব পালন করে। কাজের স্থায়িত্ব, লভ্যাংশ, বিনামূল্যে পোশাক, চিকিৎসা, বাসস্থান, বেতনসহ ছুটি, বৃদ্ধ বয়সে পেনশন, কাজের ঝুঁকি হ্রাস ইত্যাদি প্রণোদনার কৌশল ব্যবহার করে শ্রমিকদেরকে অধিক উৎপাদনে উৎসাহিত করা যায়।

উদ্দীপক-২ অনুযায়ী, ইঞ্জিনিয়ার শওকত সাহেব একটা সফটওয়্যার ফার্মের মালিক। তিনি তার কর্মীদের ঈদ বোনাস ছাড়াও প্রতি ছয়মাস অন্তর ফার্মের লভ্যাংশ থেকে বোনাস দিয়ে থাকেন। এতে কর্মীরা ফার্মের উন্নয়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে দ্বিধা করেন না। যা প্রণোদনা ধারণার সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ মানুষ যদি প্রকৃত মজুরি এবং কর্মক্ষেত্রে আনুষজ্ঞিক সুযোগ-সুবিধা বেশি পায় তাহলে কাজের স্পৃহা বাড়ে এবং উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, জনাব শওকত অর্থনীতির 'মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয়' নীতি অনুসরণ করেছেন।

৩। উদ্দীপক-১ : ২০২১-২০২২ অর্থবছরে 'ক' দেশের মোট জিডিপির পরিমাণ ১৪০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার এবং জনসংখ্যা ১৪ কোটি।

উদ্দীপক-২ : আনিছ সাহেব একটি বন্ধ কারখানা ক্রয় করে প্রথমে সেটাকে সংস্কার করলেন। কিছুদিন পর তিনি কারখানাটিতে উৎপাদন কাজ শুরু করলেন। বর্তমানে কারখানাটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান।

ক. নিট জাতীয় আয় কাকে বলে? ১

খ. জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে মূলধনী লাভ-ক্ষতি হিসাব করা হয় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক-১ এ উল্লিখিত 'ক' দেশের মাথাপিছু জিডিপি সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক-২ এ উল্লিখিত আনিছ সাহেবের ক্রয়কৃত কারখানাটির মূল্য জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হবে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে, তাকে নিট জাতীয় আয় বলে।

খ সময়ের পরিবর্তনে জাতীয় সম্পদের বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উপকরণ বা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পরিবর্তনের ফলে লাভ বা ক্ষতি হতে পারে। এ লাভ বা ক্ষতি জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না। কারণ, সময়ের ব্যবধানে সম্পদের মূল্য পরিবর্তনজনিত লাভ বা ক্ষতি জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে না। তাছাড়া এ লাভ-ক্ষতি শুধু কাগজ-কলমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লিপিবন্ধ করা হয়। যে প্রতিষ্ঠানের লাভ যতটুকু হয়, অন্য প্রতিষ্ঠানের এর সমপরিমাণ ক্ষতি হয়। এ কারণে জিডিপি পরিমাপে মূলধনী লাভ-ক্ষতির প্রভাব শূন্য হয়।

গ মাথাপিছু জিডিপি বলতে জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপিকে বোঝায়। কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনকে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলেই মাথাপিছু জিডিপি পাওয়া যায়।

সূত্রাকারে,

$$\text{মাথাপিছু জিডিপি} = \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরে মোট দেশজ উৎপাদন}}{\text{ঐ বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা}}$$

উদ্দীপক-১ : ২০২১-২০২২ অর্থবছরে 'ক' দেশের মোট জিডিপির পরিমাণ ১৪০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার এবং জনসংখ্যা ১৪ কোটি। 'ক' দেশের মাথাপিছু জিডিপি হবে –

$$\text{মাথাপিছু জিডিপি} = \frac{১৪০}{১৪} \text{ কোটি মার্কিন ডলার}$$

$$= \text{১০ হাজার মার্কিন ডলার}$$

সুতরাং 'ক' দেশের মাথাপিছু জিডিপি ১০ হাজার মার্কিন ডলার।

ঘ উদ্দপিক-২ এ উল্লিখিত আনিছ সাহেবের ক্রয়কৃত কারখানাটির মূল্য জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

যে বছরের জিডিপি গণনা করা হয়, তার পূর্বের কোনো বছরের উৎপাদন ঐ আলোচ্য বছরের মোট দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন– পুরাতন গাড়ি, পুরাতন বাড়ি বা ফ্ল্যাট ক্রয়। এসব দ্রব্য যে বছর উৎপাদিত হয়েছে ঐ বছরের জিডিপির মাধ্যে এসবের মুল্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি পুনরায় হিসাব করলে এক বছরের আয় আরেক বছরের আয়ের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। অনুরূপভাবে স্টক, বন্ড, কাগজি লেনদেন জিডিপির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আনিস সাহেব একটি বন্ধ কারখানা ক্রয় করেন। এই কারখানাটি অতীতে উৎপাদিত হয়েছে ঐ বছরের জিডিপির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই বলা যায়, আনিছ সাহেবের ক্রয়কৃত কারখানাটি জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৪। দৃশ্যকল্প-১ : মিসেস লিমা পেশায় একজন ব্যাংকার। গৃহ পরিচারিকার হাতে তার ১ বছরের সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব দিয়ে তিনি নিয়মিত অফিসে যান। এই সময়টুকু বাচ্চার দেখাশোনা থেকে বিরত থাকতে হয় বিধায় তার খুব মন খারাপ হয়।

দৃশ্যকল্প-২ : জাহেদ চৌধুরী তার সঞ্চিত অর্থের সিংহভাগ ব্যয় করে তার ছোট দোকানটি সুপারশপে পরিণত করেন। এতে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ক. আয় কাকে বলে? ১

খ. 'হস্তান্তরযোগ্য' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ লিমার ক্ষেত্রে অর্থনীতির কোন ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাহেদ চৌধুরীর কাজের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের কোনো উপকরণ ব্যবহারের জন্য উপকরণটি বা এটির মালিক একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে অর্থ পায়, তা-ই আয়।

খ হস্তান্তরযোগ্যতা হচ্ছে বস্তুগত সম্পদের হাত বদল হওয়া। হস্তান্তরযোগ্যতা সম্পদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যে দ্রব্যের মালিকানা বদল করা সম্ভব, তা-ই অর্থনৈতিক সম্পদ। পণ্য, কলকারখানা, অফিস, দোকান, বাড়ি, অবকাঠামো সবই হস্তান্তরযোগ্য। মেধাসম্পদ হস্তান্তরযোগ্য নয় বলে তা অর্থনীতির পরিভাষায় সম্পদ নয়। এ বিবেচনায় কোনো বিজ্ঞানী, কবি-সাহিত্যিক, দার্শনিক বা শিক্ষাবিদের প্রতিভা অর্থনীতিতে সম্পদ নয়।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ লিমার ক্ষেত্রে অর্থনীতির 'মানুষকে পেতে হলে ছাড়াতে হয়' ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে।
পছন্দমতো কোনো কিছু পেতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই পছন্দের অপর একটি জিনিস ত্যাগ করতে হয়। উদাহরণ দিয়ে বলি, তুমি যদি অর্থনীতি বিষয় পড়তে মোট সময় ব্যয় কর, তবে বাংলা বা ইংরেজি বিষয়ে পড়া থেকে তোমাকে বিরত থাকতে হবে। এরূপ তুমি যদি টিভি দেখ, তবে খেলাধুলার পেছনে সময় ব্যয় করতে পারবে না। আবার সরকার যদি বাজেটে সামরিক খাতে বেশি ব্যয় করে, তবে শিক্ষাখাতসহ অন্যান্য বেসামরিক খাতে ব্যয় কমাতে হবে। অর্থাৎ সমাজে মানুষ সর্বদা একটি দেওয়া-নেওয়ার (Trade offs) নীতি মেনে চলেন।
দৃশ্যকল্প-১ এ দেখা যায়, মিসেস লিমা পেশায় একজন ব্যাংকার। তিনি গৃহ পরিচারিকার হাতে তার সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব দিয়ে নিয়মিত অফিসে যান। এই সময়টুকু বাচ্চার দেখাশোনা থেকে বিরত থাকতে হয়। পছন্দের কোনো জিনিস পাওয়ার জন্য অপর একটি পছন্দের জিনিস ছাড়তে হচ্ছে। তাই বলা যায়, লিমার ক্ষেত্রে অর্থনীতির 'মানুষকে পেতে হলে ছাড়াতে হয়' ধারণাটির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাহেদ চৌধুরীর কাজের ভূমিকা অপরিসীম।
মানুষ তার আয়ের কিছু অংশ ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য জমা রাখে। অর্থনীতিতে একে সঞ্চয় বলা হয়। আবার সঞ্চিত এ অর্থকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করাই হলো বিনিয়োগ। অর্থাৎ সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়ে মূলধন গঠন ত্বরান্বিত করে। এক্ষেত্রে সঞ্চয় বিনিয়োগের উৎস হিসেবে কাজ করে।
দৃশ্যকল্প-২ এ জাহেদ চৌধুরী তার সঞ্চিত অর্থের সিংহ ভাগ ব্যয় করে তার ছোট দোকানটি সুপারশপে পরিণত করেন। এতে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর ফলে তার পরিবারের উৎপাদন বাড়ে। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়। জমাকৃত টাকা দিয়ে ছোট দোকনটিকে সুপারশপে পরিণত করাকে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বলে।
দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো বর্ধিত বিনিয়োগ। বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা গেলে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আর তাতে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। এর ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।

৫। রুমকির কমলা ভোগের উপযোগ সূচি :

কমলার একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৬	৬
২য়	৯	৩
৩য়	১১	২
৪র্থ	১২	১
৫ম	১২	০
৬ষ্ঠ	১১	− ১

ক. উপযোগ কাকে বলে? ১
খ. ভারসাম্য দাম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রদত্ত সূচি অনুসারে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. রুমকি কোন পর্যায়ে দ্রব্যটি আর ভোগ করবে না? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের বা সেবার দ্বারা ব্যক্তির অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বোঝানো হয়।

খ বাজারের একটি সাধারণ দৃশ্য হলো ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্যের দাম নিয়ে দর-কষাকষি করা। ক্রেতা চেষ্টা করে সর্বনিম্ন দামে দ্রব্যটি ক্রয় করতে। আবার, বিক্রেতা চেষ্টা করে সর্বোচ্চ দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করতে। ক্রেতা-বিক্রেতার দর-কষাকষির ফলে এমন একটি দামে দ্রব্যটি ক্রয়-বিক্রয় হয়, যেখানে চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান। যে দামে দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগান সমান হয়, তাকে ভারসাম্য দাম বলে।

গ প্রদত্ত সূচি অনুসারে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করা হলো –

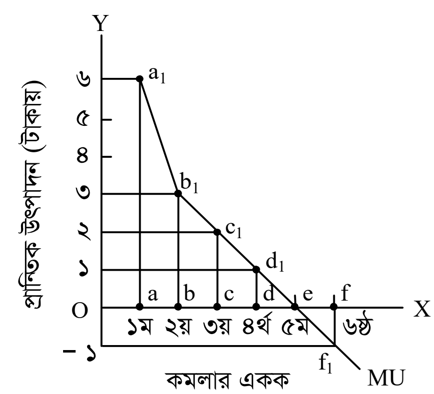

চিত্রে OX অক্ষে কমলার একক এবং OY অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে ১ম একক থেকে aa_1 প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে এবং ১ম এককের জন্য ৬ টাকা ব্যয় করতে চায়। ভোগ বাড়ার সাথে সাথে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম একক থেকে যথাক্রমে bb_1, cc_1, dd_1 ও e পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে। অর্থাৎ ২য় এককের জন্য ৩টাকা, ৩য় এককের জন্য ২ টাকা, ৪র্থ এককের জন্য ১ টাকা এবং ৫ম এককের জন্য ০ টাকা ব্যয় করতে চায়। ৬ষ্ঠ এককের প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক অর্থাৎ − ১ টাকা, যা ff_1 বিন্দু নির্দেশ করে। এখন ভোগকৃত দ্রব্যের একক এবং প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশক a_1, b_1, c_1, d_1, e ও f_1 বিন্দুগুলো যোগ করে MU রেখা টানি। এটিই হলো উদ্দীপকের সূচিটি ব্যবহার করে অঙ্কিত প্রান্তিক উপযোগ রেখা।

ঘ রুমকি চতুর্থ পর্যায়ের পর দ্রব্যটি আর ভোগ করবে না। ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে, তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত কমতে থাকে। এভাবে ভোগ বাড়তে থাকলে এক পর্যায়ে ভোক্তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়। অর্থাৎ অতিরিক্ত এই একক ভোগের ক্ষেত্রে ভোক্তার কোনো উপযোগ নেই। উপযোগ না থাকায় ভোক্তা আর ঐ দ্রব্যটি ক্রয় করবে না।

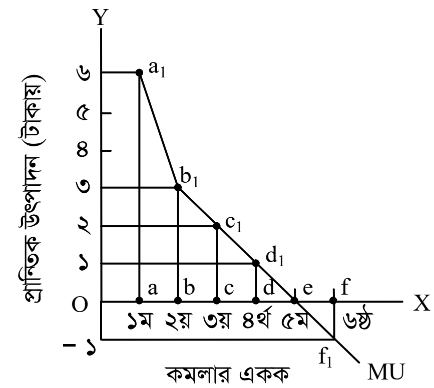

চিত্রে OX অক্ষে দ্রব্যের একক এবং OY অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে ১ম একক থেকে aa_1 প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে এবং ১ম এককের জন্য ৪ টাকা ব্যয় করতে চায়। ভোগ বাড়ার সাথে সাথে ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ একক থেকে যথাক্রমে bb_1, cc_1 এবং dd_1 পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে। অর্থাৎ ২য় এককের জন্য ৩ টাকা, ৩য় এককের জন্য ২ টাকা এবং ৪র্থ এককের জন্য ১ টাকা ব্যয় করতে চায়। ৫ম এককের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য (e বিন্দু) এবং ৬ষ্ঠ এককের প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক অর্থাৎ–১ টাকা; যা ff_1 বিন্দু নির্দেশ করে। এ থেকে বুঝা যায় ভোক্তার ৪র্থ এককের MU রেখা (OX) অক্ষকে ছেদ করে নিচে নেমে যায়। ফলে ভোক্তা এখানে আর কোনো উপযোগ লাভ করে না। তাই ভোক্তা ৪র্থ এককের পর দ্রব্যটি আর ক্রয় করবে না।

৬। নিম্নে একটি যোগান সূচি দেয়া হলো :

প্রতি একক দ্রব্যের দাম (টাকায়)	যোগানের পরিমাণ (কুইন্টাল)
৫.০০	৫০
১০.০০	৬০
১৫.০০	৭০
২০.০০	৮০
২৫.০০	৯০

ক. ভোক্তা কাকে বলে? ১

খ. "ভোক্তা দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করে, দ্রব্যটি নয়।"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যোগান সূচি থেকে যোগান রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উপকরণের দাম ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেলে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিধিটি কার্যকর হবে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো অবাধ সহজলভ্য দ্রব্য ছাড়া অন্য সব দ্রব্য ভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে তাকে ভোক্তা বলে।

খ "ভোক্তা দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করে, দ্রব্যটি নয়।" উক্তিটি যথার্থ। মানুষ কোনো জিনিস সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারে না। সে শুধু জিনিসটির আকার বা রূপ পরিবর্তন করে উপযোগ গ্রহণ করতে পারে। যেমন– আমরা ভাত, মাছ, কলম, ঘড়ি, জামা-কাপড় ব্যবহার বা ভোগ করি। এখানে ভোগ বলতে দ্রব্যগুলো নিঃশেষ করাকে বোঝায় না; বরং দ্রব্যগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে এর উপযোগ নিঃশেষ করাকে বোঝায়।

গ কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে, দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমে। দাম পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিমাণের এ সমমুখী পরিবর্তনকে যখন রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয় তখন তাকে যোগান রেখা বলে।

নিম্নে উদ্দীপকের আলোকে যোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করা হলো :

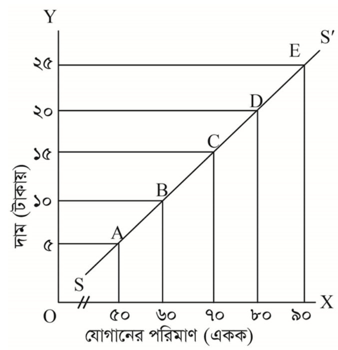

চিত্র : যোগান রেখা

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) দাম নির্দেশ করা হলো। যোগান সূচি অনুযায়ী, দাম যখন ৫ টাকা তখন যোগানের পরিমাণ ৫০ একক। যা মিলিত হয়েছে A বিন্দুতে। এভাবে দ্রব্যের দাম যখন ৫ টাকা, ১৫ টাকা, ২০ টাকা ও ২৫ টাকা তখন দ্রব্যের যোগান যথাক্রমে ৬০ একক, ৭০ একক, ৮০ এবং ৯০ একক হয়। বিন্দুগুলো মিলিত হয়েছে যথাক্রমে B, C, D এবং E বিন্দুতে। এখন A, B, C, D ও E বিন্দুগুলো যোগ করলে SS′ রেখা পাওয়া যায়। এটিই উদ্দীপকে প্রদত্ত যোগান সূচি হতে অঙ্কিত যোগান রেখা।

ঘ উপকরণের দাম ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেলে যোগান বিধিটি কার্যকর হবে না।

যোগান বিধি অনুযায়ী দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়। দামের সাথে যোগানের এ সমমুখী সম্পর্ককে যোগান বিধি বলে। অন্যান্য বিধির মতো যোগান বিধিরও ব্যতিক্রম রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এ বিধিটি কার্যকর হয় না। যেমন– যোগান স্থির থাকলে, দ্রব্যটি কৃষিপণ্য হলে, উপকরণ দাম পরিবর্তিত হলে, প্রযুক্তি স্থির না থাকলে, স্বাভাবিক সময় পরিবর্তন হলে ইত্যাদি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দাম বৃদ্ধির সাথে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এখানে যোগান বিধি কার্যকর হয়েছে। কিন্তু উপকরণের দাম ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেলে যোগান বিধিটি কার্যকর হয় না। কারণ উপকরণের দাম ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেলে উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়। ফলে দাম বাড়লেও যোগানের পরিমাণ সেই অনুপাতে বাড়ানো সম্ভব হয় না।

সুতরাং বলা যায়, উপকরণের দাম ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেলে যোগান বিধিটি কার্যকর হয় না।

৭। নিচের তালিকাটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ভূমি (হেক্টর)	শ্রম উপকরণ (শ্রম ঘণ্টা)	উপকরণ সংমিশ্রণ	মোট উৎপাদন (কুইন্টাল)	প্রান্তিক উৎপাদন (কুইন্টাল)
১	১	A	৮	৮
১	২	B	১৮	১০
১	৩	C	২৪	৬
১	৪	D	৩০	৪

ক. ভূমি কাকে বলে? ১

খ. "শ্রমিক শ্রম বিক্রয় করে নিজেকে নয়"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিধিটি শিল্প ক্ষেত্রেও কি সমানভাবে কার্যকর হবে? মতামত দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনে সাহায্য করে এমন সব প্রাকৃতিক সম্পদই ভূমি।

খ শ্রমিক শ্রম বিক্রি করে নিজেকে নয়।

উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে। উৎপাদনে চাষি, জেলে, কামার, কুমার, তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকের কায়িক পরিশ্রমকে শ্রম বলে। আবার অফিস আদালতের কর্মচারী কর্মকর্তার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকেও শ্রম বলা হয়। প্রত্যেকেই নিজের শ্রম বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। তাই বলা যায়, শ্রমিক শ্রম বিক্রি করে নিজেকে নয়।

গ উদ্দীপকের সূচি থেকে একটি প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করা হলো–

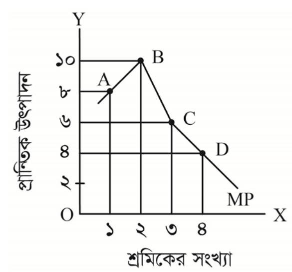

চিত্রে ভূমি (OX) অক্ষে শ্রমিকের সংখ্যা এবং লম্ব (OY) অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশিত হয়েছে। চিত্রে শ্রমিকের সংখ্যার ধাপসমূহ হলো ১, ২, ৩ ও ৪। এদের পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৮ একক (A বিন্দু), ১০ একক (B বিন্দু), ৬ একক (C বিন্দু) ও ৪ একক (D বিন্দু)। এখন প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশক সূচক A, B, C ও D বিন্দুগুলো যোগ করে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা (MP) পাওয়া যায়। MP রেখা সর্বোচ্চ উৎপাদনের পর ডানদিকে নিম্নগামী হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি শিল্পেও সমানভাবে কার্যকর হবে না।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। এক পর্যায়ে উপকরণটি আরো বাড়ালে মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। উপকরণ ব্যবহারের সাথে উৎপাদন বাড়ার এ নিয়মকে অর্থনীতিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। সাধারণত কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গেলে এই বিধিটি বিশেষেভাবে কার্যকর হয়।

শিল্প ক্ষেত্রে বিলম্বে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়। কেননা প্রথমদিকে শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির ফলে শিল্পে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সংকোচনের সুবিধা পাওয়ার কারণে একক প্রতি উৎপাদন খরচ (AC) হ্রাস পায়, তখন উৎপাদন ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত সুবিধা অর্জন করে। কিন্তু কোনো কারখানার আয়তন সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি করা যায় না। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর, শ্রম ও মূলধন অধিক নিয়োগ করলে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে না বেড়ে ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়তে থাকবে।

তাই বলা যায়, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কৃষিক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর হলেও শিল্প ক্ষেত্রে বিলম্বে হলেও কার্যকর হয়।

৮। জনাব ওয়াহিদ সাহেব নিজস্ব চার তলা ভবনে একটি প্রসাধনী সামগ্রী তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। তিনি পণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল সংগ্রহ করা, যোগ্যতা অনুসারে শ্রমিকদের দায়িত্ব বণ্টন করা এবং চূড়ান্ত পণ্য বাজারে সরবরাহ করা পর্যন্ত সকল কাজের তদারকি করেন। নিজে উপস্থিত থেকে শ্রমিকদের বেতন প্রদান করেন। নিজেও পারিশ্রমিক হিসাবে মুনাফা গ্রহণ করেন। তাই প্রতিষ্ঠানটি নিয়ম-শৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ।

ক. ব্যক্তিগত ব্যয় কাকে বলে? ১

খ. "মূলধন হলো মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত উৎপাদনের উপকরণ" – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব ওয়াহিদের কারখানার ব্যয়সমূহ অর্থনীতিতে কোন ধরনের ব্যয় এর অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উৎপাদন ক্ষেত্রে জনাব ওয়াহিদের কাজের গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের সাথে জড়িত ব্যক্তির সব ধরনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয়ের যোগফলকে ব্যক্তিগত ব্যয় বলে।

খ মূলধন হলো মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত উৎপাদনের উপকরণ।

মনুষ্য সৃষ্ট যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, কাঁচামাল ইত্যাদিকে মূলধন বলে অভিহিত করা হয়। এগুলো সরাসরি ভোগযোগ্য নয়; বরং এগুলো নতুন দ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা করে। তাই উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীসহ অর্থের ঐ অংশও মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয়, যা নতুন দ্রব্য উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত করা হয়। এ কারণে মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ বলা হয়।

গ জনাব ওয়াহিদের ব্যয়সমূহ অর্থনীতিতে অপ্রকাশ্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

অপ্রকাশ্য ব্যয় বলতে উদ্যোক্তার নিজের শ্রমের মূল্য ও অন্যান্য ব্যয়, স্বনিয়োজিত সম্পদের খরচ যেমন, নিজের বাড়িতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কারখানা স্থাপন, অফিস বানানো, ইত্যাদি প্রকাশ করে। এ ধরনের ব্যয় ফার্মের হিসাব বইয়ে থাকে না। যেমন, ব্যক্তিমালিকানাধীন ফার্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের বেতন পৃথকভাবে হিসেব না করে মুনাফাকে তার সেবার পারিশ্রমিক হিসাবে গণনা করে। এ ক্ষেত্রে মালিকের যেকোনো রকমের ভাতাদি অপ্রকাশ্য ব্যয় হিসাবে গণ্য হয়।

উদ্দপিকে দেখা যায়, জনাব ওয়াহিদ সাহেব নিজস্ব চার তলা ভবনে একটি প্রসাধনী সামগ্রী তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। যা অপ্রকাশ্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, জনাব ওয়াহিদের ব্যয়সমূহ অর্থনীতিতে অপ্রকাশ্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উৎপাদন ক্ষেত্রে জনাব ওয়াহিদের কাজের গুরুত্ব অপরিসীম।

উৎপাদন ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। উৎপাদন কর্মকাণ্ডে ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। এ দায়িত্ব সংগঠক দক্ষতার সাথে যোগ্যতানুযায়ী ভাগ করে দেন। এভাবে কর্মীদের সহায়তায় উৎপাদন ও ব্যবসায়ের বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। আর এ কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে কর্মীদের মধ্যে একটি পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক এই অধিকার ও দায়িত্ব কাঠামোই সংগঠন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব ওয়াহিদ সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি নিজে মিলের যন্ত্রাংশ কেনেন। উৎপাদন কাজ পরিচালনা, কাঁচামাল ক্রয় এবং বিপণনের জন্য তিনি বেশকিছু শ্রমিক নিয়োগ দিয়েছেন। তিনি সব কার্যক্রম তদারকি করেন। এসব একজন সফল সংগঠকের

কাজের সাথে তুলনীয়। জনাব ওয়াহিদ সাহেব নিজস্ব চার তলা ভবনে যে প্রসাধনী সামগ্রী তৈরির কারখানা স্থাপন করেছেন তা অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রথমে প্রয়োজন উৎপাদন বাড়ানো। এটি সফল সংগঠকদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সহজেই অর্জন করা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায়, উৎপাদন ক্ষেত্রে জনাব ওয়াহিদের কাজের গুরুত্ব অপরিসীম।

৯। জনাব নাজিম বিগত ১০ বছর ধরে ইটালিতে কর্মরত। তিনি প্রতিমাসে নিজ দেশে টাকা পাঠান। মি. ইয়ান একজন চীনা ইঞ্জিনিয়ার। তিনি বাংলাদেশে পদ্মা সেতু নির্মাণে নিয়োজিত ছিলেন। প্রতি মাসে তিনিও তাঁর দেশে অর্থ প্রেরণ করতেন।

ক. মোট জাতীয় আয় কাকে বলে? ১
খ. প্রযুক্তি কীভাবে মোট দেশজ উৎপাদনকে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব নাজিমের প্রেরিত অর্থ বাংলাদেশের জাতীয় আয় পরিমাপে কীভাবে সম্পৃক্ত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. ইয়ানের আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করবে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিই হলো মোট জাতীয় আয়।

খ প্রযুক্তির উপর মোট দেশজ উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রযুক্তির উন্নয়ন নানাভাবে হতে পারে। যেমন নতুন আবিষ্কার, যন্ত্রপাতির ডিজাইন ও দক্ষতার উন্নতি, নতুন মালামালের আবিষ্কার ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, কৃষি খাতে চিরায়ত বীজের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজ ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স ইত্যাদি সবজির উৎপাদনও বেড়েছে। প্রযুক্তি মূলত উৎপাদন উপকরণের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে একই সমান উৎপাদন উপকরণ দিয়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়।

গ জনাব নাজিমের প্রেরিত অর্থ রেমিট্যান্স হিসেবে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।
কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত একটি আর্থিক বছরে) কোনো দেশের নাগরিক কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় বলে। GNI হিসাব করার সময় মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) সঙ্গে নিট উপাদান আয় যোগ করতে হয়। নিট উপাদান আয় বলতে একটি দেশের নাগরিকরা বৈদেশিক বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এবং বিদেশী নাগরিকরা আলোচ্য দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এ দুয়ের বিয়োগফলকে বোঝায়। উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব নাজিম বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ বিদেশে কর্মরত আছেন। তিনি প্রতিমাসে তার আয়ের বেশ কিছু অংশ দেশে পাঠিয়ে দেন। ঐ অর্থ রেমিটেন্স হিসেবে এ দেশের জাতীয় আয়ের সাথে যুক্ত হয়। সুতরাং বলা যায়, এদেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় জনাব নাজিমের পাঠানো অর্থ রেমিটেন্স হিসেবে যোগ হয়।

ঘ মি. ইয়ানের আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করে না; তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে।
মোট জাতীয় আয় হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্য এবং বিদেশে কর্মরত তথা প্রবাসীদের আয়ের সমষ্টি থেকে দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট আর্থিক মূল্য। সুতরাং মোট জাতীয় আয় = কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য + বিদেশে কর্মরত দেশীয়দের আয় − দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয়। উদ্দীপকে দেখা যায়, চীনের নাগরিক মি. ইয়ান বাংলাদেশের পদ্মা সেতু নির্মাণে নিয়োজিত ছিলেন। নিজের আয়ের একটি বৃহৎ অংশ তিনি চীনে পাঠান। এ কারণে মি. ইয়ান-এর আয় বাংলাদেশের GNI-তে অন্তর্ভুক্ত হয় না বরং চীনের GNI –তে যুক্ত হয়। অর্থাৎ তার আয় এদেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে না। তবে বিদেশিদের আয় (বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে আয়) বিবেচ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। এটি পরবর্তী সময়ে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় নাগরিকদের আয় বৃদ্ধি করে। মি. ইয়ান চীনের নাগরিক হওয়ায় তার আয় বাংলাদেশের জিডিপি (Gross Domestic Product বা GDP)-তে অন্তর্ভুক্ত হয়।
সুতরাং বলা যায়, মি. ইয়ান-এর আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে।

১০। কাশপিয়া ও নাছিমা দুই বান্ধবী চাকরির সুবাদে দুই দেশে বসবাস করছেন। দুজনের বসবাসরত দেশ সম্পর্কে ফোনে কথোপকথনের সারমর্ম তুলে ধরা হলো :

কাশপিয়া : এ দেশের মাথাপিছু আয় ৩৩.৫৫০ মার্কিন ডলার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন দীর্ঘ মেয়াদে অব্যাহতভাবে চলছে। তাছাড়া এদেশের জনগণ দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন।

নাছিমা : বর্তমানে আমার দেশের মাথাপিছু আয় ১৭৫১ মার্কিন ডলার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচকগুলো ক্রমশ ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে। এদেশে দক্ষ উদ্যোক্তার অভাবে উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

ক. সাময়িক বেকারত্ব কাকে বলে? ১
খ. "দারিদ্র্য উন্নয়নের ভিত্তিকে দুর্বল করে"− ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উন্নয়নের ধারার ভিত্তিতে কাশপিয়ার দেশ কোন ধরনের? উক্ত দেশের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নাছিমার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? মতামত দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক পেশা পরিবর্তনের কারণে যে বেকারত্ব তৈরি হয় তাকে সাময়িক বেকারত্ব বলা হয়।

খ দারিদ্র্য উন্নয়নের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়।
দারিদ্র্য দেশ ও দেশের মানুষকে পরনির্ভরশীল করে তোলে। দারিদ্র্যের কারণে একটি দেশ তার সকল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে না। ফলে দেশ উন্নয়নের দিকে ধাবিত হতে পারে না।

গ উন্নয়নের ধারার ভিত্তিতে কাশপিয়ার দেশটি উন্নত অর্থনীতির দেশ।
উন্নত অর্থনীতির দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানও যথেষ্ট বাড়ে। উন্নত দেশগুলো আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে। এসব দেশে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়।

উদ্দীপকে কাশপিয়ার দেশের মাথাপিছু আয় ৩৩,৫৫০ মার্কিন ডলার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহতভাবে চলছে। তাছাড়া তার দেশের জনগণ দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন। যা উন্নত দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। তাই দেশটিকে একটি উন্নত দেশের অর্থনীতি বলা যায়।

ঘ নাছিমার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে ক্রমাগত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

উন্নয়নশীল দেশে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মসূচি নেওয়া জরুরি। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলে অর্থনীতি গতিশীল হবে। এতে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বাড়বে। ফলে দেশটি এক সময় উন্নত দেশের সমপর্যায়ে উন্নীত হবে।

উদ্দীপকে নাছিমার দেশের মাথাপিছু আয় ১৭৫১ মার্কিন ডলার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচকগুলো ক্রমশ ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে। এদেশে দক্ষ উদ্যোক্তার অভাবে উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। যা উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সাধারণত উন্নয়নশীল দেশগুলো অধিকমাত্রায় কৃষিনির্ভর হয়ে থাকে। আবিরের দেশকে উন্নত দেশের পর্যায়ে নিতে হলে কৃষির ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে শিল্পনির্ভর করতে হবে। পাশাপাশি পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় বাড়বে। এভাবে অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে নাছিমার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ করা সম্ভব।

১১। জহির ও তার স্ত্রী নুসাইবা ইটভাটায় দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করেন। প্রতিদিন কাজ শেষে মজুরি নিতে গেলে নারী শ্রমিক অজুহাতে জহিরের চেয়ে নুসাইবাকে কম বেতন দেয়া হয়। এতে তিনি নিত্যই মনে খুব দুঃখ পান। পরবর্তীতে একটি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় নারী বলে যে অবহেলার স্বীকার হয়েছেন সে সম্পর্কে অবগত হয়ে তার অধিকার ও ন্যায্য পাওনা আদায়ে সক্ষম হন।

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাকে বলে? ১

খ. "অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক ধারণা"। ব্যাখ্যা কর। ২

গ. নুসাইবাকে সাহায্যকারী সংস্থার কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জহির দম্পতির মতো জনশক্তিকে কীভাবে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করা যায়? অর্থনীতির ধারণার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনো পরিবর্তন ছাড়াই প্রকৃত জাতীয় আয়ের পাশাপাশি প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটলে তাই হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth)।

খ অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে শুধু প্রবৃদ্ধি বোঝায় না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি তো পায়ই, উপরন্তু অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন হয়। যেমন নাগরিকদের ভোগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি। অতএব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধিই যথেষ্ট। আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে বুঝতে হবে প্রবৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক অবস্থার গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। এ জন্য লেখা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন = অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি + অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন।

গ নুসাইবাকে সাহায্যকারী সংস্থাটি হলো এসএসএস (সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিসেস)

সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সমন্বিত সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে ১৯৮৬ সালে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন করাই এই সংস্থার লক্ষ্য।

ঘ জহির দম্পত্তির মতো জনশক্তিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করা যায়।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে। জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করতে হলে বিজ্ঞানভিত্তিক ও কর্মমুখী শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যক্তিজীবন এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। তাছাড়া প্রশিক্ষণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, খাদ্য ও পুষ্টি, উপযুক্ত বাসস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদি উপাদান সঠিকভাবে কার্যকর করার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্ভব।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি, বেকার সমস্যার সমাধান ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান, আয়ের সুষম বণ্টন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব। দক্ষ মানবসম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০২৩

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়– ৩০ মিনিট

পূর্ণমান– ৩০

*[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) কালোকালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]*

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. সবুজ বাজারে গিয়ে দর-কষাকষি করে মাছ কিনল। এখানে যা সমর্থন করে–
i. চাহিদা ও যোগান সমান ii. চাহিদা ও যোগান বিপরীতমুখী
iii. ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'ক' দেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। দেশের অধিকাংশ জনগণ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল হলেও কৃষি ব্যবস্থা অনুন্নত। এই দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়ও কম।

২. 'ক' দেশের কৃষিব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ার কারণ কী?
ক বাণিজ্য ঘাটতি খ দুর্বল অবকাঠামো
গ উদ্যোক্তার অভাব ঘ সীমিত প্রযুক্তির ব্যবহার

৩. দেশটির মাথাপিছু আয় কম হওয়ার যৌক্তিক কারণ–
i. সঞ্চয় কম ii. মূলধন গঠনের হার কম iii. বিনিয়োগ কম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. উৎপাদনে সাহায্য করে এমনসব প্রাকৃতিক সম্পদকে কী বলে?
ক শ্রম খ মূলধন গ সংগঠন ঘ ভূমি

৫. উৎপাদন ক্ষেত্রে, উৎপাদনের অবশিষ্ট উপাদানগুলোকে কে নিয়ন্ত্রণ করেন?
ক জমি খ শ্রম গ মূলধন ঘ সংগঠন

৬. জাতীয় আয় গণনার সময় কোন পর্যায়ের দ্রব্য বিবেচিত হয়?
ক মাধ্যমিক পর্যায়ের খ চূড়ান্ত পর্যায়ের
গ প্রাথমিক পর্যায়ের ঘ বিক্রীত পর্যায়ের

৭. শিক্ষকের শিক্ষাদান উৎপাদনের কোন ধরনের উপকরণ?
ক ভূমি খ শ্রম গ মূলধন ঘ সংগঠন

৮. দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হয় না–
ক আধুনিক প্রযুক্তি খ মূলধনী দ্রব্য
গ সরকারি ঋণের সুদ ঘ সরকারি সম্পদ

৯. লিটন একটি কৃষিপ্রধান ও জনবহুল দেশে বাস করেন। সেখানে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব বহন করে–
i. ভূমি ii. শ্রম iii. মূলধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. বাংলাদেশের জাতীয় আয় গণনার কাজটি করে থাকেন–
ক বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো খ অর্থ মন্ত্রণালয়
গ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ঘ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

১১. অনুন্নত দেশে কোনটি বেশি হয়?
ক রপ্তানি খ আমদানি গ ক্রয় ঘ বিক্রয়

১২. প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্যবিশিষ্ট লোকদের বলে–
i. ছদ্মবেশী বেকার ii. মৌসুমি বেকার iii. প্রচ্ছন্ন বেকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে বড় সংগঠন কোনটি?
ক ব্র্যাক খ আশা গ শক্তি ফাউন্ডেশন ঘ টিএমএসএস

১৪. অনুন্নত দেশের কৃষি প্রযুক্তি কেমন?
ক উন্নত খ অনুন্নত গ আধুনিক ঘ সনাতনী

১৫. পৃথিবীতে কয় ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে?
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

১৬. মানুষের জীবনে কোনটির শেষ নেই?
ক চাহিদার খ অভাবের গ সম্পদের ঘ যোগানের

১৭. অর্থনীতিতে শ্রমিকরা কেন বেশি উৎপাদন করবে?
ক প্রণোদনা পেলে খ ছুটি পেলে গ স্বাধীনতা পেলে ঘ ভূমি পেলে

১৮. ধনতন্ত্রে উৎপাদক কেন উৎপাদন করে?
ক ভোক্তার স্বাধীনতার জন্য খ ভোট পাওয়ার জন্য
গ সাহায্য করার জন্য ঘ মুনাফা অর্জনের জন্য

১৯. অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে তুমি যেটি সমর্থন করবে–
i. দুষ্প্রাপ্যতা ii. চাহিদা iii. অসীম অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. বিদ্যালয় কোন ধরনের সম্পদ?
ক সেবাগত খ মানবিক গ জাতীয় ঘ ব্যক্তিগত

২১. সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে কী বলে?
ক মজুরি খ আয় গ বিনিয়োগ ঘ মুনাফা

২২. ব্যক্তির সঞ্চয় নির্ভর করে কীসের উপর?
ক আয়ের পরিমাণ খ বাজার পরিস্থিতি
গ পারিবারিক সদস্য ঘ ভৌগোলিক পরিস্থিতি

২৩. নিচের কোন বৈশিষ্ট্য আছে বলে চশমা একটি সম্পদ?
ক উৎপাদন খ সঞ্চয় গ উপযোগ ঘ বিনিয়োগ

২৪. বিনু প্রতি মাসে কিছু কিছু সঞ্চয় করে। বিনুর সঞ্চয় নির্ভর করে যার উপর–
i. আয়ের পরিমাণ ii. পারিবারিক দায়িত্ববোধ iii. সামাজিক নিরাপত্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৫ ও ২৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
একজন চাল বিক্রেতা বিক্রির উদ্দেশ্যে ১০০ কেজি চাল নিয়ে এলো। কিন্তু চালের দাম কমে যাওয়ায় তিনি ৫০ কেজি চাল রেখে দেন পরে বিক্রির জন্য এবং বাকী ৫০ কেজি বিক্রি করে বাসায় ফিরে যান।

২৫. দাম কমলে যোগানের কী ধরনের পরিবর্তন হয়?
ক বাড়ে খ বিক্রয় বন্ধ
গ একই রকম থাকে ঘ হ্রাস পায়

২৬. বিক্রেতার ৫০ কেজি চাল বিক্রির ক্ষেত্রে যৌক্তিকভাবে বিবেচ্য বিষয়–
i. নির্দিষ্ট দ্রব্য ii. নির্দিষ্ট সময় iii. নির্দিষ্ট দাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. মানুষের কর্ম প্রেরণার উৎস কী?
ক বাণিজ্য খ অর্থ গ স্নেহ-মমতা ঘ অভাব

২৮. দামের সাথে যোগানের সম্পর্ক কেমন?
ক পরোক্ষ খ দ্বিমুখী গ সমমুখী ঘ বিপরীতমুখী

২৯. উপযোগ কী?
ক অভাব পূরণের ক্ষমতা খ অভাবপূরণের অক্ষমতা
গ পণ্য ভোগ করা ঘ পণ্যের অক্ষমতা

৩০. ভারসাম্য দাম পাওয়া যায় কীভাবে?
ক চাহিদা ও ভোগ সমান হলে খ ভোগ ও যোগান সমান হলে
গ চাহিদা ও যোগান অসমান হলে ঘ চাহিদা ও যোগান সমান হলে

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০২৩

অর্থনীতি (সৃজনশীল) বিষয় কোড 1 4 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। গণি মিয়া একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। সে তার ব্যবসা থেকে প্রতিমাসে ৪০,০০০ টাকা আয় করেন। সমস্ত খরচ মিটিয়ে তিনি প্রতিমাসে ১৫,০০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন। ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ দিয়ে তিনি এবছর নিজেই একটি মুরগীর খামার স্থাপন করেন।
- ক. অ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ১
- খ. ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. গণি মিয়ার জমাকৃত অর্থকে অর্থনীতির ভাষায় কী বলে? সমীকরণসহ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. গণি মিয়ার শেষোক্ত কাজটি অর্থনীতির কোন ধারণাকে নির্দেশ করে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২। 'A' ও 'B'দুইটি দেশ। 'A' দেশে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। অপরদিকে 'B' দেশে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে সরকার নিয়ন্ত্রিত দাম ব্যবস্থাও পরিলক্ষিত হয়।
- ক. সুযোগ ব্যয় কী? ১
- খ. কাজের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য কোন নীতিটি ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. 'A' দেশে কোন ধরনের অর্থ ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য 'B' দেশের অর্থব্যবস্থা অধিক যুক্তিযুক্ত"– উক্তিটির সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩। কবিতা ঢাকা শিশু হাসপাতালে চাকরি করেন। তিনি দিনের বেশির ভাগ সময় হাসপাতালে অসুস্থ শিশুদের দেখাশুনা করেন। দিনশেষে বাসায় ফিরে তিনি তার দুই সন্তানকে লালন পালন ও দেখাশুনা করেন।
- ক. দ্রব্য কাকে বলে? ১
- খ. কবির প্রতিভা মানবিক সম্পদ কেন? ২
- গ. কবিতার শেষের কাজটি অর্থনীতির কোন ধরনের কার্যাবলিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. কবিতার প্রথম কাজটি ছাড়াও আমাদের দেশে এ ধরনের আরও কার্যাবলি রয়েছে– ব্যাখ্যা কর। ৪

৪। মফিজ মিয়া নিজের জমিতে চাষাবাদ করে বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি উৎপাদন করেন। সংসারের চাহিদা মিটিয়ে বাকিটা বিক্রি করেন। টাকা জমা করে তিনি ছেলের জন্য একটি অটো রিক্সা কিনে দেন। সেটি চালিয়ে তার ছেলে প্রতিদিন বেশ কিছু টাকা আয় করে।
- ক. বিনিয়োগ কী? ১
- খ. নদীর পানি কী ধরনের দ্রব্য? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে মফিজ মিয়া কী ধরনের অর্থনৈতিক কাজ করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মফিজ মিয়ার কাজের সাথে তার ছেলের কাজের কোন পার্থক্য আছে কী? তোমার মতামত দাও। ৪

৫।

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
A	B	C
১ম	৩	৩
২য়	৫	?
৩য়	৬	?
৪র্থ	৬	?
৫ম	৫	?

- ক. যোগান কাকে বলে? ১
- খ. বাজার চাহিদা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উপরের সূচিতে (?) চিহ্নের স্থলে যথাযথ প্রান্তিক উপযোগের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. উপরের সূচিটি অর্থনীতির কোন বিধি নির্দেশ করে এবং কোন স্তরে ভোক্তা তার ভোগ বন্ধ করবে? মতামত দাও। ৪

৬। রহমান মিয়া শখের বসে দুই বিঘা জমিতে কমলা বাগান করেন এবং কমলার ফলন অনেক বেশি হওয়ায় তার এলাকায় কমলার দাম কমে যায়। তিনি ঢাকায় এনে কমলা বিক্রয় করেন এবং লাভবান হন। পরবর্তীতে তিনি একটি জুস ফ্যাক্টরি দেন যার কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হয় কমলা। তিনি জুস ফ্যাক্টরিতে অনেক শ্রমিক নিয়োগ দেন এবং তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী কাজ বণ্টন করেন।
- ক. গড় উৎপাদন কাকে বলে? ১
- খ. উন্নয়নশীল দেশে ভূমিকে উৎপাদনের অন্যতম উপকরণ বলা হয় কেন? ২
- গ. রহমান মিয়ার কমলা ঢাকায় এনে বিক্রয় করায় কোন ধরনের উপভোগ সৃষ্টি করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. রহমান মিয়ার শেষোক্ত কাজটি কি তাকে দক্ষ সংগঠক হিসেবে নির্দেশ করে? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭। রমিজ কৃষিকাজ করে। তার এলাকায় প্রচুর সরিষা চাষ হয়। তাই সে মধু চাষ করে। মধু বিক্রি করে সে ভালো দাম পায় না। তার এক বন্ধুর পরামর্শে সে মধু ঢাকায় বিক্রি করতে শুরু করে এবং ভালো দাম পেতে থাকে।
- ক. সামাজিক ব্যয় কী? ১
- খ. রূপগত উপযোগ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. রমিজের ঢাকায় মধু বিক্রি যে ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মধু উৎপাদনের ক্ষেত্রে রমিজের কর্মকাণ্ড অর্থনীতিতে কতটুকু প্রভাব ফেলবে বলে তুমি মনে কর? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। **ছক-১ :** জিডিপি = Σ খাজনা + Σ মজুরি + Σ সুদ + Σ মুনাফা

ছক-২ : $\Sigma C + \Sigma I + \Sigma G + \Sigma (X - M) =$ " ? "
- ক. NNI এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. C.C.A. বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. ছক-১ : এ জিডিপি পরিমাপের কোন পদ্ধতিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ছক-২ : এর " ? " বিষয়ের নির্ধারকসমূহ বর্ণনা কর। ৪

৯।

"জাতীয় আয় পরিমাপ"

(১) উৎপাদন পদ্ধতি (২) আয় পদ্ধতি (৩) ব্যয় পদ্ধতি

- ক. নিট জাতীয় আয় কাকে বলে? ১
- খ. সকল দেশের জিডিপি বৃদ্ধির জন্য মূলধন আবশ্যক কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. ছকে ১ নং পদ্ধতিতে কীভাবে জাতীয় আয় নির্ণয় করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের মতো দেশে ছক ২নং পদ্ধতি কতটা কার্যকর বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। সালমান এম.এ. পাস করেও চাকরি না পেয়ে বেকার বসে আছে। এমতাবস্থায় সে একটি চাকরি নিয়ে "ক" দেশে যায়। সে দেশে দক্ষ জনশক্তিসহ উন্নত কারিগরি জ্ঞান ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতির সকল খাতে সাফল্য দেখতে পায়।
- ক. বেকারত্ব কাকে বলে? ১
- খ. মানব সম্পদ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. "ক" দেশটি উন্নয়নের মাত্রায় কোন শ্রেণিভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বাংলাদেশকে 'ক' দেশের পর্যায়ে উন্নীত করতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। মর্জিনা বেগম দুইটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। এর থেকে তাঁর সাপ্তাহিক আয় পাঁচ হাজার টাকা। তিনি পারিবারিক ভরণপোষণ, ছেলে মেয়েদের শিক্ষা ব্যয় বাদে বাকি টাকা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়ের অর্থ থেকে এ বছর তিনি আরও দুইটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেছেন।
- ক. সঞ্চয় কী? ১
- খ. শক্তি সম্পদ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. মর্জিনার নতুন সেলাই মেশিন ক্রয়কে অর্থনীতিতে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মর্জিনার শেষোক্ত কাজের মাধ্যমে কি অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	L	২	N	৩	N	৪	N	৫	N	৬	L	৭	L	৮	M	৯	K	১০	K	১১	L	১২	L	১৩	N	১৪	N	১৫	M
	১৬	L	১৭	K	১৮	N	১৯	L	২০	K	২১	M	২২	K	২৩	M	২৪	N	২৫	N	২৬	N	২৭	L	২৮	M	২৯	K	৩০	N

সৃজনশীল

১। গণি মিয়া একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। সে তার ব্যবসা থেকে প্রতিমাসে ৪০,০০০ টাকা আয় করেন। সমস্ত খরচ মিটিয়ে তিনি প্রতিমাসে ১৫,০০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন। ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ দিয়ে তিনি এবছর নিজেই একটি মুরগীর খামার স্থাপন করেন।

ক. অ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ১
খ. ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. গণি মিয়ার জমাকৃত অর্থকে অর্থনীতির ভাষায় কী বলে? সমীকরণসহ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. গণি মিয়ার শেষোক্ত কাজটি অর্থনীতির কোন ধারণাকে নির্দেশ করে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি হলো– "অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যা জাতিসমূহের সম্পদের ধরন ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে।"

খ যে ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলো ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং প্রধানত বেসরকারি উদ্যোগে, সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলে। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বিনিয়োগ, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে কোনো সরকারি হস্তক্ষেপ থাকে না। তাই এ অর্থব্যবস্থাকে অবাধ বা মুক্ত অর্থনীতিও বলা হয়।

গ গণি মিয়ার জমাকৃত অর্থকে অর্থনীতির ভাষায় সঞ্চয় বলে। নিচে সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করা হলো –

মানুষ যা আয় করে তার পুরোটাই খরচ করে না। আয়ের কিছু অংশ ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে জমা রাখে। এই জমাকৃত অংশই হলো সঞ্চয়। অর্থাৎ আয় হতে ভোগ ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই সঞ্চয়। সঞ্চয়ের ধারণাটি সমীকরণের মাধ্যমে সহজে বোঝানো যায়। যেমন : $S = Y - C$, এখানে, S = সঞ্চয়, Y = আয়, C = ভোগ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, গণি মিয়া একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। প্রতি মাসে ব্যবসা থেকে ৪০০০০ টাকা আয় করেন। সমস্ত খরচ মিটিয়ে তিনি প্রতি মাসে ১৫০০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন। এর ফলে পরিবারের উৎপাদন বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়।

সুতরাং বলা যায়, গণি মিয়ার জমাকৃত অর্থকে অর্থনীতির ভাষায় সঞ্চয় বলে।

ঘ গণি মিয়ার শেষোক্ত কাজটি অর্থনীতির বিনিয়োগ ধারণাকে নির্দেশ করে।

মানুষ আয় থেকে সঞ্চয় করে থাকে। সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে বিনিয়োগ বলে। অর্থাৎ সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়ে মূলধন গঠন ত্বরান্বিত করে। এক্ষেত্রে সঞ্চয় বিনিয়োগের উৎস হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকের গণিমিয়া প্রতিমাসে ১৫,০০০ টাকা ব্যাংক জমা রাখেন। বেশ কিছু টাকা জমিয়ে গ্রামে একটি মুরগির খামার প্রতিষ্ঠা করে দেন। এর ফলে তার পরিবারের উৎপাদন বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়। এখানে আয়েশার জমাকৃত টাকা হলো সঞ্চয়। আর এই জমাকৃত টাকা দিয়ে গরুর খামার প্রতিষ্ঠা করাকে বিনিয়োগ নির্দেশ করে।

অর্থনীতিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সম্পর্কিত। সঞ্চয় ছাড়া বিনিয়োগ সম্ভব নয়। অর্থাৎ সঞ্চয় বাড়লে বিনিয়োগ বাড়ে এবং সঞ্চয় কমলে বিনিয়োগ কম হয়। আবার সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ না করলে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়। তাই আয়েশা তার সঞ্চয়কে গরুর খামার করার কাজে বিনিয়োগ করেন। এই সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপদানের মাধ্যমে তার উৎপাদনশীলতা যেমন বাড়ে তেমনি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

২। 'A' ও 'B'দুইটি দেশ। 'A' দেশে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। অপরদিকে 'B' দেশে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে সরকার নিয়ন্ত্রিত দাম ব্যবস্থাও পরিলক্ষিত হয়।

ক. সুযোগ ব্যয় কী? ১
খ. কাজের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য কোন নীতিটি ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'A' দেশে কোন ধরনের অর্থ ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য 'B' দেশের অর্থব্যবস্থা অধিক যুক্তিযুক্ত"– উক্তিটির সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করতে হয়, এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো অন্য দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয়।

খ কাজের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য 'মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয়' নীতিটি ভূমিকা রাখে।

প্রণোদনার অর্থ অনুপ্রেরণা। কোনো কাজে যখন মানুষ প্রণোদনা পায় তখন সে কাজটি বেশি যত্নের সাথে করে। যেমন : বিশেষ আর্থিক সহায়তা, ঋণ প্রদান, আর্থিক প্যাকেজ, বিশেষ কর্মসূচি ঘোষণার মাধ্যমে প্রণোদনা দেওয়া যেতে পারে। প্রণোদনা দেওয়ার ফলে কোনো কাজের প্রতি মানুষের ইচ্ছা বা আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তখন কাজটি অধিক যত্নের সাথে সম্পন্ন হয়।

গ 'A' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণগুলো ব্যক্তিমালিকানায় থাকে এবং সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যই হলো মুনাফা অর্জন। এখানে ভোক্তা তার নিজস্ব সামর্থ্য, রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো দ্রব্য ভোগ করতে পারে। ভোক্তার চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে উৎপাদনকারী উৎপাদনের পরিমাণ এবং যোগান নির্ধারণ করে। উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তি পূর্ণ

স্বাধীনতা ভোগ করে। ফলে কী, কোথায়, কীভাবে উৎপাদন করা হবে সেই সিদ্ধান্ত ব্যক্তি নিজে গ্রহণ করে। এসব বিষয়ে সরকার হস্তক্ষেপ করে না।

উদ্দীপকের 'A' দেশে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। যা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা থাকে এবং উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকার হস্তক্ষেপ করে না। তাই বলা যায়, 'A' দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থাটি হলো ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা।

ঘ "বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য 'B' দেশের অর্থব্যবস্থা তথা মিশ্র অর্থব্যবস্থা অধিক যুক্তিযুক্ত"– উক্তিটি যথার্থ।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থা, বিনিয়োগ, সম্পদের মালিকানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতের উপস্থিতি স্বীকৃত। এ অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার পছন্দকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাজারে ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয় এবং তারা পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্য ভোগ করতে পারে। অপরদিকে সরকার জনগণের সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে জীবনযাত্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, 'B' দেশে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে সরকার নিয়ন্ত্রিত দাম ব্যবস্থাও পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ এই অর্থব্যবস্থা তথা মিশ্র অর্থব্যবস্থা দেশের জন্য সর্বোচ্চ কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সংমিশ্রণ মিশ্র অর্থব্যবস্থা। কাজেই এখানে উভয় অর্থব্যবস্থার ত্রুটিগুলো পরিহার করে এবং গুণগুলো গ্রহণ করে উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব। আমরা জানি, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় বণ্টন ক্ষেত্রেও সরকারি ও বেসরকারি খাতের কর্তৃত্ব লক্ষ করা যায়। এখানে বেসরকারি উদ্যোগে যে কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয় তা মুনাফাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। আবার সরকারি উদ্যোগে যে বণ্টন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার লক্ষ্য থাকে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা, শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা টেকসই সামাজিক উন্নয়ন সাধন ইত্যাদি।

সুতরাং সার্বিক দিক বিবেচনা করে বলা যায়, বাংলাদেশের জন্য মিশ্র অর্থব্যবস্থায় অধিক যুক্তিযুক্ত।

৩। কবিতা ঢাকা শিশু হাসপাতালে চাকরি করেন। তিনি দিনের বেশির ভাগ সময় হাসপাতালে অসুস্থ শিশুদের দেখাশুনা করেন। দিনশেষে বাসায় ফিরে তিনি তার দুই সন্তানকে লালন পালন ও দেখাশুনা করেন।

ক. দ্রব্য কাকে বলে? ১

খ. কবির প্রতিভা মানবিক সম্পদ কেন? ২

গ. কবিতার শেষের কাজটি অর্থনীতির কোন ধরনের কার্যাবলিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কবিতার প্রথম কাজটি ছাড়াও আমাদের দেশে এ ধরনের আরও কার্যাবলি রয়েছে– ব্যাখ্যা কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে জিনিসের উপযোগ আছে, অর্থনীতিতে তা-ই দ্রব্য।

খ মানুষের বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতা ও দক্ষতাকে মানবিক সম্পদ বলা হয়। যেমন– শারীরিক যোগ্যতা, প্রতিভা, উদ্যোগ, দক্ষতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ইত্যাদি মানবিক সম্পদ। কবির প্রতিভা মানুষের গুনাবলির অন্তর্ভুক্ত। তাই কবির প্রতিভা মানবিক সম্পদ।

গ কবিতার শেষের কাজটি অর্থনীতির অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে নির্দেশ করে।

যেসব কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না এবং তা জীবনধারণের জন্য ব্যয় করা যায় না তাই অ-অর্থনৈতিক কাজ। অ-অর্থনৈতিক কাজ মানুষের অভাব পূরণ করলেও অর্থ উপার্জনে কোনো ভূমিকা রাখে না। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে, পিতা-মাতার সন্তান লালন-পালন, শখ করে বাগান করা, ধার্মিক লোকের ধর্মচর্চা ইত্যাদি। এছাড়াও যেসব কাজে সমাজে বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত বা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাও অ-অর্থনৈতিক কাজ। যেমন : চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান ইত্যাদি।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, কবিতা দিন শেষে বাসায় ফিরে তিনি তার দুই সন্তানকে লালনপালন ও দেখাশুনা করেন। এছাড়া সে পারিবারিক অন্যান্য কাজ দেখাশুনা করতেন। তবে এ কাজগুলো অর্থ উপার্জনে কোনো ভূমিকা রাখতো না। তাই কবিতার শেষ দিকের কাজগুলো অ-অর্থনৈতিক কাজকে নির্দেশ করে।

ঘ কবিতার প্রথম কাজটি হলো কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ। এ কাজটি ছাড়াও আমাদের দেশে এ ধরনের আরও কার্যাবলি রয়েছে।

মানুষ জীবিকা সংগ্রহের জন্য যে কার্যাবলি করে থাকে, তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলা হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবনধারণের জন্য তা ব্যয় করে। যেমন– শ্রমিকরা কলকারখানায় কাজ করে, কৃষকরা জমিতে কাজ করে, ডাক্তার রোগীদের চিকিৎসা করে, শিল্পপতিরা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে–এগুলো হলো অর্থনৈতিক কাজ।

মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা হলো দ্রব্যসামগ্রীর অভাব পূরণ করা। মানুষের অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে এবং তার জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্র সহজ হবে। জীবনধারণের জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন হয় অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে মানুষ ঐ সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা করে। আর এ ধরনের কাজ ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক কাজে যুক্ত হতে প্রেরণা যোগায়।

৪। মফিজ মিয়া নিজের জমিতে চাষাবাদ করে বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি উৎপাদন করেন। সংসারের চাহিদা মিটিয়ে বাকিটা বিক্রি করেন। টাকা জমা করে তিনি ছেলের জন্য একটি অটো রিক্সা কিনে দেন। সেটি চালিয়ে তার ছেলে প্রতিদিন বেশ কিছু টাকা আয় করে।

ক. বিনিয়োগ কী? ১

খ. নদীর পানি কী ধরনের দ্রব্য? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে মফিজ মিয়া কী ধরনের অর্থনৈতিক কাজ করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মফিজ মিয়ার কাজের সাথে তার ছেলের কাজের কোন পার্থক্য আছে কী? তোমার মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ আয় থেকে সঞ্চয় করে থাকে। সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলে।

খ নদীর পানি অবাধলব্য দ্রব্য। যে সমস্ত দ্রব্য বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাকে অবাধলব্য দ্রব্য বলে। এসব দ্রব্য প্রকৃতিতে অবাধে পাওয়া যায় এবং এর যোগান থাকে সীমাহীন। যেমন– আলো, বাতাস, নদীর পানি ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে মফিজ মিয়া কৃষি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কাজ করেন।

মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য যে কার্যাবলি করে থাকে, তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে। এ ধরনের কাজের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবনধারণে তা ব্যয় করে। বাংলাদেশে এই

অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১. কৃষি-সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলি এবং ২. কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কার্যাবলি। যেমন– জমি চাষ, বীজ বপন, পশু পালন, মাছ চাষ, বিভিন্ন রকম তরিতরকারি ও ফলমূল উৎপাদন ও বিক্রয় ইত্যাদি কৃষি কাজের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মফিজ মিয়া নিজের জমিতে চাষাবাদ করে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি উৎপাদন করেন। সংসারের চাহিদা মিটিয়ে বাকিটা বিক্রি করেন। যা কৃষি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, জামালের কাজটি কৃষি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কাজ।

ঘ হ্যাঁ, মফিজ মিয়ার কাজের সাথে তার ছেলের কাজের মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। মফিজ মিয়া কৃষি সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করেন আর তার ছেলে কৃষি বহির্ভূত কার্যাবলি সম্পাদন করেন।

জমিচাষ, বীজ বপন, পানি সেচ থেকে শুরু করে পশু পালন, মাছ চাষ ও ফলমূল উৎপাদন ও বিক্রয়ের মতো কাজগুলো কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত। আর কৃষিকাজ ছাড়াও এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলো হলো কৃষি বহির্ভূত কাজ। যেমন– পোশাক শিল্পের কাজ, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কাজ, ডাক্তার, কবিরাজি ইত্যাদি।

উদ্দীপকে মফিজ মিয়া নিজের জমিতে চাষাবাদ করে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি উৎপাদন করেন যা কৃষিকাজ হিসেবে বিবেচিত। অন্যদিকে তার ছেলে রিকশা চালিয়ে বেশকিছু টাকা আয় করে যা কৃষি বাহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ।

কৃষিকাজ প্রকৃতি নির্ভর। এখানে উৎপাদন প্রকৃতির খেয়াল-খুশির ওপর অনেকটা নির্ভর করে। এখানে অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে চাষাবাদের কাজ করা যায় না। কিন্তু কৃষি-বহির্ভূত কাজ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে চলে। এজন্যে এখানে পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যায়। কৃষিকাজ শারীরিক শ্রমনির্ভর বলে অধিক পরিশ্রম ও সময় সাপেক্ষ। কিন্তু কৃষি-বহির্ভূত কাজ মোটামুটি মূলধননির্ভর ও কম সময় নেয়। কৃষিকাজে খরচ বেশি বলে আয় তুলনামূলকভাবে কম ও অনিশ্চিত। কিন্তু কৃষি-বহির্ভূত কাজের মধ্যে পেশাগত কাজে খরচ বেশ কম। তবে শিল্পসম্বন্ধীয় কাজে খরচ বেশি হলেও আয় বেশি। আর এসব কারণেই কৃষিকাজ ও কৃষি-বহির্ভূত কাজের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

৫।

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
A	B	C
১ম	৩	৩
২য়	৫	?
৩য়	৬	?
৪র্থ	৬	?
৫ম	৫	?

ক. যোগান কাকে বলে? ১

খ. বাজার চাহিদা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উপরের সূচিতে (?) চিহ্নের স্থলে যথাযথ প্রান্তিক উপযোগের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উপরের সূচিটি অর্থনীতির কোন বিধি নির্দেশ করে এবং কোন স্তরে ভোক্তা তার ভোগ বন্ধ করবে? মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা একটি পণ্যের যে পরিমাণ বিক্রি করতে প্রস্তুত থাকে তাকে যোগান বলে।

খ বাজারে নির্দিষ্ট দামে সব ভোক্তার ব্যক্তিগত বা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ চাহিদার সমষ্টিকে বলা হয় বাজার চাহিদা।

সব ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদার সমষ্টিকে যখন একটি রেখার মাধ্যমে দেখানো হয় সে রেখাকে বাজার চাহিদা রেখা বলে। অর্থাৎ বাজার চাহিদা সূচির জ্যামিতিক প্রকাশই হলো বাজার চাহিদা রেখা।

গ উপরের সূচিতে (?) চিহ্নের স্থলে যথাযথ প্রান্তিক উপযোগের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো –

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
A	B	C
১ম	৩	৩
২য়	৫	২
৩য়	৬	১
৪র্থ	৬	০
৫ম	৫	– ১

সূচিতে লক্ষণীয় যে ১ম একক ভোগ থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ যখন ৩ টাকা তখন প্রান্তিক উপযোগ ৩ টাকা। ২য় একক থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ বেড়ে ৫ টাকা হলে প্রান্তিক উপযোগ হয় (৫ – ৩) = ২ টাকা। ৩য় দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ ৬ টাকা হলে প্রান্তিক উপযোগ (৬ – ৫) = ১ টাকা হয়। ৪র্থ একক ভোগ থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ ৬ টাকা হলে প্রান্তিক উপযোগ (৬ – ৬) = ০ টাকা এবং ৫ম একক ভোগ থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ কমে ৫ টাকা হলে প্রান্তিক উপযোগ (৫ – ৬) = – ১ টাকা হয়।

ঘ উপরের সূচিটি অর্থনীতির ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিকে নির্দেশ করে। ৩য় স্তরের পর ভোক্তা তার ভোগ বন্ধ করবে।

ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত কমতে থাকে। এভাবে ভোগ বৃদ্ধি করতে থাকলে এক পর্যায়ে ভোক্তার নিকট ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়। অর্থাৎ অতিরিক্ত এই একক ভোগের ক্ষেত্রে ভোক্তার কোনো উপযোগ নেই। এ পর্যায়ে ভোক্তা আর ঐ দ্রব্যটি ক্রয় করবে না।

প্রদত্ত সূচিতে দেখা যায়, ১ম একক দ্রব্য হতে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ হয় ৩ টাকা। ভোগ বৃদ্ধি পেয়ে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ একক হলে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৫, ৬ ও ৬ টাকা হয়। প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমে ২, ১, ও ০ টাকা হয়। ভোগের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৫ম একক হলে মোট উপযোগ কমে ৫ টাকা হয় এবং প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক (–১) টাকা হয়।

১ম দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়। তবে ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। এভাবে ৫ম এককে ভোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়। অর্থাৎ ভোক্তার কাছে এই একক দ্রব্যের কোনো উপযোগ নেই। তাই একজন ভোক্তা সূচির ৩য় স্তরের পর দ্রব্য ভোগ করবে না।

৬। রহমান মিয়া শখের বসে দুই বিঘা জমিতে কমলা বাগান করেন এবং কমলার ফলন অনেক বেশি হওয়ায় তার এলাকায় কমলার দাম কমে যায়। তিনি ঢাকায় এনে কমলা বিক্রয় করেন এবং লাভবান হন। পরবর্তীতে তিনি একটি জুস ফ্যাক্টরি দেন যার কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হয় কমলা। তিনি জুস ফ্যাক্টরিতে অনেক শ্রমিক নিয়োগ দেন এবং তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী কাজ বণ্টন করেন।

ক. গড় উৎপাদন কাকে বলে? ১
খ. উন্নয়নশীল দেশে ভূমিকে উৎপাদনের অন্যতম উপকরণ বলা হয় কেন? ২
গ. রহমান মিয়ার কমলা ঢাকায় এনে বিক্রয় করায় কোন ধরনের উপডযোগ সৃষ্টি করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রহমান মিয়ার শেষোক্ত কাজটি কি তাকে দক্ষ সংগঠক হিসেবে নির্দেশ করে? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক মোট উৎপাদনের পরিমাণকে মোট উপকরণ বা উপাদান (শ্রমিক) দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাকে গড় উৎপাদন বলে।

খ উন্নয়নশীল দেশ কৃষি প্রধান বলে এখানে শ্রম ও মূলধনের তুলনায় ভূমির গুরুত্ব বেশি।

উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন-এ চারটি উপকরণের যৌথ অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এগুলোর মধ্যে যেকোনো একটির অনুপস্থিতিতে উৎপাদন সম্ভব নয়। অবশ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে সব উপকরণের গুরুত্ব এক রকম নয়। অবস্থাভেদে কোনো উপকরণ বেশি আবার কোনো উপকরণ কম প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান ও জনবহুল দেশ বলে এখানে মূলধনের তুলনায় ভূমির গুরুত্ব বেশি।

গ রহমান মিয়ার কমলা ঢাকায় এনে বিক্রয় করায় স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করেছে।

কোনো দ্রব্যকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করার মাধ্যমে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করা যায়। যেমন– গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যের দাম গ্রামাঞ্চলে কম কিন্তু শহরাঞ্চলে বেশি। তাই এসব দ্রব্যাদি গ্রাম থেকে শহরে এনে বিক্রি করলে উপযোগ বৃদ্ধি পায়। এভাবে দ্রব্যাদি স্থানান্তরের ফলে সৃষ্ট যে উপযোগের সৃষ্টি হয় সেটি স্থানগত উপযোগ।

উদ্দীপকের রহমান মিয়া শখের বসে দুই বিঘা জমিতে কমলা বাগান করেন এবং কমলার ফলন অনেক বেশি হওয়ায় তার এলাকায় কমলার দাম কমে যায়। তিনি ঢাকায় এনে কমলা বিক্রয় করেন এবং লাভবান হন। যা স্থানগত উপযোগ সৃষ্টিকে নির্দেশ করে।

সুতরাং দেখা যায়, রহমান মিয়া স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করেছে।

ঘ হ্যাঁ, রহমান মিয়ার শেষোক্ত কাজটি তাকে দক্ষ সংগঠক নির্দেশ করে।

উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপকরণের সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। আর এ কাজটি যে ব্যক্তি সম্পাদন করে থাকেন তাকে সংগঠক বলা হয়। একজন সফল সংগঠক নিজেই উৎপাদনের সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন নীতি নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী কারবার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। এছাড়াও তিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ সংগ্রহ এবং সেগুলোর সমন্বয় করে উৎপাদন করেন। একজন সংগঠক কারবার প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সকল দায়িত্ব ও ঝুঁকি বহন করে থাকেন।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, রহমান মিয়া একটি জুস ফ্যাক্টরি দেন যার কাঁচামাল হিসেবে কমলা ব্যবহার করা হয়। তিনি জুস ফ্যাক্টরিতে অনেক শ্রমিক নিয়োগ দেন এবং তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী কাজ বন্টন করেন। রহমান মিয়া এখানে সংগঠক হিসেবে কাজ করেন। কারণ সংগঠককে সমন্বয়কারী বলা হয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম ও মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠক বলে। উৎপাদন ব্যবস্থায়, এ চারটি উপকরণের যৌথ অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এগুলোর মধ্যে যেকোনো একটির অনুপস্থিতিতে উৎপাদন সম্ভব নয়।

সুতরাং বলা যায়, রহমান মিয়া এখানে উৎপাদনের উপকরণগুলো সংগ্রহ এবং সমন্বয় করে সফলভাবে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন। তাই তাকে দক্ষ সংগঠক বলা যায়।

৭। রমিজ কৃষিকাজ করে। তার এলাকায় প্রচুর সরিষা চাষ হয়। তাই সে মধু চাষ করে। মধু বিক্রি করে সে ভালো দাম পায় না। তার এক বন্ধুর পরামর্শে সে মধু ঢাকায় বিক্রি করতে শুরু করে এবং ভালো দাম পেতে থাকে।

ক. সামাজিক ব্যয় কী? ১
খ. রূপগত উপযোগ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রমিজের ঢাকায় মধু বিক্রি যে ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মধু উৎপাদনের ক্ষেত্রে রমিজের কর্মকাণ্ড অর্থনীতিতে কতটুকু প্রভাব ফেলবে বলে তুমি মনে কর? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন বা ভোগ করতে গেলে উৎপাদন বা ভোগ প্রক্রিয়ার বাইরে সমাজের নানা ব্যক্তি অনেক সময় পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে যে মোট অর্থের প্রয়োজন পড়ে, সেই পরিমাণ অর্থই হলো সামাজিক ব্যয়।

খ দ্রব্যের রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন দ্রব্য উৎপাদন করাকে রূপগত উপযোগ বলে। যেমন- কাঠকে সুবিধামতো পরিবর্তন করে খাট, চেয়ার, টেবিল বানানো হয়। খাট, চেয়ার, টেবিল হলো রূপগত উপযোগ।

গ রমিজের ঢাকায় মধু বিক্রি স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করে।

কোনো দ্রব্যকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করার মাধ্যমে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করা যায়। যেমন– গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যের দাম গ্রামাঞ্চলে কম কিন্তু শহরাঞ্চলে বেশি। তাই এসব দ্রব্যাদি গ্রাম থেকে শহরে এনে বিক্রি করলে উপযোগ বৃদ্ধি পায়। এভাবে দ্রব্যাদি স্থানান্তরের ফলে সৃষ্ট যে উপযোগের সৃষ্টি হয় সেটি স্থানগত উপযোগ।

উদ্দীপকের রমিজ কৃষিকাজ করে। তার এলাকায় সরিষা চাষ হয়। তাই সে মধু চাষ করেন। মধু বিক্রি করে সে ভালো দাম পায় না। তার এক বন্ধুর পরামর্শে সে মধু ঢাকায় এনে বিক্রি করতে শুরু করে এবং ভালো দাম পেয়ে থাকে। যা স্থানগত উপযোগকে নির্দেশ করে।

সুতরাং দেখা যায়, রমিজের ঢাকায় মধু বিক্রি স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করেছে।

ঘ কোনো দ্রব্যকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করার মাধ্যমে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করা যায়। যেমন– গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যের দাম গ্রামাঞ্চলে কম কিন্তু শহরাঞ্চলে বেশি। তাই এসব দ্রব্যাদি গ্রাম থেকে শহরে এনে বিক্রি করলে উপযোগ বৃদ্ধি পায়। এভাবে দ্রব্যাদি স্থানান্তরের ফলে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়।

আবার সময়ের ব্যবধানে অনেক জিনিসের উৎপাদন না বাড়লেও উপযোগ বাড়ে। এদেরকে সময়গত উপযোগ সৃষ্টি বলে। যেমন– পৌষ-মাঘ মাসের ধান মজুত করে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বিক্রি করলে বেশি দাম পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, রমিজ স্থানগত উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

৮। **ছক-১ :** জিডিপি = Σ খাজনা + Σ মজুরি + Σ সুদ + Σ মুনাফা
ছক-২ : $\Sigma C + \Sigma I + \Sigma G + \Sigma (X - M) = "?"$

ক. NNI এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. C.C.A. বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছক-১ : এ জিডিপি পরিমাপের কোন পদ্ধতিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছক-২ : এর " ? " বিষয়ের নির্ধারকসমূহ বর্ণনা কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক NNI এর পূর্ণরূপ হলো Net National Income.

খ CCA বা Capital Consumption Allowance-এর অর্থ হলো মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধনের ব্যবহারজনিত যে ক্ষয় হয়, তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ব্যয় বহন করতে হয় তাই মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় CCA।

গ ছক-১ : এ জিডিপি পরিমাপের আয় পদ্ধতিকে নির্দেশ করে।

আয় পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় আয় হলো উৎপাদন কাজে নিয়োজিত উৎপাদনের উপকরণগুলো একটি অর্থবছরে তাদের পারিতোষিক হিসেবে যে অর্থ আয় করে তার সমষ্টি। উৎপাদনের প্রধান উপকরণ হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। অতএব একটি দেশ কোনো এক বছরে এসব উপাদানের আয়ের (যথাক্রমে মোট খাজনা, মোট মজুরি, মোট সুদ ও মোট মুনাফা) যোগফলকে আয় পদ্ধতি অনুযায়ী সামগ্রিক আয় বলা হয়। অর্থাৎ $Y = \sum r + \sum w + \sum i + \sum \pi$ সমীকরণটি জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। সেখানে, r, w, i ও π হলো যথাক্রমে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা; $\sum$ = সমষ্টি।

সুতরাং বলা যায়, ছক-১ জিডিপি = Σ খাজনা + Σ মজুরি + Σ সুদ + Σ মুনাফা নির্দেশ করে, যা জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতিকে নির্দেশ করে।

ঘ ছক-২ : এর (?) স্থানে জিডিপি বিষয়ের নির্ধারকসমূহ বর্ণনা করা হলো –

১. **ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ :** মোট দেশজ উৎপাদন ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যাপ্ত ব্যবহার সম্ভব হলে এবং কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় উর্বর ভূমি থাকলে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ মোট দেশজ উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

২. **শ্রম :** যেকোনো দেশের শ্রম মোট দেশজ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। দক্ষ ও কর্মক্ষম শ্রম মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক।

৩. **মূলধন :** মূলধন মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্ধারক। আজকের উন্নত দেশসমূহ মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে মূলধন কাজ করে।

৪. **প্রযুক্তি :** প্রযুক্তির ওপর মোট দেশজ উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ কৃষিখাতে চিরায়ত বীজের পরিবর্তে উফশী বীজ ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ।

৫. **সচলতা :** একটি অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়া বা অবনতিশীল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে সম্পদ সরিয়ে নতুন প্রসারমান অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষমতার ওপর মোট দেশজ উৎপাদন নির্ভর করে।

৯। "জাতীয় আয় পরিমাপ"

↓

(১) উৎপাদন পদ্ধতি (২) আয় পদ্ধতি (৩) ব্যয় পদ্ধতি

ক. নিট জাতীয় আয় কাকে বলে? ১
খ. সকল দেশের জিডিপি বৃদ্ধির জন্য মূলধন আবশ্যক কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছকে ১ নং পদ্ধতিতে কীভাবে জাতীয় আয় নির্ণয় করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের মতো দেশে ছক ২নং পদ্ধতি কতটা কার্যকর বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে, তাকে নিট জাতীয় আয় বলে।

খ মূলধন মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্ধারক। আজকের উন্নত দেশসমূহে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে মূলধন কাজ করে। আবার অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ মূলধনের অভাবের কারণে মোট জাতীয় আয় ও মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে না। সুতরাং মূলধন মোট দেশজ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

গ উৎপাদন পদ্ধতিতে বিভিন্ন খাতের উৎপাদনের মূল্য যোগ করে জিডিপি নির্ণয় করা হয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো উৎপাদন পদ্ধতি ও ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে জিডিপি ও জিএনআই গণনা করে। উৎপাদন পদ্ধতিতে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) পরিমাপের জন্য অর্থনীতিকে মোট ১৫টি প্রধান খাতে বিভক্ত করা হয়।
একটি দেশের অর্থনীতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিভক্ত। এসব খাতে এক বছরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশে অর্থনীতিকে ১৫টি খাতে বিভক্ত করা হয় এবং খাতওয়ারি উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পরিশেষে ১৫টি খাতের উৎপাদনের মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়।

ঘ বাংলাদেশের মতো দেশে আয় পদ্ধতি অনেকটা কার্যকর বলে আমি মনে করি।

আয় পদ্ধতিতে মোট দেশজ উৎপাদন হলো উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের প্রাপ্ত আয়ের সমষ্টি। উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মৌলিক উপকরণ ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। এদের প্রাপ্ত আয় যথাক্রমে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা। আর উন্নয়নশীল দেশের জন্য জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতি অন্যতম। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিকে জাতীয় আয় বলে। মোট দেশজ উৎপাদনের সাথে নিট উপাদান আয় যোগ করে মোট জাতীয় আয় পাওয়া যায়। নিট উপাদান আয় বলতে একটি দেশের নাগরিকগণ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এবং বিদেশি নাগরিকগণ আলোচ্য দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এ দুয়ের বিয়োগফলকে বুঝায়।
বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আয়ের খাত হলো প্রবাসী অর্থ। আমাদের দেশের অনেক লোক মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কাজ করে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করে। এসব প্রেরিত মুদ্রা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত।
সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য আয় পদ্ধতিতে GDP পরিমাপ করা সহজ।

১০। সালমান এম.এ. পাস করেও চাকরি না পেয়ে বেকার বসে আছে। এমতাবস্থায় সে একটি চাকরি নিয়ে "ক" দেশে যায়। সে দেশে দক্ষ জনশক্তিসহ উন্নত কারিগরি জ্ঞান ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতির সকল খাতে সাফল্য দেখতে পায়।

ক. বেকারত্ব কাকে বলে? ১
খ. মানব সম্পদ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. "ক" দেশটি উন্নয়নের মাত্রায় কোন শ্রেণিভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশকে 'ক' দেশের পর্যায়ে উন্নীত করতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন কর্মক্ষম ব্যক্তির প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজ না পাওয়ার অবস্থাটিকেই বেকারত্ব বলা হয়।

খ জনসংখ্যার যে অংশ যখন শিক্ষা ও দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে পরিণত হয় তখন তাদেরকে মানবসম্পদ বলে। তবে কোনো দেশের ভূমি ও মূলধনকে বস্তুগত সম্পদ বলে।

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে দক্ষ মানবশক্তির যোগান থাকা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বস্তুগত সম্পদ ও মানবসম্পদ এ দুটি-ই জরুরি। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, চিকিৎসাসেবা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে। দক্ষ মানবসম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

গ 'ক' দেশটি উন্নয়নের মাত্রায় উন্নত দেশের শ্রেণিভুক্ত।

উন্নত অর্থনীতির দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানও যথেষ্ট বাড়ে। উন্নত দেশগুলো আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে। এসব দেশে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়।

উদ্দীপকে সালমান একটি চাকরি নিয়ে 'ক' দেশে যায়। সে দেশে দক্ষ জনশক্তিসহ উন্নত কারিগরি জ্ঞান ও সুষ্ঠুপরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতির সকল খাতে সাফল্য দেখতে পায়। যা উন্নত দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। তাই দেশটিকে একটি উন্নত দেশের অর্থনীতি বলা যায়।

ঘ বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশকে 'ক' দেশের পর্যায়ে তথা উন্নত দেশে উন্নীত করতে হলে ক্রমাগত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

উন্নয়নশীল দেশে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মসূচি নেওয়া জরুরি। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলে অর্থনীতি গতিশীল হবে। এতে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বাড়বে। ফলে দেশটি এক সময় উন্নত দেশের সমপর্যায়ে উন্নীত হবে।

উদ্দীপকের 'ক' নামক রাষ্ট্রে দক্ষ জনশক্তিসহ উন্নত কারিগরি জ্ঞান ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় 'ক' নামক দেশটিকে উন্নত দেশ বলা যায়। সাধারণত উন্নয়নশীল দেশগুলো অধিকমাত্রায় কৃষিনির্ভর হয়ে থাকে। বাংলাদেশকে উন্নত দেশের পর্যায়ে নিতে হলে কৃষির ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে শিল্পনির্ভর করতে হবে। পাশাপাশি পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় বাড়বে। এভাবে অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে 'ক' দেশটির পর্যায়ে উন্নীত করা যাবে।

১১। মর্জিনা বেগম দুইটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। এর থেকে তাঁর সাপ্তাহিক আয় পাঁচ হাজার টাকা। তিনি পারিবারিক ভরণপোষণ, ছেলে মেয়েদের শিক্ষা ব্যয় বাদে বাকি টাকা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়ের অর্থ থেকে এ বছর তিনি আরও দুইটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেছেন।

ক. সঞ্চয় কী? ১
খ. শক্তি সম্পদ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মর্জিনার নতুন সেলাই মেশিন ক্রয়কে অর্থনীতিতে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মর্জিনার শেষোক্ত কাজের মাধ্যমে কি অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আয়ের যে অংশ বর্তমানে ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য রাখা হয় তাকে সঞ্চয় বলে।

খ কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, আনবিক শক্তি ও সৌরশক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত জ্বালানি সামগ্রীর সমষ্টিকে শক্তি সম্পদ বলে। কলকারখানা যানবাহন ও যোগাযোগ, যান্ত্রিক চাষাবাদ, গৃহকর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে শক্তি সম্পদের ব্যবহার অপরিহার্য।

গ মর্জিনার সেলাই মেশিন ক্রয়কে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বলে।

অর্থ যখন কোনো কিছু উৎপাদনের কাজে লাগানো হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলা হয়। মানুষ তার আয় থেকে সঞ্চয় করে থাকে। সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলে। ধরি, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি কারখানায় এক লক্ষ টাকার মূলধন সামগ্রী আছে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আরও পঞ্চাশ হাজার টাকার মূলধন সামগ্রী ক্রয় করা হলো। অতিরিক্ত এই পঞ্চাশ হাজার টাকা হলো বিনিয়োগ। বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

উদ্দীপকের মর্জিনা বেগমের দুটি সেলাই মেশিন থেকে সাপ্তাহিক আয় পাঁচ হাজার টাকা। তিনি পারিবারিক ভরণপোষণ, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ব্যয় বাদে বাকি টাকা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়ের অর্থ থেকে এ বছর তিনি আরও দুটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেছেন। অর্থনীতিতে যা বিনিয়োগ বলে অভিহিত করা হয়। অর্থনীতিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সঞ্চয় ছাড়া বিনিয়োগ সম্ভব নয়। আবার সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ না করলে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়।

সুতরাং বলা যায়, মর্জিনা বেগম তার সঞ্চয়কে সেলাই মেশিন কেনার কাজে বিনিয়োগ করেন। আর তার এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই অর্থনীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়।

ঘ মর্জিনার শেষোক্ত কাজটি হলো বিনিয়োগ। এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব বলে আমি মনে করি।

মানুষ তার আয়ের কিছু অংশ ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য জমা রাখে। অর্থনীতিতে একে সঞ্চয় বলা হয়। আবার সঞ্চিত এ অর্থকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করাই হলো বিনিয়োগ। অর্থাৎ সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়ে মূলধন গঠন ত্বরান্বিত করে। এক্ষেত্রে সঞ্চয় বিনিয়োগের উৎস হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকের মর্জিনা বেগম তার সঞ্চিত অর্থ দিয়ে আরও দুটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। এর ফলে তার পরিবারের উৎপাদন বাড়ে। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়।

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো বর্ধিত বিনিয়োগ। বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা গেলে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আর তাতে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। এর ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।

বরিশাল বোর্ড–২০২৩

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়– ৩০ মিনিট

পূর্ণমান– ৩০

*[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) কালোকালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]*

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কতটি খাতে বিভক্ত করা হয়?
ক) ১২ খ) ১৩ গ) ১৫ ঘ) ১৭

২. GNI থেকে CCA বাদ দিলে কোনটি পাওয়া যায়?
ক) GNP খ) GDP গ) PCI ঘ) NNI

৩. ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
ক) C + I + G খ) C + I + G + (X – M)
গ) C + I + G (X + M) ঘ) C + I + G + M

□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রায়হান মিয়া একটি কারখানার মালিক। তিনি কারখানার আয়-ব্যয় হিসাব করার সময় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় পণ্য বিবেচনা করেন। তার প্রকৃত আয় হিসাব করতে সমস্যা হয়।

৪. রায়হান মিয়ার হিসাবের সময় কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়?
ক) মূলধন বেশি হয় খ) মূলধনের ঘাটতি হয়
গ) দ্বৈত গণনা হয় ঘ) প্রকৃত আয় কম হয়

৫. রায়হান মিয়া উক্ত সমস্যা সমাধান করতে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন, তা হলো –
i. উৎপাদন পদ্ধতি ii. আয় পদ্ধতি iii. ব্যয় পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬. মানবসম্পদ উন্নয়নে কোনটি জরুরি?
ক) শিক্ষা খ) প্রশিক্ষণ গ) শ্রম ঘ) অর্থ

৭. ব্র্যাক কত সালে প্রতিষ্ঠিত?
ক) ১৯৭২ খ) ১৯৭৫ গ) ১৯৮৫ ঘ) ১৯৯২

৮. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের প্রবক্তা কে?
ক) পল স্যামুয়েলসন খ) র‍্যাগনার নার্কস
গ) স্টুয়ার্ট মিল ঘ) এল. রবিন্স

৯. বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের বড় সংগঠন কোনটি?
ক) ব্যুরো বাংলাদেশ খ) টিএমএসএস
গ) আশা ঘ) ব্র্যাক

১০. উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য হলো –
i. দক্ষ জনশক্তি ii. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা iii. মূলধনের প্রাচুর্যতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১১. ২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়েছে কত শতাংশ হারে?
ক) ৩১.৫ খ) ২৪.৩ গ) ৪.২৩ ঘ) ৪.৭

১২. অর্থনীতির জনক কে?
ক) এরিস্টটল খ) অ্যাডাম স্মিথ
গ) পল স্যামুয়েলসন ঘ) এর. রবিন্স

১৩. ভূমিবাদীদের মতে, উৎপাদনশীল খাত কোনটি?
ক) কৃষি খ) শিল্প গ) সেবা ঘ) বাণিজ্য

১৪. "অর্থনীতি মানবজীবনের সাধারণ কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে"– উক্তিটি কার?
ক) অ্যাডাম স্মিথ খ) এল. রবিন্স
গ) আলফ্রেড মার্শাল ঘ) পল স্যামুয়েলসন

১৫. বাংলাদেশে পানির প্রধান উৎস কতটি?
ক) দুইটি খ) তিনটি গ) চারটি ঘ) পাঁচটি

১৬. S = Y – C সমীকরণটি অর্থনীতির কোন ধারণাকে নির্দেশ করে?
ক) আয় খ) ভোগ গ) সঞ্চয় ঘ) বিনিয়োগ

১৭. কোনটি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য?
ক) আয় বৈষম্য খ) যৌথ উদ্যোগ
গ) অবাধ প্রতিযোগিতার অভাব ঘ) সুদমুক্ত আমানত

১৮. অর্থনীতির দুষ্প্রাপ্যতার সৃষ্টি হয় –
i. অভাব অসীম হলে ii. অভাব সসীম হলে iii. সম্পদ সসীম হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৯ ও ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাব্বি ছোটবেলা থেকেই কঠোর পরিশ্রমী। সে তার বুদ্ধি, দক্ষতা, যোগ্যতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা দ্বারা অনেক সম্পদের মালিক হয়েছে। তার আর কোনো কিছুর অভাব নেই।

১৯. রাব্বি যা দ্বারা সম্পদের মালিক হয়েছেন তা কোন ধরনের সম্পদ?
ক) ব্যক্তিগত খ) উৎপাদিত গ) প্রাকৃতিক ঘ) মানবিক

২০. রাব্বির সম্পদকে যে বৈশিষ্ট্যের অভাবে সম্পদ বলা যায় না, তা হলো–
i. হস্তান্তরযোগ্যতা ii. বাহ্যিকতা iii. অপ্রাচুর্যতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২১. কোনো দ্রব্যের চাহিদা কীসের ওপর নির্ভর করে?
ক) দাম খ) যোগান গ) উৎপাদন ঘ) আয়

২২. মোট উপযোগ কমে গেলে প্রান্তিক উপযোগ কেমন হয়?
ক) শূন্য হয় খ) বৃদ্ধি পায় গ) পরিবর্তন হয় না ঘ) ঋণাত্মক হয়

২৩. মোট উপযোগ কেমন হারে বৃদ্ধি পায়?
ক) গাণিতিক খ) জ্যামিতিক গ) ক্রমবর্ধমান ঘ) ক্রমহ্রাসমান

□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৪ ও ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জিন্নাহ ৫টি মুরগি বিক্রি করার জন্য বাজারে নিয়ে গেল। বাজারে মুরগির দাম কম হওয়ায় ২টি বিক্রি করল এবং বাকি ৮টি ফিরিয়ে নিয়ে এল।

২৪. জিন্নাহের ২টি মুরগি বিক্রির ঘটনাকে অর্থনীতিতে কী বলে?
ক) চাহিদা খ) যোগান গ) ভোগ ঘ) সঞ্চয়

২৫. জিন্নাহের আচরণ থেকে বোঝা যায় –
i. দাম কমলে যোগান বাড়ে ii. দাম কমলে যোগান কমে
iii. দাম বাড়লে যোগান বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৬. উৎপাদনের মৌলিক উপকরণ কতটি?
ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫

২৭. পৌষ-মাঘ মাসের ধান ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বিক্রি করলে কোন উপযোগ সৃষ্টি হয়?
ক) রূপগত খ) স্থানগত গ) মালিকানাগত ঘ) সময়গত

২৮. যেসব ব্যয় ফার্মের হিসাব বইয়ে থাকে তা হলো –
i. কারখানা স্থাপন ii. মূলধনের সুদ iii. বাড়ি ভাড়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৯. সবধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ উৎপাদনের কোন উপকরণের অন্তর্ভুক্ত?
ক) ভূমি খ) শ্রম গ) মূলধন ঘ) সংগঠন

৩০. সংগঠনের প্রথম ধাপ কোনটি?
ক) ব্যবসায়ের কার্যাবলি নির্ধারণ খ) ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি নির্ধারণ
গ) কর্তব্য বণ্টন ঘ) কার্যাবলির বিভক্তিকরণ

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর																														
	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

বরিশাল বোর্ড–২০২৩

অর্থনীতি (সৃজনশীল) বিষয় কোড 1 4 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। **প্রেক্ষাপট-১ :** জনাব আকাশ একজন সরকারি কর্মকর্তা। চলতি বছর তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি যে পেনশন পান তা দ্বারা গ্রাম ও শহরে বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তার নিকট যে অর্থ আছে তা দ্বারা গ্রাম ও শহর উভয় জায়গায় বাড়ি নির্মাণ সম্ভব না। তাই তিনি গ্রামে বাড়ি নির্মাণ না করে শহরে বাড়ি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

প্রেক্ষাপট-২ : জনাব রাকিব পড়াশোনা শেষ করে চাকরি না পেয়ে বিদেশ চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান খোলেন। এর জন্য তাকে কর্তৃপক্ষের কোনো অনুমতি নিতে হয়নি। স্বাধীনভাবে তিনি ব্যবসা পরিচালনা করে অল্প সময়ে প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে গেলেন। তার লক্ষ্য ব্যবসাকে আরো সম্প্রসারিত করা।

ক. বেকার কাকে বলে? ১
খ. সরকার কখন অদৃশ্য বাজার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. প্রেক্ষাপট-১ এ অর্থনীতির কোন মৌলিক নীতিটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. প্রেক্ষাপট-২ এ নির্দেশিত অর্থব্যবস্থাটি চিহ্নিত করে উক্ত অর্থব্যবস্থায় দ্রব্যের দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে লেখো। ৪

২। রাফিন ও সাফিন দুই ভাই। রাফিন উচ্চ শিক্ষার জন্য এমন একটি দেশে গেলেন যেখানে নিজ উদ্যোগের কোনো স্বাধীনতা নেই। সবকিছু পরিচালিত হয় পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্তে। অন্যদিকে সাফিন এমন একটি দেশে গেলেন যেখানে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের আধিক্য রয়েছে। এছাড়া ভারী শিল্প ও জাতীয় নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারের অধীনে পরিচালিত হয়।

ক. ইসলামি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১
খ. 'দুষ্প্রাপ্যতার জন্যই মানুষকে নির্বাচন করতে হয়'– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রাফিন যে দেশে গেলেন সে দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিরাজমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সাফিন যে দেশে গেলেন সে দেশের অর্থব্যবস্থা চিহ্নিত করে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার সাথে এর তুলনা করো। ৪

৩।

কলাম A	কলাম B
Y = ? S = ১০০০ টাকা C = ২৫০০ টাকা	কবুতর, ইলিশ, কোয়েল, ভেড়া

ক. উৎপাদিত সম্পদ কাকে বলে? ১
খ. শুধু উপযোগ থাকলেই কি সম্পদ হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. কলাম A হতে Y এর মান নির্ণয় করো। ৩
ঘ. কলাম B দ্বারা নির্দেশিত সম্পদটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে– মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৪। জনাব শরীফ একটি বেসরকারি অফিসে চাকরি করেন। তিনি প্রতি মাসে যে বেতন পান তা দ্বারা যাবতীয় খরচ মিটিয়ে কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন। অন্যদিকে তার ভাই হোসেন চাকরি না করে এলাকায় একটি দোকান দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসার পাশাপাশি মাঠে সবজি চাষ, পুকুরে মাছ চাষ ও বাড়িতে গরু-ছাগল লালন-পালন করেন।

ক. চূড়ান্ত দ্রব্য কাকে বলে? ১
খ. সুযোগ ব্যয় ও চয়ন দুটি পৃথক ধারণা– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. হোসেনের কাজগুলো অর্থনীতির কোন ধরনের কার্যাবলিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে শরীফের ক্ষেত্রে অর্থনীতির যে ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে তা চিহ্নিত করে এর নির্ধারকগুলোর বর্ণনা দাও। ৪

৫। কলিম উদ্দিন মিষ্টির দোকানে গিয়ে ১ম মিষ্টির জন্য ২০ টাকা দেয়। দোকানদার তাকে আরেকটি মিষ্টি খেতে বললে সে ১৫ টাকা দিতে রাজি থাকে। এভাবে পরবর্তী দুটি মিষ্টির জন্য সে যথাক্রমে ১০ ও ৫ টাকা দিতে রাজি থাকে। কিন্তু ৫ম মিষ্টির জন্য সে কোনো টাকা দিতে রাজি ছিল না।

ক. ভোক্তা কাকে বলে? ১
খ. শুধু উপযোগ নিঃশেষ করাই ভোগ নয়– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি যে বিধিকে নির্দেশ করে তা কিছু শর্ত মেনে চলে– তুমি কি উক্তিটির সাথে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬।

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (কেজি)	যোগানের পরিমাণ (কেজি)
৪	২৪	৮
৮	১৬	১৬
১২	৮	২৪

ক. যোগান কাকে বলে? ১
খ. চাহিদা বিধি কি সব সময় কার্যকর? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. চিত্রের সাহায্যে উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য ব্যবহার করে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৪

৭। প্রবিন ঘোষ একজন ফুল ব্যবসায়ী। তিনি যশোরের গদখালী থেকে ফুল এনে কুমিল্লায় বিক্রি করেন। ফুলের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি নিজ এলাকায় ফুল চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি ২ একর জমি লিজ নিয়ে ফুল চাষ শুরু করেন। ফুল বাগান দেখাশোনার জন্য ৫ জন লোক নিয়োগ দেন। তাদের মধ্যে ২ জনের দায়িত্ব হলো গাছে পানি দেওয়া, ২ জনের দায়িত্ব হলো ফুল তুলে বাজারে বিক্রি করা, বাকি ১ জনের দায়িত্ব হলো পাহারা দেওয়া।

ক. উৎপাদন কাকে বলে? ১
খ. ফটোকপি মেশিন উৎপাদনের কোন ধরনের উপকরণ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. প্রবিন ঘোষের ফুল বিক্রির ক্ষেত্রে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রবিন ঘোষকে দক্ষ সংগঠক বলা যায় কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮।

ভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	শ্রম (ঘণ্টা)	মোট উৎপাদন (মণ)
১	১	৮
১	২	২০
১	৩	৩০
১	৪	৩৬
১	৫	৪০
১	৬	৪২
১	৭	৪২
১	৮	৪০

ক. প্রান্তিক উৎপাদন কাকে বলে? ১
খ. জাপানে ভূমি ও শ্রমের তুলনায় মূলধনের গুরুত্ব বেশি কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় করে মোট ও প্রান্তিক উৎপাদনের সম্পর্ক দেখাও। ৪

৯। A দেশের মোট ভোগ ব্যয় ৫০০ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ব্যয় ১০০ কোটি টাকা, মোট সরকারি ব্যয় ৫০ কোটি টাকা, প্রবাসে কর্মরত দেশিয় নাগরিকদের আয় ২০ কোটি টাকা এবং দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় ১০ কোটি টাকা।

ক. আয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্রটি লেখো। ১
খ. মাথাপিছু জিডিপি হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের প্রধান সূচক– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে নিট উপাদান আয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. যদি দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় দ্বিগুণ হয় তাহলে জাতীয় আয় কি একই থাকবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০। আবুল হাশেম একজন বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি বহুদিন ধরে ওমানে অবস্থান করেন। সেখানে তার একটি দোকান রয়েছে। দোকান থেকে তিনি যে আয় করেন তার কিছু অংশ নিজের ভরণ-পোষণের জন্য রেখে বাকিটা নিজ দেশে প্রেরণ করেন, যা দিয়ে তার পরিবারের সদস্যরা সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করেন।

ক. দ্বৈত গণনা সমস্যা বলতে কী বোঝায়? ১
খ. মূলধনী লাভ-ক্ষতি জিডিপি পরিমাপে অন্তর্ভুক্ত হয় না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আবুল হাশেমের প্রেরিত অর্থ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের কোন ধারণার অন্তর্ভুক্ত হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আবুল হাশেমের দোকান থেকে প্রাপ্ত আয় উভয় দেশের জিডিপিকে প্রভাবিত করবে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১।

'ক' দেশ	'খ' দেশ
১. প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।	১. আমদানির পরিমাণ রপ্তানির চেয়ে বেশি।
২. শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তন।	২. অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি কৃষি।
৩. প্রযুক্তিজ্ঞানে স্বনির্ভর।	৩. ছদ্মবেশী বেকারত্বের উপস্থিতি।

ক. মানবসম্পদ কাকে বলে? ১
খ. শিক্ষা কীভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'ক' দেশটি উন্নয়নের মাপকাঠিতে কোন ধরনের দেশ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'খ' দেশটিকে 'ক' দেশে রূপান্তরকরণে তোমার সুপারিশ লেখ। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	M	২	N	৩	L	৪	M	৫	N	৬	L	৭	K	৮	L	৯	L	১০	N	১১	M	১২	L	১৩	K	১৪	M	১৫	L
	১৬	M	১৭	K	১৮	L	১৯	N	২০	K	২১	K	২২	N	২৩	N	২৪	L	২৫	M	২৬	M	২৭	N	২৮	N	২৯	K	৩০	L

সৃজনশীল

১। **প্রেক্ষাপট-১ :** জনাব আকাশ একজন সরকারি কর্মকর্তা। চলতি বছর তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি যে পেনশন পান তা দ্বারা গ্রাম ও শহরে বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তার নিকট যে অর্থ আছে তা দ্বারা গ্রাম ও শহর উভয় জায়গায় বাড়ি নির্মাণ সম্ভব না। তাই তিনি গ্রামে বাড়ি নির্মাণ না করে শহরে বাড়ি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

প্রেক্ষাপট-২ : জনাব রাকিব পড়াশোনা শেষ করে চাকরি না পেয়ে বিদেশ চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান খোলেন। এর জন্য তাকে কর্তৃপক্ষের কোনো অনুমতি নিতে হয়নি। স্বাধীনভাবে তিনি ব্যবসা পরিচালনা করে অল্প সময়ে প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে গেলেন। তার লক্ষ্য ব্যবসাকে আরো সম্প্রসারিত করা।

ক. বেকার কাকে বলে? ১

খ. সরকার কখন অদৃশ্য বাজার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. প্রেক্ষাপট-১ এ অর্থনীতির কোন মৌলিক নীতিটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রেক্ষাপট-২ এ নির্দেশিত অর্থব্যবস্থাটি চিহ্নিত করে উক্ত অর্থব্যবস্থায় দ্রব্যের দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে লেখো। ৪

<u>১নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক কাজ করতে সক্ষম ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু কাজ পায় না – এ অবস্থাকেই বেকার বলে।

খ অদৃশ্য বাজার ব্যবস্থা যখন ব্যর্থ হয় তখন সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়।

বাজার ব্যবস্থা সাধারণত নানাধরনের স্বতঃস্ফূর্ত চাহিদা ও সরবরাহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। বাজার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট একজনের বদলে বহুজনের সম্মিলিত অদৃশ্য হাতের ইশারায় চলে। কিন্তু সব সময় ব্যাপারটি সঠিকভাবে হয় না। নানা কারণে অদৃশ্য হাত সঠিকভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এমন অবস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়ে।

গ প্রেক্ষাপট-১ এ অর্থনীতির "মানুষকে পেতে হলে ছাড়তে হয়" নীতিটি প্রকাশ পেয়েছে।

পছন্দমতো কোনো কিছু পেতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই পছন্দের অপর একটি জিনিস ত্যাগ করতে হয়। উদাহরণ দিয়ে বলি, তুমি যদি অর্থনীতি বিষয় পড়তে মোট সময় ব্যয় কর, তবে বাংলা বা ইংরেজি বিষয়ে পড়া থেকে তোমাকে বিরত থাকতে হবে। এরূপ তুমি যদি টিভি দেখ, তবে খেলাধুলার পেছনে সময় ব্যয় করতে পারবে না। সরকার যদি বাজেটে সামরিক খাতে বেশি ব্যয় করে, তবে শিক্ষাখাতসহ অন্যান্য বেসামরিক খাতে ব্যয় কমাতে হবে। অর্থাৎ সমাজে মানুষ সর্বদা একটি দেওয়া-নেওয়ার (Trade offs) নীতি মেনে চলেন।

প্রেক্ষাপট-১ এ জনাব আকাশ একজন সরকারি কর্মকর্তা। চলতি বছর তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি যে পেনশন পান তা দ্বারা গ্রাম ও শহরে বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তার নিকট যে অর্থ আছে তা দ্বারা গ্রাম ও শহর উভয় জায়গায় বাড়ি নির্মাণ সম্ভব না। তাই তিনি গ্রামে বাড়ি নির্মাণ না করে শহরে বাড়ি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি শহরে বাড়ি নির্মাণের জন্য গ্রামে বাড়ি নির্মাণের সিদ্ধান্ত ত্যাগ করে। এটি অর্থনীতির মৌলিক নীতি 'মানুষকে পেতে হলে ছাড়তে হয়' এ নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ প্রেক্ষাপট-২ এ নির্দেশিত অর্থব্যবস্থাটি হলো ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলোর ওপর ব্যক্তিমালিকানা বজায় থাকে। উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগসহ সমাজের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। উৎপাদনকারী ভোক্তার চাহিদা ও মুনাফার সুযোগ অনুযায়ী দ্রব্য সরবরাহ করে। ভোগের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। এসব ক্ষেত্রে সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ থাকে না। তাই এ ধরনের অর্থব্যবস্থাকে মুক্তবাজার অর্থনীতিও বলা হয়। এ অর্থব্যবস্থায় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার দাম নির্ধারিত হয়।

প্রেক্ষাপট-২ এ জনাব রাকিব পড়াশোনা শেষ করে চাকরি না পেয়ে বিদেশ চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান খোলেন। এর জন্য তাকে কর্তৃপক্ষের কোনো অনুমতি নিতে হয়নি। স্বাধীনভাবে তিনি ব্যবসা পরিচালনা করে অল্প সময়ে প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে গেলেন। এসব বৈশিষ্ট্য ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মুনাফা অর্জনকে সামনে রেখে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন কাজ পরিচালিত হয়। যেসব ক্ষেত্রে মুনাফা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে সেসব ক্ষেত্রে উৎপাদন বেশি করা হয়। ভোক্তার রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী উদ্যোক্তারা দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ক্রেতা এবং বিক্রেতা দরকষাকষির মাধ্যমে উক্ত অর্থব্যবস্থায় পণ্যের দাম নির্ধারণ করেন। অদৃশ্য হাত পদ্ধতিতে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়।

২। রাফিন ও সাফিন দুই ভাই। রাফিন উচ্চ শিক্ষার জন্য এমন একটি দেশে গেলেন যেখানে নিজ উদ্যোগের কোনো স্বাধীনতা নেই। সবকিছু পরিচালিত হয় পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্তে। অন্যদিকে সাফিন এমন একটি দেশে গেলেন যেখানে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের আধিক্য রয়েছে। এছাড়া ভারী শিল্প ও জাতীয় নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারের অধীনে পরিচালিত হয়।

ক. ইসলামি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১

খ. 'দুষ্প্রাপ্যতার জন্যই মানুষকে নির্বাচন করতে হয়'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রাফিন যে দেশে গেলেন সে দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিরাজমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সাফিন যে দেশে গেলেন সে দেশের অর্থব্যবস্থা চিহ্নিত করে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার সাথে এর তুলনা করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের মৌলিক নিয়মকানুনের ওপর বিশ্বাসকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অর্থব্যবস্থাকে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বলে।

খ মানুষের অসীম অভাব এবং সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা থেকেই নির্বাচনজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়।

দুষ্প্রাপ্য সম্পদ দ্বারা কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ অভাবগুলো আগে পূরণ করা হবে তা নির্ধারণ করা বা চিহ্নিত করাকেই 'নির্বাচন' বলা হয়। মানুষের অভাব অসীম আর এই অসীম অভাবের মধ্যে সব অভাব সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই অভাবের গুরুত্ব এবং সম্পদের বিকল্প বা দক্ষ ব্যবহারও নির্ধারণ করতে হয় বলে নির্বাচনজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়।

গ রাফিন যে দেশে গেলেন সে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিরাজমান।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদানের ওপর রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। যেখানে প্রায় সব শিল্প-কারখানা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক সরকার এবং সেগুলো সরকারি বা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হয়। তাছাড়া সমাজতন্ত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোক্তারা সরকার নির্ধারিত দামে দ্রব্যাদি ভোগ করে। কোনো ভোক্তা চাইলেই নিজের খুশিমতো অর্থ ব্যয় করে কোনো কিছু ভোগ করতে পারে না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাফিন উচ্চ শিক্ষার জন্য এমন একটি দেশে গেলেন যেখানে নিজ উদ্যোগের কোনো স্বাধীনতা নেই। সবকিছু পরিচালিত হয় পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্তে। এ সব বৈশিষ্ট্য সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, রাফিন যে দেশে গেলেন সে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিরাজমান।

ঘ সাফিন যে দেশে গেলেন সে দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। সাফিনের দেশের মিশ্র অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যস্থার মিল রয়েছে।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ সম্মিলিত ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। তবে সরকার প্রয়োজনানুসারে যেকোনো দ্রব্যের দামের ওপর প্রভাব বিস্তার, উৎপাদন কিংবা ভোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

উদ্দীপকের সাফিন যে দেশে বাস করে সেখানে ভোক্তা ভোগের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। তবে সরকার প্রয়োজনবোধে উৎপাদন ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর এটি মিশ্র অর্থব্যবস্থারই উদাহরণ যাতে সম্পদের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উভয় ধরনের মালিকানা স্বীকৃত। বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থাও একই ধরনের। এ দেশে বেশিরভাগ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড; যেমন– উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, ভোগ ইত্যাদি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশে কিছু মৌলিক ও ভারী শিল্প, জাতীয় নিরাপত্তা ও জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকার পরিচালনা করে থাকে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণও আছে।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, সাফিন এর দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার যথেষ্ট মিল রয়েছে।

৩।

কলাম A	কলাম B
Y = ? S = ১০০০ টাকা C = ২৫০০ টাকা	কবুতর, ইলিশ, কোয়েল, ভেড়া

ক. উৎপাদিত সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. শুধু উপযোগ থাকলেই কি সম্পদ হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কলাম A হতে Y এর মান নির্ণয় করো। ৩

ঘ. কলাম B দ্বারা নির্দেশিত সম্পদটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে– মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তাকে উৎপাদিত সম্পদ বলা হয়।

খ শুধু উপযোগ থাকলেই কোনো দ্রব্য সম্পদ হয় না।

অর্থনীতিতে সম্পদের ৪টি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। যথা– উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা। এসবের যেকোনো একটি বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত থাকলে সেটি সম্পদ হিসেবে গণনা করা যায় না। তাই উপযোগ সম্পদের বৈশিষ্ট্য হলেও শুধু উপযোগ থাকলেই সম্পদ হয় না।

গ $Y = S + C$ এই সূত্রটির সাহায্যে আয় নির্ণয় করা হয়।

উৎপাদনের কোনো উপকরণ ব্যবহারের জন্য মালিক নির্দিষ্ট সময়ে যে অর্থ পায় তাকে আয় বলে। আয়ের একটি অংশ মানুষ ভোগ করে এবং অবশিষ্ট সঞ্চয় করে। আয়ের সাথে মানুষের ভোগ এবং সঞ্চয়ের সম্পর্ক $Y = S + C$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এখানে Y = আয়, S = সঞ্চয়, C = ভোগ।

উদ্দীপকে কলাম 'A' অনুযায়ী S = ১০০০ টাকা, C = ২৫০০ টাকা। এখান থেকে আয় 'Y' নির্ণয় করা হলো।

আমরা জানি,

$Y = S + C$
= (১০০০ + ২৫০০) টাকা
= ৩৫০০ টাকা

এখানে
S = ১০০০ টাকা
C = ২৫০০ টাকা

কলাম 'A' তে আয়, 'Y' = ৩৫০০ টাকা।

ঘ উদ্দীপকের কলাম 'B' এ প্রাণিজ সম্পদকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বত্র বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি দেখা যায়। গৃহপালিত পশু-পাখির মধ্যে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি প্রধান। এছাড়া সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে রয়েছে বাঘ, হাতি, হরিণ প্রভৃতি মূল্যবান জীবজন্তু ও অসংখ্য প্রজাতির পাখি। আমাদের নদ-নদী, বিল, হাওড়, পুকুর ইত্যাদি জলাশয় এবং বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন রকম মাছ পাওয়া যায়। এ সবই এদেশের প্রাণিজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে কলাম 'B' তে কবুতর, ইলিশ, কোয়েল, ভেড়া উল্লেখ রয়েছে। এগুলো প্রাণিজ সম্পদ খাতের অংশ। কারণ হাঁস-মুরগি, কবুতর, ইলিশ, কোয়েল এগুলো মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণ করতে পারে। কবুতর, কোয়েল, পশুপাখি এবং ভেড়া পশু সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

গৃহপালিত পশু-পাখি পালন, মৎস্য চাষের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখা যায়। প্রাণিজ খাত দেশের জিডিপি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। প্রাণিজ সম্পদের পশু-পাখি, মৎস্য আমাদের খাবারের চাহিদা পূরণ করে। প্রাণিজ আমিষের অন্যতম প্রধান উৎস হলো গৃহপালিত পশু পাখি এবং মৎস্য সম্পদ। এছাড়াও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। এভাবেই প্রাণিজ সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখে।

৪। জনাব শরীফ একটি বেসরকারি অফিসে চাকরি করেন। তিনি প্রতি মাসে যে বেতন পান তা দ্বারা যাবতীয় খরচ মিটিয়ে কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন। অন্যদিকে তার ভাই হোসেন চাকরি না করে এলাকায় একটি দোকান দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসার পাশাপাশি মাঠে সবজি চাষ, পুকুরে মাছ চাষ ও বাড়িতে গরু-ছাগল লালন-পালন করেন।

ক. চূড়ান্ত দ্রব্য কাকে বলে? ১
খ. সুযোগ ব্যয় ও চয়ন দুটি পৃথক ধারণা– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. হোসেনের কাজগুলো অর্থনীতির কোন ধরনের কার্যাবলিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে শরীফের ক্ষেত্রে অর্থনীতির যে ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে তা চিহ্নিত করে এর নির্ধারকগুলোর বর্ণনা দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব দ্রব্য উৎপাদনের পর সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয় সেগুলোই চূড়ান্ত দ্রব্য।

খ সুযোগ ব্যয় ও চয়ন দুটি পৃথক ধারণা।
কোনো একটি দ্রব্য পাওয়ার জন্য অন্য একটি দ্রব্য ত্যাগ করতে হয়। এই ত্যাগকৃত পরিমাণই সুযোগ ব্যয়। অন্যদিকে একাধিক দ্রব্য বা সেবার মাঝে সম্পদের স্বল্পতার জন্য নির্বাচন করাকেই চয়ন বলে। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য কোনো কাজ বেছে নেওয়াই চয়ন।

গ হোসেনের কাজগুলো সেবা ও কৃষি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলি নির্দেশ করে।
মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য যে কার্যাবলি করে থাকে তাই অর্থনৈতিক কার্যাবলি। এ ধরনের কাজের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবনধারণে তা ব্যয় করে। অর্থনৈতিক কার্যাবলির মাধ্যমে সেবা ও কৃষি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলি অন্যতম। ব্যবসা, গৃহ ব্যবস্থাপনা, পর্যটন, নার্সিং ইত্যাদি সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত। জমি চাষ, বীজ বপন, পশু পালন, উৎপাদন ও বিক্রি ইত্যাদি কৃষি সংক্রান্ত কাজের অন্তর্ভুক্ত।
উদ্দীপকের হোসেন চাকরি না পেয়ে এলাকায় একটি দোকান দিয়ে ব্যবসা শুরু করে। তার ব্যবসা করা সেবা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কাজ। ব্যবসা ছাড়াও সে মাঠে সবজি চাষ, পুকুরে মাছ চাষ ও বাড়িতে গরু-ছাগল লালন-পালন করে। তার এই কাজগুলো কৃষি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলির বৈশিষ্ট্য বহন করে। সুতরাং, হোসেন তার দোকান এবং কৃষিকাজ দ্বারা সেবা ও কৃষি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদন করে।

ঘ উদ্দীপকে শরীফের ক্ষেত্রে অর্থনীতির সঞ্চয় ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে।
মানুষ আয় করে ভোগ করার জন্য। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে অর্জিত আয়ের পুরোটাই মানুষ ভোগ করে না। আয়ের একটি অংশ রেখে দেয় কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। এই রেখে দেওয়া অংশের নাম সঞ্চয়। ধরো, তোমার বাবা এক মাসে দশ হাজার টাকা বেতন পান। নয় হাজার টাকা তোমাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। এখানে তোমার বাবা এক হাজার টাকা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়ের এ ধারণাটি সমীকরণ দিয়ে বোঝানো যায়। যেমন : $S = Y - C$ (যখন $Y > C$)
এখানে, S = সঞ্চয়, Y = আয়, C = ভোগ ব্যয়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব শরীফ একটি বেসরকারি অফিসে চাকরি করেন। তিনি প্রতি মাসে যে বেতন পান তা দ্বারা যাবতীয় খরচ মিটিয়ে কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন। এই জমাকৃত অর্থকেই সঞ্চয় বলা হয়।
সঞ্চয়ের কতকগুলো নির্ধারক রয়েছে। সেগুলোর ওপর ভিত্তি করেই মানুষ সঞ্চয় করে থাকে। ব্যক্তির সঞ্চয় যে বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করে সেগুলো হলো– (১) আয়ের পরিমাণ; (২) পারিবারিক দায়িত্ববোধ; (৩) দূরদৃষ্টি; (৪) সামাজিক নিরাপত্তা ও (৫) সুদের হার।

৫। কলিম উদ্দিন মিষ্টির দোকানে গিয়ে ১ম মিষ্টির জন্য ২০ টাকা দেয়। দোকানদার তাকে আরেকটি মিষ্টি খেতে বললে সে ১৫ টাকা দিতে রাজি থাকে। এভাবে পরবর্তী দুটি মিষ্টির জন্য সে যথাক্রমে ১০ ও ৫ টাকা দিতে রাজি থাকে। কিন্তু ৫ম মিষ্টির জন্য সে কোনো টাকা দিতে রাজি ছিল না।
ক. ভোক্তা কাকে বলে? ১
খ. শুধু উপযোগ নিঃশেষ করাই ভোগ নয়– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি যে বিধিকে নির্দেশ করে তা কিছু শর্ত মেনে চলে– তুমি কি উক্তিটির সাথে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো অবাধ সহজলভ্য দ্রব্য ছাড়া অন্য সব দ্রব্য ভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে তাকে ভোক্তা বলে।

খ সাধারণ অর্থে ভোগ বলতে কোনো দ্রব্য নিঃশেষ হওয়াকে বোঝালেও অর্থনীতিতে একটি দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ হওয়াকে ভোগ বোঝায়।
মানুষ কোনো জিনিস সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারে না। সে শুধু জিনিসটির আকার বা রূপ পরিবর্তন করে উপযোগ গ্রহণ করতে পারে। যেমন– আমরা ভাত, মাছ, কলম, ঘড়ি, জামাকাপড় ব্যবহার বা ভোগ করি। অর্থনীতিতে এই ভোগ বলতে শুধু দ্রব্যগুলো নিঃশেষ করাকে বোঝায় না; বরং এগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে উপযোগ নিঃশেষ করাকে বোঝায়। এ কারণে অভাব মোচন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে দ্রব্যের উপযোগ ধ্বংস করলে অর্থনীতেতে তাকে ভোগ বলা হয় না।

গ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তির সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে। উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ সূচি নির্ণয় করা হলো –
উপযোগ সূচি –

মিষ্টির একক	প্রান্তিক উপযোগ	মোট উপযোগ
১	২০	২০
২	১৫	২০ + ১৫ = ৩৫
৩	১০	৩৫ + ১০ = ৪৫
৪	৫	৪৫ +৫ = ৫০
৫	০	৫০ + ০ = ৫০

ওপরের সূচিতে দেখা যায়, কলিম উদ্দিন ১ম একক মিষ্টির জন্য ২০ টাকা দেয়। ২য় একক কেনার ১ম ও ২য় এককের মোট উপযোগ ৩৫ টাকা। এভাবে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম এককে মোট উপযোগ যথাক্রমে ৪৫, ৫০ ও ৫০ টাকা। ৫ম এককে কলিম উদ্দিনের কোন প্রান্তিক উপযোগ না থাকায় মিষ্টির জন্য অতিরিক্ত টাকা দিতে চায় না।

ঘ উদ্দীপকটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিকে নির্দেশ করে। এ বিধিটি কিছু শর্ত মেনে চলে বলে আমি মনে করি।
ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে, তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত কমে যেতে থাকে। ভোগের একক বাড়ার ফলে প্রান্তিক উপযোগ কমে যাওয়ার এ প্রবণতাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কতগুলো শর্তের উপর নির্ভরশীল। এই শর্তগুলোর ব্যতিক্রম ঘটলে বিধিটি কার্যকর হয় না।

উদ্দীপকের সূচিটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির সাথে সম্পর্কিত। এ বিধিটি কার্যকর হওয়ার জন্য কিছু শর্ত মেনে চলে। তা হলো– ১. ভোক্তা হবে স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন; ২. ভোক্তা চাইলে দ্রব্যের উপযোগ অর্থ দিয়ে পরিমাপ করতে পারে; ৩. দ্রব্যের দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হবে; ৪. দ্রব্যটি ভোগ করার সময় ভোক্তার আয়, রুচি এবং পছন্দের পরিবর্তন হবে না; ৫. নির্দিষ্ট সময় বিবেচ্য। যখন এ শর্তগুলোর ব্যতিক্রম ঘটবে তখন আর বিধিটি কার্যকর হবে না।

সুতরাং বলা যায়, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কিছু শর্ত মেনে চলে।

৬।

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (কেজি)	যোগানের পরিমাণ (কেজি)
৪	২৪	৮
৮	১৬	১৬
১২	৮	২৪

ক. যোগান কাকে বলে? ১

খ. চাহিদা বিধি কি সব সময় কার্যকর? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. চিত্রের সাহায্যে উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য ব্যবহার করে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন বিক্রেতা কোনো একটি দ্রব্যের যে পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রয় করতে ইচ্ছুক থাকে, তাকে যোগান বলে।

খ চাহিদা বিধি সর্বদা কার্যকর হয় না।

চাহিদা বিধিতে ক্রেতার রুচি, অভ্যাস ও পছন্দের কোনো পরিবর্তন হবে না এবং ক্রেতার আয় ও বিকল্প দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকবে ইত্যাদি। এসব বিষয়ের যেকোনো একটির পরিবর্তন হলে চাহিদা বিধিটি কার্যকর হয় না।

গ উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো –

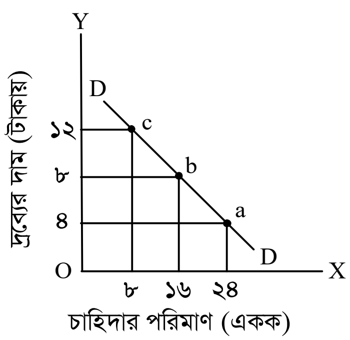

চাহিদার পরিমাণ (একক)

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) চাহিদার পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে (OY) দ্রব্যের দাম নির্দেশিত। দ্রব্যের দাম যখন ৪ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ২৪ একক। যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। দাম বেড়ে যখন ৮ ও ১২ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ যথাক্রমে ১৬ ও ৮ একক। যা b ও c বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে DD রেখা পাওয়া যায়। DD রেখাই প্রদত্ত সূচির আলোকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

ঘ উদ্দীপকের সূচির আলোকে রেখাচিত্র অঙ্কন করে পণ্যটির ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো–

যে দামে দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগান সমান হয় তাকে ভারসাম্য দাম বলে। ভারসাম্য দামে যে পরিমাণ দ্রব্য কেনা-বেচা হয় তাকে ভারসাম্য পরিমাণ বলে।

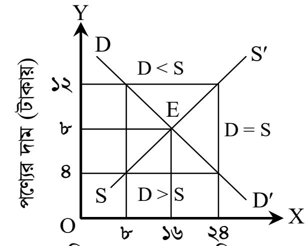

চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ (একক)

চিত্র : ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ

চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে পণ্যের দাম নির্দেশ করা হয়েছে। আর DD′ ও SS′ হলো যথাক্রমে বিবেচ্য চাহিদা ও যোগান রেখা। দ্রব্যের দাম ৪ টাকা হলে এর চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ যথাক্রমে ২৪ ও ৮ একক। এখানে চাহিদার পরিমাণ বেশি তবে দ্রব্যের যোগান কম। ফলে দাম বাড়বে। আবার, দাম যখন ১২ টাকা তখন চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ যথাক্রমে ৮ ও ২৪ একক। অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি। সুতরাং, এক্ষেত্রে দাম কমবে। কিন্তু দাম যখন ৮ টাকা তখন চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ সমান অর্থাৎ ১৬ একক, যা E বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরস্পর সমান হওয়ায় E বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হবে। এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ হবে যথাক্রমে ৮ টাকা ও ১৬ একক।

৭। প্রবিন ঘোষ একজন ফুল ব্যবসায়ী। তিনি যশোরের গদখালী থেকে ফুল এনে কুমিল্লায় বিক্রি করেন। ফুলের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি নিজ এলাকায় ফুল চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি ২ একর জমি লিজ নিয়ে ফুল চাষ শুরু করেন। ফুল বাগান দেখাশোনার জন্য ৫ জন লোক নিয়োগ দেন। তাদের মধ্যে ২ জনের দায়িত্ব হলো গাছে পানি দেওয়া, ২ জনের দায়িত্ব হলো ফুল তুলে বাজারে বিক্রি করা, বাকি ১ জনের দায়িত্ব হলো পাহারা দেওয়া।

ক. উৎপাদন কাকে বলে? ১

খ. ফটোকপি মেশিন উৎপাদনের কোন ধরনের উপকরণ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. প্রবিন ঘোষের ফুল বিক্রির ক্ষেত্রে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রবিন ঘোষকে দক্ষ সংগঠক বলা যায় কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাই হলো উৎপাদন।

খ ফটোকপি মেশিন উৎপাদনের মূলধন উপকরণ।

মূলধন হলো মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত উৎপাদনের উপকরণ। এই উৎপাদিত উপকরণ মানুষ ভোগ না করে নতুন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করে। যেমন– যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কারখানা, অফিসের আসবাবপত্র প্রভৃতি।

গ প্রবিন ঘোষের ফুল বিক্রির ক্ষেত্রে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

কোনো দ্রব্যকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করার মাধ্যমে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করা যায়। যেমন– গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যের দাম গ্রামাঞ্চলে কম কিন্তু শহরাঞ্চলে বেশি।

তাই এসব দ্রব্যাদি গ্রাম থেকে শহরে এনে বিক্রি করলে উপযোগ বৃদ্ধি পায়। এভাবে দ্রব্যাদি স্থানান্তরের ফলে সৃষ্ট যে উপযোগের সৃষ্টি হয় সেটি স্থানগত উপযোগ।

উদ্দীপকে প্রবিন ঘোষ একজন ফুল ব্যবসায়ী। তিনি যশোরের গদখালী থেকে ফুল এনে কুমিল্লায় বিক্রি করেন। ফুলের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি নিজ এলাকায় ফুল চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যশোর থেকে কুমিল্লায় ফুল আনা স্থানগত পরিবর্তন। এর ফলে ফুলের দাম বৃদ্ধি পায়। ফুল স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করে। তাই বলা যায়, প্রবিন ঘোষ ফুল বিক্রির ক্ষেত্রে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের প্রবিন ঘোষকে দক্ষ সংগঠক বলা যায় বলে আমি মনে করি।

সংগঠককে সমন্বয়কারী বলা হয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাই হলো সংগঠন। এ কাজটি যে ব্যক্তি সম্পাদন করে থাকেন তাকে সংগঠক বলে। একজন সফল সংগঠক নিজে উৎপাদনের সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ঝুঁকি বহন করেন। অতঃপর তিনি সে অনুযায়ী ব্যবসায় পরিচালনা করেন।

উদ্দীপকে প্রবীন ঘোষ একজন ফুল ব্যবসায়ী। তিনি যশোরের গদখালী থেকে ফুল এনে কুমিল্লায় বিক্রি করেন। ফুলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি নিজ এলাকায় ফুল চাষের উদ্যোগ নেন। এজন্য তিনি ৫ জন লোক নিয়োগ দিয়ে তাদের মাঝে কাজ বণ্টন করেন। তার এই দায়িত্বশীলতা দক্ষ সংগঠকের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

একজন সফল সংগঠকের কিছু গুণ থাকতে হয়। উৎপাদন পরিচালনা এবং উৎপাদনের ঝুঁকি বহনকারী হিসেবে সংগঠন মুনাফা অর্জন করে থাকে। উদ্দীপকের প্রবীন ঘোষের মধ্যে দক্ষ সংগঠকের সবকয়টি গুণই বিদ্যমান। তাই সাংগঠনিক ক্ষমতার বিচারে তাকে একজন সফল সংগঠক বলা যায়।

৮।

ভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	শ্রম (ঘণ্টা)	মোট উৎপাদন (মণ)
১	১	৮
১	২	২০
১	৩	৩০
১	৪	৩৬
১	৫	৪০
১	৬	৪২
১	৭	৪২
১	৮	৪০

ক. প্রান্তিক উৎপাদন কাকে বলে? ১

খ. জাপানে ভূমি ও শ্রমের তুলনায় মূলধনের গুরুত্ব বেশি কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় করে মোট ও প্রান্তিক উৎপাদনের সম্পর্ক দেখাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক একক উৎপাদনের উপকরণ পরিবর্তনের অর্থাৎ শ্রম বা মূলধন পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে।

খ উৎপাদন ব্যবস্থা মুলধন নিবিড় হওয়ায় জাপানে ভূমি ও শ্রমের তুলনায় মূলধনের গুরুত্ব বেশি।

জাপানে ভূমির পরিমাণ তুলনামূলক কম এবং শ্রমের চাহিদা কম। উৎপাদন বৃদ্ধি করতে জাপান মূলধন নিবিড় দ্রব্যে বিনিয়োগ করে থাকে। প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা কাজে লাগিয়ে মূলধন নিবিড় দ্রব্যের উৎপাদন বেশি করে। তাই, জাপানে ভূমি ও শ্রমের তুলনায় মূলধনের গুরুত্ব বেশি।

গ বিভিন্ন উপকরণ নিয়োগের দ্বারা যে পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায়, তাকে মোট উৎপাদন বলে।

ভূমি স্থির রেখে প্রতি একক শ্রম বৃদ্ধি পেলে পূর্বের তুলনায় অধিক উৎপাদন হয়। উপকরণ নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ হয়। এরপর অতিরিক্ত উপকরণ নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন হ্রাস পায়।

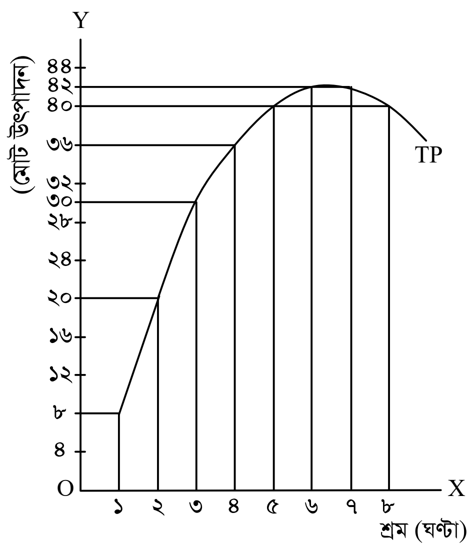

চিত্র : মোট উৎপাদন রেখা

চিত্রে ১ম একক শ্রমের উৎপাদন ৮ মণ। ২য় একক শ্রমে মোট উৎপাদন হয় ২০ মণ। এভাবে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ একক শ্রমে মোট উৎপাদন (TP) যথাক্রমে ৩০, ৩৬, ৪০ ও ৪২ মণ। ৭ম একক শ্রম নিয়োগ মোট উৎপাদন সর্বোচ্চ ৪২ মণ। ৮ম একক শ্রমে মোট উৎপাদন হ্রাস পেয়ে ৪০ মণ হয়।

ঘ উৎপাদন ব্যবস্থায় মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে।

বিভিন্ন উপকরণ নিয়োগের দ্বারা যে উৎপাদন পাওয়া যায় তাই মোট উৎপাদন। অন্যদিকে অতিরিক্ত এক একক উপাদান নিয়োগের ফলে মোট উৎপাদনে যে পরিবর্তন ঘটে তাই প্রান্তিক উৎপাদন।

ভূমির পরিমাণ	শ্রম	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১	১	৮	৮
১	২	২০	১২
১	৩	৩০	১০
১	৪	৩৬	৬
১	৫	৪০	৪
১	৬	৪২	২
১	৭	৪২	০
১	৮	৪০	− ২

উদ্দীপকের সূচিতে লক্ষ করা যায়, উৎপাদনের শুরুতে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান। অর্থাৎ ৮ একক। এরপর ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম একক শ্রম নিয়োগে মোট উৎপাদন যথাক্রমে ২০, ৩০, ৩৬, ও ৪০ একক। অন্যদিকে প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে ১২, ১০, ৬ ও ৪ একক। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন প্রথমে ক্রমবর্ধমান পরবর্তীতে ক্রমহ্রাসমান হয়।

উৎপাদনক্ষেত্রে প্রথমদিকে উপকরণ নিয়োগ বাড়ালে মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। এ সময় প্রান্তিক উৎপাদনও ক্রমবর্ধমান হয়। এরপর উপকরণ নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন ও ক্রমবর্ধমান হয়। এরপর উপকরণ নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন বাড়লেও প্রান্তিক উৎপাদন কমতে থাকে। আর মোট উৎপাদন সর্বোচ্চ প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য হয়। আবার মোট উৎপাদন কমতে থাকলে প্রান্তিক উৎপাদন ঋণাত্মক হয়। এটি উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়। সুতরাং বলা যায়, মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক আছে।

৯। A দেশের মোট ভোগ ব্যয় ৫০০ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ব্যয় ১০০ কোটি টাকা, মোট সরকারি ব্যয় ৫০ কোটি টাকা, প্রবাসে কর্মরত দেশিয় নাগরিকদের আয় ২০ কোটি টাকা এবং দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় ১০ কোটি টাকা।

ক. আয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্রটি লেখো। ১

খ. মাথাপিছু জিডিপি হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের প্রধান সূচক– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে নিট উপাদান আয় নির্ণয় করো। ৩

ঘ. যদি দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় দ্বিগুণ হয় তাহলে জাতীয় আয় কি একই থাকবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক আয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্রটি হলো –

$Y = \Sigma$ খাজনা + Σ মজুরি + Σ সুদ + Σ মুনাফা।

খ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের প্রধান সূচক হলো মাথাপিছু GDP।

মাথাপিছু জিডিপি বলতে জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপিকে বুঝায়। এ দ্বারা দেশটি কি উন্নত নাকি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল তা নির্ণয় করা যায়। যদি মাথাপিছু জিডিপি একটি নির্দিষ্ট স্তরের বেশি হয় তবে বুঝতে হবে দেশটি উন্নত। আর যদি তা থেকে কম হয় তবে বুঝতে হবে দেশটি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল। এ জন্যই বলা হয়, মাথাপিছু আয় হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের প্রধান সূচক।

গ প্রবাসে কর্মরত দেশীয় নাগরিকদের আয় এবং দেশে অবস্থানরত বিদেশির আয় হতে নিট উপাদান আয় নির্ণয় করা যায়।

একটি দেশের নাগরিকগণ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে অর্থ আয় করে। আবার বিদেশি নাগরিকগণ দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে অর্থ আয় করে। এই দুটি আয়ের বিয়োগফলই নিট উপাদান আয়। নিট উপাদান আয় দ্বারা একটি দেশের প্রাপ্ত রেমিট্যান্স প্রকাশ করা হয়।

উদ্দীপকে A দেশের প্রবাসে কর্মরত দেশীয় নাগরিকদের আয় ২০ কোটি টাকা। দেশে অবস্থানরত বিদেশির আয় ১০ কোটি টাকা।

নিট উপাদান = প্রবাসে কর্মরত দেশীয় নাগরিকদের আয় − দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয়

= ২০ কোটি − ১০ কোটি

= ১০ কোটি টাকা

সুতরাং, নিট উপাদান আয় = ১০ কোটি টাকা।

ঘ দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় দ্বিগুণ হলে জাতীয় আয় হ্রাস পাবে।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের সকল নাগরিক কর্তৃক উপার্জিত আয়কে মোট জাতীয় আয় বলে। মোট জাতীয় আয় = নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য + বিদেশে কর্মরত দেশীয়দের আয় − দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয়।

উদ্দীপকে A দেশের মোট ভোগ ব্যয় ৫০০ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ব্যয় ১০০ কোটি টাকা, মোট সরকারি ব্যয় ৫০ কোটি টাকা। প্রবাসে কর্মরত দেশীয়দের আয় ২০ কোটি টাকা এবং দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় ১০ কোটি টাকা।

A দেশের জিডিপি = ভোগ ব্যয় + বিনিয়োগ ব্যয় + সরকারি ব্যয়
= (৫০০ + ১০০ + ৫০) কোটি টাকা
= ৬৫০ কোটি টাকা।

মোট জাতীয় আয় = মোট দেশজ উযৎপাদন + নিট উপাদান আয়
= ৬৫০ কোটি + (২০ কোটি − ১০ কোটি)
= ৬৬০ কোটি টাকা।

দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় দ্বিগুণ হলে,

মোট জাতীয় আয় = ৬৫০ + ২০ − (১০ × ২) কোটি টাকা
= ৬৫০ কোটি টাকা।

গাণিতিকভাবে দেখা যায়, দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় ১০ কোটি থাকাকালীন জাতীয় আয় ৬৬০ কোটি টাকা। বিদেশিদের আয় দ্বিগুণ হলে তা ৬৫০ কোটি হয়ে যায়। সুতরাং, দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় দ্বিগুণ হলে জাতীয় আয় হ্রাস পায়।

১০। আবুল হাশেম একজন বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি বহুদিন ধরে ওমানে অবস্থান করেন। সেখানে তার একটি দোকান রয়েছে। দোকান থেকে তিনি যে আয় করেন তার কিছু অংশ নিজের ভরণ-পোষণের জন্য রেখে বাকিটা নিজ দেশে প্রেরণ করেন, যা দিয়ে তার পরিবারের সদস্যরা সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করেন।

ক. দ্বৈত গণনা সমস্যা বলতে কী বোঝায়? ১

খ. মূলধনী লাভ-ক্ষতি জিডিপি পরিমাপে অন্তর্ভুক্ত হয় না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আবুল হাশেমের প্রেরিত অর্থ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের কোন ধারণার অন্তর্ভুক্ত হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আবুল হাশেমের দোকান থেকে প্রাপ্ত আয় উভয় দেশের জিডিপিকে প্রভাবিত করবে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক GDP নির্ণয়ে চূড়ান্ত দ্রব্যের সাথে পুরাতন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্য গণনা করা হলে তাকে দ্বৈত গণনা সমস্যা বলে।

খ সময়ের পরিবর্তনে জাতীয় সম্পদের বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উপকরণ বা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পরিবর্তনের ফলে লাভ বা ক্ষতি হতে পারে। এ লাভ বা ক্ষতি জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না। কারণ, সময়ের ব্যবধানে সম্পদের মূল্য পরিবর্তনজনিত লাভ বা ক্ষতি জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে না। তাছাড়া এ লাভ-ক্ষতি শুধু কাগজ-কলমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লিপিবন্ধ করা হয়। যে প্রতিষ্ঠানের লাভ যতটুকু হয়, অন্য প্রতিষ্ঠানের এর সমপরিমাণ ক্ষতি হয়। এ কারণে জিডিপি পরিমাপে মূলধনী লাভ-ক্ষতির প্রভাব শূন্য হয়।

গ আবুল হাশেমের প্রেরিত অর্থ মোট জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।
কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিই হলো মোট জাতীয় আয়। জাতীয় আয় হিসাব করার সময় মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) সাথে নিট উপাদান আয় যোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে নিট উপাদান আয় বলতে একটি দেশের নাগরিকগণ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এবং বিদেশি নাগরিকগণ আলোচ্য দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এ দুয়ের বিয়োগফলকে বুঝায়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, আবুল হাশেম বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি বহুদিন ধরে ওমানে অবস্থান করেন। সেখানে তার একটি দোকান রয়েছে। দোকান থেকে যা আয় করেন তার একটি অংশ তিনি দেশে প্রেরণ করেন। এটি মূলত জিএনআই হিসেবে আমাদের দেশের জাতীয় আয়ের (জিএনআই) সাথে যুক্ত হয়। সুতরাং বলা যায়, আবুল হাশেমের প্রেরিত অর্থ এদেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় জিএনআই হিসেবে যোগ হয়।

ঘ উদ্দীপকে আবুল হাশেমের প্রাপ্ত আয় উভয় দেশের জিডিপিকে প্রভাবিত করবে না।
এক অর্থবছরে দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় বলে। আবার, এক অর্থবছরে কোনো দেমের অভ্যন্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বলা হয়।
উদ্দীপকে আবুল হাশেম বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি বহুদিন ধরে ওমানে কর্মরত আছেন। সেখানে তার একটি দোকান রয়েছে। দোকান থেকে উপার্জিত অর্থের একটি অংশ তিনি দেশে প্রেরণ করেন। তার প্রেরিত অর্থ বাংলাদেশের GNP এবং ওমানের GDP-তে অবদান রাখে। দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় GDP-কে প্রভাবিত করতে পারে। বিদেশে কর্মরত দেশীয় নাগরিকদের আয় GDP-কে প্রভাবিত করে না। কিন্তুGDP-তে অবদান রাখে। আবুল হাশেম ওমানে কর্মরত থাকায় তার প্রেরিত অর্থ ওমানে GDP-কে প্রভাবিত করবে তবে বাংলাদেশের GDP-তে প্রভাব ফেলবে না। সুতরাং বলা যায়, আবুল হাশেমের দোকান থেকে প্রাপ্ত আয় উভয় দেশের GDP-কে প্রভাবিত করবে না।

১১।

'ক' দেশ	'খ' দেশ
১. প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।	১. আমদানির পরিমাণ রপ্তানির চেয়ে বেশি।
২. শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তন।	২. অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি কৃষি।
৩. প্রযুক্তিজ্ঞানে স্বনির্ভর।	৩. ছদ্মবেশী বেকারত্বের উপস্থিতি।

ক. মানবসম্পদ কাকে বলে? ১
খ. শিক্ষা কীভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'ক' দেশটি উন্নয়নের মাপকাঠিতে কোন ধরনের দেশ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'খ' দেশটিকে 'ক' দেশে রূপান্তরকরণে তোমার সুপারিশ লেখ। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যার যে অংশ যখন শিক্ষা ও দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে পরিণত হয় তখন তাদেরকে মানবসম্পদ বলে।

খ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটানো দরকার। জনসংখ্যাকে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে হলে শিক্ষা প্রয়োজন। শিক্ষা মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম। কর্মসংস্থানের উপযোগী শিক্ষার প্রসার ঘটালে দেশের উন্নয়ন অনস্বীকার্য। শিক্ষিত লোক তাদের অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে। ফলে সে মানবসম্পদে রূপান্তর হয়।

গ 'ক' দেশটি উন্নয়নের মাপকাঠিতে উন্নত দেশ।
যেসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে এবং এই উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহত আছে, এমন দেশকে বলে উন্নত দেশ। এসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মানও যথেষ্ট বাড়ে। উন্নত দেশগুলো আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে। এ ধরনের দেশে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়।
উদ্দীপকের 'ক' দেশ প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। ফলে আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। এখানে শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তন হওয়ায় রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল। 'ক' দেশের এসব বৈশিষ্ট্যের সাথে উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যগুলোর মিল রয়েছে। কেননা উন্নত দেশগুলো তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করছে। এছাড়া শান্তিপূর্ণ সরকার পরিবর্তন এবং প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা কাজে লাগিয়ে মূলধন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে। সুতরাং, 'ক' দেশ হলো উন্নত দেশ।

ঘ 'খ' দেশকে 'ক' নামক উন্নত দেশের পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে ক্রমাগত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।
উন্নয়নশীল দেশে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মসূচি নেওয়া জরুরি। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলে অর্থনীতি গতিশীল হবে। এতে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বাড়বে। ফলে দেশটি এক সময় উন্নত দেশের সমপর্যায়ে উন্নীত হবে।
উদ্দীপকের 'ক' নামক রাষ্ট্রে বড় বড় বহুতল ভবন ও উন্নত প্রযুক্তি সমৃদ্ধ রেল ও বিমান রয়েছে। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় 'ক' নামক দেশটিকে উন্নত দেশ বলা যায়। সাধারণত উন্নয়নশীল দেশগুলো অধিকমাত্রায় কৃষিনির্ভর হয়ে থাকে। 'খ' নামক দেশকে উন্নত দেশের পর্যায়ে নিতে হলে কৃষির ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে শিল্পনির্ভর করতে হবে। পাশাপাশি পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় বাড়বে। এভাবে অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে 'খ' দেশকে 'ক' দেশটির পর্যায়ে উন্নীত করা যাবে।

সিলেট বোর্ড–২০২৩

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়– ৩০ মিনিট — পূর্ণমান– ৩০

*[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) কালোকালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]*

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. বাণিজ্যবাদের উদ্ভব ঘটে–
ক ইংল্যান্ডে খ জার্মানীতে গ আমেরিকায় ঘ অস্ট্রেলিয়া

২. উৎপত্তির দিক থেকে সম্পদ কত প্রকার?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৩. বাংলাদেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক কর্ণফুলি খ মাতামহরী গ ফেনী ঘ সুরমা

☐ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত ২০২০ সালের একটি প্রতিবেদন দেখে রহমান জানতে পারে 'ক' দেশের মাথাপিছু আয় ৬৫০৫১ মার্কিন ডলার।

৪. অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক দিয়ে 'ক' দেশটি কোন শ্রেণিভুক্ত?
ক উন্নয়নশীল খ অনুন্নত গ স্বল্পোন্নত ঘ উন্নত

৫. উক্ত দেশের মাথাপিছু আয় বেশি হবার কারণে
i. জীবনযাত্রার মান উন্নত
ii. শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা বেশি
iii. উন্নত নাগরিক সুবিধা লাভ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. মুদ্রাস্ফীতি কী?
ক মূল্যস্তর হ্রাস খ মূল্যস্তর বৃদ্ধি
গ যোগানস্তর বৃদ্ধি ঘ চাহিদাস্তর বৃদ্ধি

৭. অবাধলভ্য দ্রব্য কোনটি?
ক আলো, বাতাস খ চেয়ার, টেবিল গ ঘর-বাড়ি ঘ খাদ্য, বস্ত্র

৮. নিচের কোনটি মূল্যবান বৃক্ষ?
ক গরান খ শিমুল গ চাপা ঘ বাঁশ

৯. "অর্থনীতি মানব জীবনের সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে"– সংজ্ঞাটি প্রদান করেন–
ক এল. রবিন্স খ অধ্যাপক মার্শাল গ এডাম স্মিথ ঘ এরিস্টটল

১০. অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য কী?
ক মানুষের কল্যাণ সাধন করা খ সম্পদ আহরণ
গ ঘড়-বাড়ি স্থাপন ঘ চাষাবাদ

১১. শ্রমিকের বেতন কোন ধরনের ব্যয়?
ক প্রকাশ খ অপ্রকাশ্য গ মোট ঘ প্রকৃত

১২. অর্থনীতিতে উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে কী বলে?
ক ভোগ খ বণ্টন গ উৎপাদন ঘ অভাব

১৩. প্রযুক্তির উন্নয়ন বলতে বুঝায়–
i. দক্ষতার উন্নয়ন ii. নতুন সম্ভাবনা iii. নতুন আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪. চাহিদার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান–
ক উপযোগ ও মূল্য খ সময় ও দাম
গ যোগান ও চাহিদা ঘ উৎপাদন ও মজুদ

১৫. GNP এর পূর্ণরূপ কী?
ক Gross National Product খ Gross Net Product
গ Gross Net Production ঘ National Gross Product

১৬. বিনিয়োগ কিসের উপর নির্ভর করে?
ক উৎপাদনের খ সঞ্চয়ের গ সম্পদের ঘ উপযোগের

১৭. কখন সরকারি হস্তক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়ে?
ক ভোগ বেড়ে গেলে খ বাজার ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে
গ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হলে ঘ চাহিদা ও যোগান সমান হলে

১৮. কোন দ্রব্য একাধিকবার উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়?
ক অস্থায়ী খ মূলধনী গ মধ্যবর্তী ঘ চূড়ান্ত

১৯. অনুন্নত দেশের বেশির ভাগ মানুষ কোথায় বাস করে?
ক শহরে খ গ্রামে গ বস্তিতে ঘ নদীর ধারে

২০. উপযোগ হলো–
i. অভাব পূরণের ক্ষমতা ii. দ্রব্যের উপকারিতা
iii. একটি মানসিক ধারণা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. জি.ডি.পি কে মূলত কতভাগে পরিমাপ করা যায়?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

☐ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রবিনের কিছু মূলধন, একটি পুকুর, কিছু মাছের পোনা ও দক্ষ শ্রমিক আছে।

২২. রবিন নিচের কোনটি প্রয়োগ করে উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে?
ক ভূমি খ শ্রম গ মূলধন ঘ সংগঠন

২৩. সংগঠনের মূল কাজ হলো–
i. উদ্যোগ গ্রহণ ii. মুনাফা অর্জন iii. ঝুঁকি গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হলো–
ক মূলধন খ ভূমি গ শ্রম ঘ উদ্যোক্তা

২৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো–
ক শিল্প খ বাণিজ্য
গ দক্ষ মানব সম্পদ ঘ ভৌগোলিক অবস্থা

☐ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৬ ও ২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাফিয়া যে দেশে বাস করে সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত। দেশটি প্রাকৃতিক সম্পদেও সমৃদ্ধ।

২৬. রাফিয়ার দেশটি কোন ধরনের?
ক উন্নত খ অনুন্নত গ উন্নয়ন শীল ঘ স্ব-নির্ভর দেশ

২৭. রাফিয়ার দেশটি দক্ষ জনশক্তি গঠনে যে ধরনের ভূমিকা রাখে–
i. উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ii. প্রশিক্ষণ iii. গবেষণা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ–
i. শিল্প কারখানার কাজ ii. পোশাক শিল্পের কাজ
iii. রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. কাঁচামাল কোন ধরনের সম্পদ?
ক প্রাকৃতিক খ সামাজিক গ উৎপাদিত ঘ ব্যক্তিগত

৩০. চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়–
i. কাচ তৈরিতে ii. সাবান তৈরিতে iii. বাসনপত্র তৈরিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর																														
	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

সিলেট বোর্ড–২০২৩

অর্থনীতি (সৃজনশীল) বিষয় কোড 1 4 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। **উদ্দীপক-১ :** রোমান 'ক' দেশে বসবাস করেন। সে তার ইচ্ছানুযায়ী সম্পদ ভোগ করে থাকেন। শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে কোনো সরকারি বিধি-নিষেধ নাই।

উদ্দীপক-২ : সুমন ও সাহেদ 'খ' দেশে বসবাস করেন। সুমন সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। অন্যদিকে সাহেদ বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিয়োজিত।

ক. অ্যাডাম স্মিথের অর্থনীতির সংজ্ঞাটি লেখ। ১
খ. সুযোগ ব্যয় বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' দেশের অর্থব্যবস্থা কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে-২ এর অর্থব্যবস্থাকে কি উন্নত অর্থব্যবস্থা বলা যায়? তোমার মতামতের ব্যাখ্যা দাও। ৪

২। মিঃ 'X' বলেন– ইহা জাতির সম্পদের ধরন ও কারণ অনুসন্ধান করে।
মিঃ 'Y' বলেন– ইহা মানবজীবনের সাধারণ কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে।
মিঃ 'Z' বলেন– ইহা অসীম অভাব এবং সীমিত সম্পদের মধ্যে সমন্বয় কার্যাবলি আলোচনা করে।

ক. মুদ্রাস্ফীতি বলতে কী বোঝায়? ১
খ. দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি হয় কেন? ২
গ. 'Z' ব্যক্তি যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তা উল্লেখ করে সংজ্ঞাটির বৈশিষ্ট্য লেখ। ৩
ঘ. 'X' ও 'Y' মতবাদের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। জহির মিয়া একজন কৃষক। তিনি পেঁয়াজের কেজি যখন ৩০ টাকা, তখন ১০ কুইন্টাল পেঁয়াজ বিক্রি করেন। দাম বেড়ে ৩৫ টাকা হলে বিক্রির পরিমাণ বাড়ায়ে ১৫ কুইন্টাল করেন। পেঁয়াজের দাম যখন আরও বেড়ে ৪০ টাকা হয়, তখন সরবরাহ আরও বাড়ায়ে ২০ কুইন্টাল করেন। অতপর বাজারে পেঁয়াজের দাম কমতে শুরু করে। বাজারে কিছু পেঁয়াজ অবিক্রিত থেকে যায়।

ক. ভোক্তা বলতে কী বুঝায়? ১
খ. উপযোগকে কীভাবে ভোগ্য পণ্য থেকে আলাদা করবে? ২
গ. জহির মিয়ার পেঁয়াজের যোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বাজারে দাম কমতে থাকলে জহির মিয়ার পেঁয়াজের যোগানে কি পরিবর্তন হবে? যোগান রেখার প্রকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর। ৪

৪। A ⟶ পর্যাপ্ত মূলধন, উন্নত কারিগরি জ্ঞান, স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা।
B ⟶ স্বল্প মূলধন, উদ্যোক্তার অভাব, দুর্বল অর্থনৈতিক অবকাঠামো।

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে কী বুঝায়? ১
খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে দক্ষ মানবশক্তি প্রয়োজন কেন? ২
গ. 'A' দেশ উন্নয়নের মাপকাঠিতে কোন ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'B' দেশের অবস্থান উল্লেখ কর এবং অবস্থার উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায় বিশ্লেষণ কর। ৪

৫।

এভারেস্ট শৃঙ্গ, কীর্তিনাশা, মেঘনা	রেশমি কাপড়, সেলাই মেশিন	কবিতা লিখতে পারা, শিল্প উদ্যোগের সাংগঠনিক ক্ষমতা
X	Y	Z

ক. আয় কী? ১
খ. মানুষের অভাব পূরণে সমস্যা হয় কেন? ২
গ. 'Y' সম্পদ কোন ধরনের? অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে এর ভূমিকা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'X' ও 'Z' এর সম্পদগুলোর প্রকৃতি নির্ণয় করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ৪

৬। নিম্নে করিমের গম উৎপাদনের একটি সূচি দেওয়া হলো :

ভূমি (হেক্টর)	শ্রমিকের সংখ্যা	উপকরণ সংমিশ্রণ	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
২	১	P	৩০	৩০
২	২	Q	৫৪	?
২	৩	R	৭০	?
২	৪	S	৭৮	?
২	৫	T	৭৮	?

ক. বিনিয়োগ কী? ১
খ. সেবাগত উপযোগ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সূচিতে '?' চিহ্নিত স্থানে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৫ম শ্রমিক নিয়োগে পান্তিক উৎপাদন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সূচিটির প্রান্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে কার্যকর বিধিটি চিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। GDP = C + I + G + (X – M) .... (১)
(s) (r)
NNI = GNI – [?] .... (২)

ক. মাথাপিছু ডিজিপি কাকে বলে? ১
খ. ডিজিপি নির্ধারণে মাধ্যমিক দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত নয় কেন? ২
গ. '২' নং সমীকরণের [?] ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কী মনে কর ১নং সমীকরণে 's' এর জন্য 'r' অত্যাবশ্যক? (r) অংশের মান ঋণাত্মক হলে কী হবে? ব্যাখ্যা কর। ৪

৮। ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা গাজীপুরে অবস্থিত ন্যাশনাল পার্কে শিক্ষা সফরে যায়। সেখানে তারা শাল-গজারি বৃক্ষ দেখতে পায়। অপরপক্ষে বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সমুদ্র উপকূলে একটি বনাঞ্চলে শিক্ষা সফরে যায়। সেখানে পৃথিবী বিখ্যাত পশু বাস করে। বন কর্মকর্তার যোগ্যতা ও দক্ষতা লক্ষণীয়। তারা কিছু যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করে।

ক. উপযোগ কাকে বলে? ১
খ. উৎপাদিত সম্পদ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দেখা বৃক্ষ কোন ধরনের সম্পদ? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দেখা বনাঞ্চলের বিবরণ দাও এবং তাদের দেখা সম্পদের উৎপত্তিগত শ্রেণিবিভাগ কর। ৪

৯।

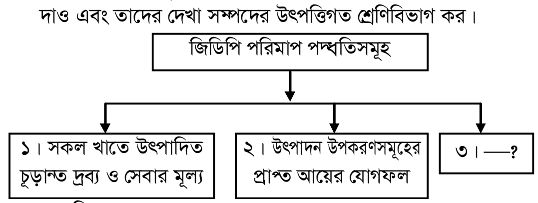

ক. মাথাপিছু আয় কাকে বলে? ১
খ. মোট জাতীয় আয় বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের ৩নং পদ্ধতি চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ১নং ও ২নং পদ্ধতিতে পরিমাপকৃত একই হবে না ভিন্ন ভিন্ন হবে? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০। নিম্নের সূচটি লক্ষ কর :

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	যোগানের পরিমাণ (একক)
১০০	১০০০
১৫০	২০০০
২০০	৩০০০

ক. ভোগ কাকে বলে? ১
খ. চাহিদা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের সূচি থেকে একটি যোগান রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দাম ও যোগান উৎপাদন ও বাজারের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলবে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। অর্থনীতিবিদ মি. জনসন বিশ বছর পর আবার বাংলাদেশে বেড়াতে আসেন। তিনি লক্ষ করেন যে, বাংলাদেশের কৃষিতে এখন আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত এবং শিল্পের প্রসার ঘটেছে। যদিও তার নিজের দেশের মূলধনের যোগান পর্যাপ্ত, প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীল অবস্থা বিদ্যমান।

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কী? ১
খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মি. জনসনের দেশটি কোন ধরনের দেশের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ– উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	K	২	L	৩	K	৪	N	৫	N	৬	L	৭	K	৮	K	৯	L	১০	K	১১	K	১২	M	১৩	M	১৪	L	১৫	K
	১৬	L	১৭	L	১৮	L	১৯	L	২০	N	২১	L	২২	N	২৩	M	২৪	N	২৫	M	২৬	K	২৭	N	২৮	N	২৯	M	৩০	K

সৃজনশীল

১। **উদ্দীপক-১ :** রোমান 'ক' দেশে বসবাস করেন। সে তার ইচ্ছানুযায়ী সম্পদ ভোগ করে থাকেন। শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে কোনো সরকারি বিধি-নিষেধ নাই।

উদ্দীপক-২ : সুমন ও সাহেদ 'খ' দেশে বসবাস করেন। সুমন সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। অন্যদিকে সাহেদ বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিয়োজিত।

ক. অ্যাডাম স্মিথের অর্থনীতির সংজ্ঞাটি লেখ। ১
খ. সুযোগ ব্যয় বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' দেশের অর্থব্যবস্থা কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে-২ এর অর্থব্যবস্থাকে কি উন্নত অর্থব্যবস্থা বলা যায়? তোমার মতামতের ব্যাখ্যা দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি হলো– "অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যা জাতিসমূহের সম্পদের ধরন ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে।"

খ কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করতে হয়, এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো অন্য দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয়।
পণ্য নির্বাচন সমস্যা থেকেই সুযোগ ব্যয় ধারণার উদ্ভব। সুযোগ ব্যয়কে দুটি দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়ও বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এক বিঘা জমিতে ধান চাষ করলে দশ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করা যায়। আবার পাট চাষ করলে পাঁচ কুইন্টাল পাট উৎপাদন করা যায়। এক্ষেত্রে দশ কুইন্টাল ধানের সুযোগ ব্যয় হলো পাঁচ কুইন্টাল পাট।

গ উদ্দীপকে 'ক' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।
ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণগুলো ব্যক্তিমালিকানায় থাকে এবং সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যই হলো মুনাফা অর্জন। এখানে ভোক্তা তার নিজস্ব সামর্থ্য, রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো দ্রব্য ভোগ করতে পারে। ভোক্তার চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে উৎপাদনকারী উৎপাদনের পরিমাণ এবং যোগান নির্ধারণ করে। উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। ফলে কী, কোথায়, কীভাবে উৎপাদন করা হবে সেই সিদ্ধান্ত ব্যক্তি নিজে গ্রহণ করে। এসব বিষয়ে সরকার হস্তক্ষেপ করে না।
উদ্দীপক-১ এ রোমান 'ক' দেশে বসবাস করেন। সে তার ইচ্ছানুযায়ী সম্পদ ভোগ করেন। শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে কোনো সরকারি হস্তক্ষেপ/বিধি-নিষেধ নেই। যা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের 'ক' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

ঘ উদ্দীপক-২ এর অর্থব্যবস্থা হলো মিশ্র অর্থব্যবস্থা। এটিকে একটি উন্নত অর্থব্যবস্থা বলা যায়।
মিশ্র অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থা, বিনিয়োগ, সম্পদের মালিকানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতের উপস্থিতি স্বীকৃত। এ অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার পছন্দকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাজারে ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয় এবং তারা পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্য ভোগ করতে পারে। অপরদিকে, সরকার জনগণের সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে জীবনযাত্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
উদ্দীপক-২ এ সুমন ও সাহেদ 'খ' দেশে বসবাস করেন। এদেশে সুমন সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। অন্যদিকে, সাহেদ বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। যা মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সংমিশ্রণ মিশ্র অর্থব্যবস্থা। কাজেই এখানে উভয় অর্থব্যবস্থার ত্রুটিগুলো পরিহার করে এবং গুণগুলো গ্রহণ করে উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব। আমরা জানি, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় বণ্টন ক্ষেত্রেও সরকারি ও বেসরকারি খাতের কর্তৃত্ব লক্ষ করা যায়। এখানে বেসরকারি উদ্যোগে যে কর্মকান্ড সংগঠিত হয় তা মুনাফাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। আবার সরকারি উদ্যোগে যে বণ্টন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার লক্ষ্য থাকে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা, শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা টেকসই সামাজিক উন্নয়ন সাধন ইত্যাদি। সুতরাং সার্বিক এসব দিক বিবেচনা করলে মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে একটি উন্নত অর্থব্যবস্থা বলা যায়।

২। মিঃ 'X' বলেন– ইহা জাতির সম্পদের ধরন ও কারণ অনুসন্ধান করে।
মিঃ 'Y' বলেন– ইহা মানবজীবনের সাধারণ কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে।
মিঃ 'Z' বলেন– ইহা অসীম অভাব এবং সীমিত সম্পদের মধ্যে সমন্বয় কার্যাবলি আলোচনা করে।

ক. মুদ্রাস্ফীতি বলতে কী বোঝায়? ১
খ. দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি হয় কেন? ২
গ. 'Z' ব্যক্তি যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তা উল্লেখ করে সংজ্ঞাটির বৈশিষ্ট্য লেখ। ৩
ঘ. 'X' ও 'Y' মতবাদের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন স্থির থেকে স্বল্প সময়ের মধ্যে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার প্রবণতাই হলো মুদ্রাস্ফীতি।

খ মানুষের অভাব অনেক এবং সম্পদ সীমিত। তাই সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের সকল অভাব পূরণ হয় না। এ কারণেই মানুষের অভাব পূরণের ক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্যতা দেখা যায়। অর্থনীতিতে এটিকে সম্পদের

দুষ্প্রাপ্যতা বলে। সম্পদের স্বল্পতা থেকেই দুষ্প্রাপ্যতার উদ্ভব। মানুষের অভাব অসীম এবং সম্পদ সীমিত। মানুষ অনেক অভাব থেকে কয়েকটি অভাব পূরণ করে। অভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে মানুষ অভাব পূরণ করে। অতিপ্রয়োজনীয় অভাব মানুষ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণ করে। আর এটিই হলো অভাব নির্বাচন বা বাছাই।

গ 'Z' ব্যক্তি তথা অধ্যাপক এল. রবিন্স যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তা উল্লেখ করে সংজ্ঞাটির বৈশিষ্ট্য নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো –
অধ্যাপক এল. রবিন্স অর্থনীতির অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, "অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য উপকরণসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলি আলোচনা করে।" এ সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :
(১) মানুষের অভাব অসীম এবং অভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ বিভিন্ন রকমের। (২) অভাব পূরণকারী সম্পদ ও সময় খুবই সীমিত। (৩) অসীম অভাবকে কীভাবে সীমিত সম্পদ দ্বারা সমন্বয় সাধন করা যায়, তা অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। (৪) সম্পদের যোগান সীমিত বলে একই সম্পদ দ্বারা আমাদের বিভিন্ন অভাব পূরণের চেষ্টা করতে হয়। (৫) অভাবের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা পূরণ করতে হয়। এসব কারণে এ সংজ্ঞাটিকে অধিকতর সুনির্দিষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়।

ঘ 'X' তথা অ্যাডাম স্মিথ ও 'Y' তথা অধ্যাপক মার্শাল এর মতবাদের পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে উভয়ের মতবাদের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হলো –
প্রথমত, অ্যাডাম স্মিথের মতে, "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান, যা জাতিসমূহের সম্পদের ধরন ও কারণ অনুসন্ধান করে।"
অন্যদিকে, অধ্যাপক মার্শালের মতে, "অর্থনীতি মানব জীবনের সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে।"
দ্বিতীয়ত, অ্যাডাম স্মিথ বলেন, সম্পদকে কেন্দ্র করে অর্থনীতি গড়ে ওঠে। তাই সম্পদ আহরণ ও উৎপাদনই মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু অধ্যাপক মার্শাল বলেন, অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় মানুষের অর্থ উপার্জন এবং অভাব মোচনের জন্য সেই অর্থের ব্যয়। অর্থাৎ অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন।
তৃতীয়ত, অ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞায় সম্পদ আহরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সম্পদ কীভাবে আহরণ করতে হবে সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।
অপরপক্ষে, মার্শাল শুধু মানুষের বাস্তব কল্যাণ সাধন করা নিয়েই আলোচনা করেছেন। বর্তমানে সম্পদের স্বল্পতার সমস্যাই অর্থনীতির মূল সমস্যা। এ মৌলিক সমস্যাটি বিবেচনা করা হয়নি।

৩। জহির মিয়া একজন কৃষক। তিনি পেঁয়াজের কেজি যখন ৩০ টাকা, তখন ১০ কুইন্টাল পেঁয়াজ বিক্রি করেন। দাম বেড়ে ৩৫ টাকা হলে বিক্রির পরিমাণ বাড়ায়ে ১৫ কুইন্টাল করেন। পেঁয়াজের দাম যখন আরও বেড়ে ৪০ টাকা হয়, তখন সরবরাহ আরও বাড়ায়ে ২০ কুইন্টাল করেন। অতপর বাজারে পেঁয়াজের দাম কমতে শুরু করে। বাজারে কিছু পেঁয়াজ অবিক্রিত থেকে যায়।

ক. ভোক্তা বলতে কী বুঝায়? ১
খ. উপযোগকে কীভাবে ভোগ্য পণ্য থেকে আলাদা করবে? ২
গ. জহির মিয়ার পেঁয়াজের যোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বাজারে দাম কমতে থাকলে জহির মিয়ার পেঁয়াজের যোগানে কি পরিবর্তন হবে? যোগান রেখার প্রকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো অবাধ সহজলভ্য দ্রব্য ছাড়া অন্য সব দ্রব্য ভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে তাকে ভোক্তা বলে।

খ ভোগ বা ব্যবহারের মাধ্যমে যে সমস্ত দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করা হয় তাদেরকে ভোগ্যপণ্য বলে।
ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে, তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত কমে যেতে থাকে। ভোগের মোট পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উপযোগ কমে শূন্য এবং একসময় ঋণাত্মক হয়। আর এভাবেই উপযোগকে ভোগ্যপণ্য হতে পৃথক করা যায়।

গ জহির মিয়ার পেঁয়াজের যোগান সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে যোগান রেখা অঙ্কন করা হলো –

দাম (টাকা)	যোগানের পরিমাণ (কুইন্টাল)
৩০	১০
৩৫	১৫
৪০	২০

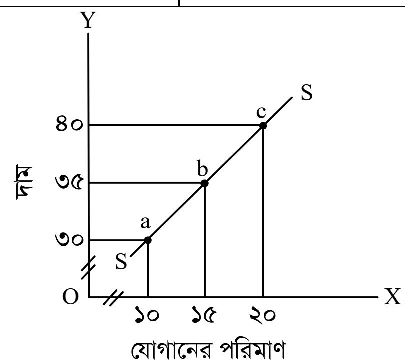

চিত্রে ভূমি অক্ষে যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। পেঁয়াজের দাম যখন ৩০ টাকা তখন যোগানের পরিমাণ ১০ কুইন্টাল। যার সমন্বয় বিন্দু a। দাম বেড়ে ৩৫ টাকা হলে যোগানের পরিমাণ বেড়ে ১৫ কুইন্টাল হয়। যার সমন্বয় বিন্দু b। দাম আরও বেড়ে ৪০ টাকা হলে যোগানের পরিমাণ বেড়ে ২০ কুইন্টাল হয়। যার সমন্বয় বিন্দু c। এখন a, b ও c বিন্দুগুলো যুক্ত করে SS রেখা পাওয়া যায়। SS রেখাই হলো জহির মিয়ার পেঁয়াজের যোগান রেখা।

ঘ উদ্দীপকে বাজারে দাম কমতে থাকলে জহির মিয়ার পেঁয়াজের যোগান কমে যাবে। যোগান রেখার প্রকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হলো –
যোগান বিধি অনুযায়ী দামের সাথে যোগানের সমমুখী সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে (উপকরণ দাম ও যোগান স্থির, স্বাভাবিক সময় বিবেচিত) দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমে। দাম ও যোগানের মধ্যে এ সমমুখী সম্পর্ককে যোগান বিধি বলে।

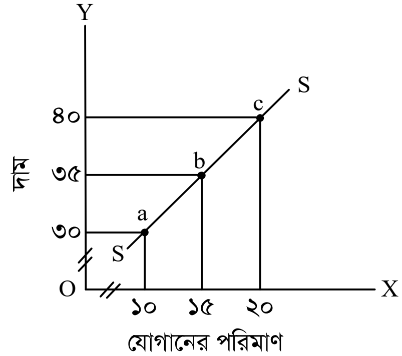

উপরের চিত্রে লক্ষ করা যায়, দাম বেড়ে যখন ৩০, ৩৫ ও ৪০ টাকা হয় তখন যোগানের পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে ১০, ১৫ ও ২০ কুইন্টাল হয়। যা SS যোগান রেখা বরাবর বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ সমন্বয় বিন্দুগুলো a, b ও c তে বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার যখন দাম কমে ৪০, ৩৫ ও ৩০ টাকা হয় তখন যোগানের পরিমাণ কমে যথাক্রমে ২০, ১৫ ও ১০ কুইন্টাল। যা যোগান রেখা বরাবর উপর দিক থেকে নিচের দিকে নামছে। অর্থাৎ সমন্বয় বিন্দুগুলো c, b ও a তে কমেছে।

সুতরাং বলা যায়, বাজারে দাম কমতে থাকলে জহির মিয়ার পেঁয়াজের যোগান কমে যাবে।

৪। A ⟶ পর্যাপ্ত মূলধন, উন্নত কারিগরি জ্ঞান, স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা।

B ⟶ স্বল্প মূলধন, উদ্যোক্তার অভাব, দুর্বল অর্থনৈতিক অবকাঠামো।

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে কী বুঝায়? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে দক্ষ মানবশক্তি প্রয়োজন কেন? ২

গ. 'A' দেশ উন্নয়নের মাপকাঠিতে কোন ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'B' দেশের অবস্থান উল্লেখ কর এবং অবস্থার উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায় বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনো পরিবর্তন ছাড়াই প্রকৃত জাতীয় আয়ের পাশাপাশি প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটলে তাই হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth)।

খ জনসংখ্যার কোনো অংশ শিক্ষা ও দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে পরিণত হলে তাকে মানবসম্পদ বলে। শ্রমিকরা দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে উৎপাদনের গতি বাড়ে। দক্ষ শ্রমিকের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানও অপেক্ষাকৃত ভালো হয়। ফলে অধিক মূল্যে পণ্যটি বিক্রীর মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। আর এভাবেই দক্ষ জনশক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে।

গ 'A' দেশ উন্নয়নের মাপকাঠিতে উন্নত দেশ।

যেসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে এবং এই উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহত আছে, এমন দেশকে বলে উন্নত দেশ। এসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মানও যথেষ্ট বাড়ে। উন্নত দেশগুলো আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে। এ ধরনের দেশে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়।

উদ্দীপকে 'A' দেশে পর্যাপ্ত মূলধন, উন্নত কারিগরি জ্ঞান, স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা। যা উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, 'A' দেশ উন্নয়নের মাপকাঠিতে উন্নত দেশ।

ঘ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'B' দেশটি উন্নয়নশীল দেশ। এই দেশের উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায় বিশ্লেষণ করা হলো–

উন্নয়নশীল দেশে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মসূচি নেওয়া জরুরি। কেননা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলে অর্থনীতি গতিশীল হবে। এতে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বাড়বে। ফলে দেশটি এক সময় উন্নত দেশের সমপর্যায়ে উন্নীত হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'B' দেশে স্বল্প মূলধন, উদ্যোক্তার অভাব, দুর্বল অর্থনৈতিক অবকাঠামো, যা উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সাধারণত উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি খাত জাতীয় আয়ে বিরাট অবদান রাখে। বাংলাদেশকে উন্নত দেশের পর্যায়ে নিতে হলে কৃষির ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে শিল্পনির্ভর করতে হবে। পাশাপাশি অবকাঠামো খাতে উন্নয়ন, বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণ, বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা হ্রাস ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায়।

৫।

এভারেস্ট শৃঙ্গ, কীর্তিনাশা, মেঘনা	রেশমি কাপড়, সেলাই মেশিন	কবিতা লিখতে পারা, শিল্প উদ্যোগের সাংগঠনিক ক্ষমতা
X	Y	Z

ক. আয় কী? ১

খ. মানুষের অভাব পূরণে সমস্যা হয় কেন? ২

গ. 'Y' সম্পদ কোন ধরনের? অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে এর ভূমিকা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'X' ও 'Z' এর সম্পদগুলোর প্রকৃতি নির্ণয় করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের কোনো উপকরণ ব্যবহারের জন্য উপকরণটি বা এটির মালিক একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে অর্থ পায়, তা-ই আয়।

খ মানুষের অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত/দুষ্প্রাপ্য। তাই মানুষের অভাব পূরণে সমস্যা হয়। মানুষের অভাবের তুলনায় যদি সম্পদ সীমিত না হতো তাহলে অভাব পূরণে সমস্যা হতো না। সীমিত সম্পদ দিয়ে গুরুত্বের ভিত্তিতে অসংখ্য অভাবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অভাবগুলো পূরণ করা হয়।

গ 'Y' ছকে উৎপাদিত সম্পদ নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তাকে উৎপাদিত সম্পদ বলা হয়। যেমন– কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি মানুষ তৈরি করে বলে এগুলো উৎপাদিত সম্পদ।

উদ্দীপকে 'Y' এর সম্পদগুলো হলো রেশমি কাপড়, সেলাই মেশিন। যা উৎপাদিত সম্পদকে নির্দেশ করে। আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র হলো রেশমি কাপড়। দেশে ও বিদেশে রেশমি কাপড়ের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এই রেশমি কাপড় দেশে ও বিদেশে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায়। যা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন রকমের কাপড় তৈরিতে সেলাই মেশিন ব্যবহার করা হয়। সেলাই মেশিনের সাহায্যে কাপড় তৈরি করে দেশে অসংখ্য লোক জীবিকা নির্বাহ করছে, যা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে।

ঘ 'X' এর সম্পদগুলো হলো প্রাকৃতিক সম্পদ এবং 'Z' এর সম্পদগুলো হলো মানবিক সম্পদ। প্রাকৃতিক এবং মানবিক উভয় প্রকার সম্পদই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া যেসব দ্রব্য মানুষের প্রয়োজন মেটায় তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমন– ভূমি, বনভূমি, খনিজ সম্পদ, নদ-নদী ইত্যাদি। আবার মানুষের বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতা ও দক্ষতাকে মানবিক সম্পদ বলা হয়। যেমন– শারীরিক যোগ্যতা, প্রতিভা, উদ্যোগ, দক্ষতা,

সাংগঠনিক ক্ষমতা ইত্যাদি। প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে যেকোনো দেশের পক্ষে দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। যে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ পর্যাপ্ত সে দেশ দ্রুত উন্নয়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হতে পারে। আবার মানবিক সম্পদের মাধ্যমেও দেশের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা যায়।

'X' এর সম্পদগুলো হলো এভারেস্ট শৃঙ্গ, কীর্তিনাশা, মেঘনা যা প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত এবং 'Z' এর সম্পদগুলো হলো কবিতা লিখতে পারা, শিল্প উদ্যোগের সাংগঠনিক ক্ষমতা, যা মানবিক সম্পদকে নির্দেশ করে।

৬। নিম্নে করিমের গম উৎপাদনের একটি সূচি দেওয়া হলো :

ভূমি (হেক্টর)	শ্রমিকের সংখ্যা	উপকরণ সংমিশ্রণ	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
২	১	P	৩০	৩০
২	২	Q	৫৪	?
২	৩	R	৭০	?
২	৪	S	৭৮	?
২	৫	T	৭৮	?

ক. বিনিয়োগ কী? ১

খ. সেবাগত উপযোগ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সূচিতে '?' চিহ্নিত স্থানে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৫ম শ্রমিক নিয়োগে পান্তিক উৎপাদন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সূচিটির প্রান্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে কার্যকর বিধিটি চিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলে।

খ মানুষ তার সেবা দ্বারা যে উপযোগ সৃষ্টি করে তাকে সেবাগত উপযোগ বলে। শিক্ষক শিক্ষাদান করে শিক্ষিত মানুষ তৈরি করে, ডাক্তার চিকিৎসা দিয়ে মানুষের শরীরকে সুস্থ রাখে বা উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখে বা বৃদ্ধি করে।

গ সূচিতে '?' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় এবং ৫ম শ্রমিক নিয়োগে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যাখ্যা করা হলো –

ভূমি (হেক্টর)	শ্রমিকের সংখ্যা	উপকরণ সংমিশ্রণ	মোট উৎপাদন (কুইন্টাল)	প্রান্তিক উৎপাদন (কুইন্টাল)
২	১	P	৩০	৩০
২	২	Q	৫৪	?
২	৩	R	৭০	?
২	৪	S	৭৮	?
২	৫	T	৭৮	?

উদ্দীপকের সূচি হতে দেখা যায়, ১ জন শ্রমিক নিয়োগ করে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন ৩০ কুইন্টাল। একইভাবে ২ জন শ্রমিক নিয়োগ করে মোট উৎপাদন ৫৪ কুইন্টাল এবং প্রান্তিক উৎপাদন (৫৪ – ৩০) = ২৪ কুইন্টাল। একইভাবে শ্রমিক নিয়োগ ৩, ৪ করা হলে মোট উৎপাদন যথাক্রমে ৭০, ৭৮ কুইন্টাল এবং প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে (৭০ – ৫৪) = ১৬, (৭৮ – ৭০) = ৮ কুইন্টাল। এখানে, ৫ম একক শ্রমিক নিয়োগে মোট উৎপাদন ৭৮ কুইন্টাল কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদন (৭৮ – ৭৮) = ০ হয়।

ঘ সূচিটিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর হয়েছে, এ বিধিটি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো –

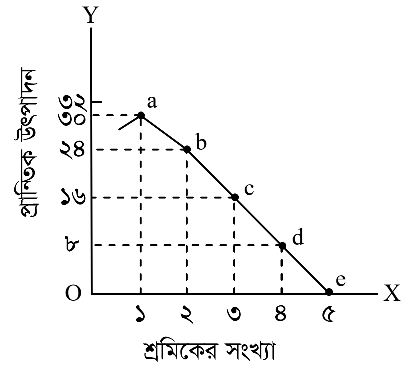

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রমিকের সংখ্যা এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশ করা হয়েছে। ১ একক শ্রমিক নিয়োগে প্রান্তিক উৎপাদন ৩০ কুইন্টাল, যা a বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এভাবে ২, ৩, ৪, ৫ একক শ্রমিক নিয়োগে প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে ২৪, ১৬, ৮ ও ০ কুইন্টাল, যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d ও e। এখন, a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যোগ করে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা (MP) পাওয়া যায়। MP রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়েছে। এই নিম্নগামিতা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে নির্দেশ করে।

৭। GDP = C + I + G + (X – M) .... (১)
(s) (r)

NNI = GNI – [?] .... (২)

ক. মাথাপিছু ডিজিপি কাকে বলে? ১

খ. ডিজিপি নির্ধারণে মাধ্যমিক দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত নয় কেন? ২

গ. '২' নং সমীকরণের [?] ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কী মনে কর ১নং সমীকরণে 's' এর জন্য 'r' অত্যাবশ্যক? (r) অংশের মান ঋণাত্মক হলে কী হবে? ব্যাখ্যা কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাথাপিছু জিডিপি হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের গড় প্রধান সূচক।

খ জাতীয় আয় গণনায় শুধু চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচিত হয়। কারণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যের ভেতরেই মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত হয়। চূড়ান্ত দ্রব্যের পরে আবার মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচনা করলে জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে দ্বৈত গণনা (Double Counting) সমস্যা দেখা দেয়। তাই জিডিপি নির্ধারণে মাধ্যমিক দ্রব্য বাদ দিতে হয়।

গ '২' নং সমীকরণের [?] স্থানে মূলধন ব্যবহারের অবচয়জনিত ব্যয় নির্দেশ করা হয়েছে।

CCA বা Capital Consumption Allowance-এর অর্থ হলো মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধনের ব্যবহারজনিত যে ক্ষয় হয়, তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ব্যয় বহন করতে হয় তাই মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় CCA। উৎপাদন কাজে যন্ত্রপাতি, ঘর-বাড়ি প্রভৃতি ব্যবহার করার ফলে ধীরে ধীরে তাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাই তাদের সংস্কার ও মেরামতের প্রয়োজন পড়ে। নিট জাতীয় আয় হিসাব করার সময় মোট জাতীয় আয় (GNI) থেকে মূলধন ব্যবহারের অবচয়জনিত ব্যয় (CCA) বাদ দিতে হয়। অর্থাৎ NNI = GNI – CCA.

ঘ আমি মনে করি ১নং সমীকরণে 'S' এর জন্য 'r' অত্যাবশ্যক নয়। (r) অংশের মান ঋণাত্মক হলে জিডিপির পরিমাণ কমে যাবে। ১নং সমীকরণ জাতীয় আয় পরিমাপের ব্যয় পদ্ধতিকে নির্দেশ করে।

ব্যয় পদ্ধতিতে জিডিপি হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের সব ধরনের ব্যয়ের যোগফল। সমাজের মোট ব্যয় বলতে ব্যক্তি খাতের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় ও নিট রপ্তানিকে বোঝায়। অতএব, ভোগ + বিনিয়োগ + সরকারি ব্যয় + নিট রপ্তানি (= রপ্তানি − আমদানি) = মোট দেশজ উৎপাদন। মোট দেশজ উৎপাদন বা $Y = \sum C + \sum I + \sum G + \sum(X - M)$। এখানে C = ভোগ, I = বিনিয়োগ, G = সরকারি ব্যয়, (X −M) (রপ্তানি−আমদানি) = নিট রপ্তানি। এখানে, $\sum$ = সমষ্টি।

ব্যয় পদ্ধতিতে X-M দ্বারা নিট রপ্তানিকে বোঝানো হয়। নিট রপ্তানি বেশি হলে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় আর জাতীয় আয় বাড়লে মাথাপিছু আয় বাড়ে। মাথাপিছু আয় বাড়লে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। আর নিট রপ্তানি ঋণাত্মক হলে দেশের জাতীয় আয় কমে যাবে। ফলে মানুষের মাথাপিছু আয় কমে যাবে এবং উন্নত জীবনযাপন করা সম্ভব হবে না। এছাড়া নিট রপ্তানি ঋণাত্মক হলে দেশের অগ্রগতি স্থবির হয়ে পড়বে। তবে ঐ দেশটি যদি আমদানি-রপ্তানি না করে থাকে বা নিট রপ্তানি শূন্য হয়। তাহলে GDP পরিমাপে নিট রপ্তানি (X – M) হিসাব করা অত্যাবশ্যক নয়।

৮। ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা গাজীপুরে অবস্থিত ন্যাশনাল পার্কে শিক্ষা সফরে যায়। সেখানে তারা শাল-গজারি বৃক্ষ দেখতে পায়। অপরপক্ষে বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সমুদ্র উপকূলে একটি বনাঞ্চলে শিক্ষা সফরে যায়। সেখানে পৃথিবী বিখ্যাত পশু বাস করে। বন কর্মকর্তার যোগ্যতা ও দক্ষতা লক্ষণীয়। তারা কিছু যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করে।

ক. উপযোগ কাকে বলে? ১
খ. উৎপাদিত সম্পদ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দেখা বৃক্ষ কোন ধরনের সম্পদ? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দেখা বনাঞ্চলের বিবরণ দাও এবং তাদের দেখা সম্পদের উৎপত্তিগত শ্রেণিবিভাগ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের বা সেবার দ্বারা ব্যক্তির অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বোঝানো হয়।

খ প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তাকে উৎপাদিত সম্পদ বলা হয়। যেমন− কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি মানুষ তৈরি করে বলে এগুলো উৎপাদিত সম্পদ।

গ উদ্দীপকে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দেখা বৃক্ষ বনজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

কোনো দেশের গাছপালা, সেগুলো থেকে প্রাপ্ত কাঠ, জ্বালানি উপকরণ এবং সেখানে বাসরত জীবজন্তু ইত্যাদির সমষ্টিই হলো বনজ সম্পদ। বনভূমি ও বনজ সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত অবস্থা ভালো রাখার জন্য বাংলাদেশের ভূখণ্ডের কমপক্ষে ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা দরকার।

উদ্দীপকে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা গাজীপুরে অবস্থিত ন্যাশনাল পার্কে শিক্ষা সফরে যায়। সেখানে তারা শাল-গজারি বৃক্ষ দেখতে পায়। যা বনজ সম্পদকে নির্দেশ করছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দেখা বৃক্ষ বনজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দেখা বনাঞ্চলটি হলো প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন।

উদ্দীপকে বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সমুদ্র উপকূলে একটি বনাঞ্চলে শিক্ষা সফরে যায়। যেখানে পৃথিবী বিখ্যাত পশু বাস করে। এটি বনজ সম্পদ সুন্দরবনকে নির্দেশ করছে। খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও বরগুনা জেলার সমুদ্র উপকূলে এ বন অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার। এ বনাঞ্চলে সুন্দরী, গরান, গেওয়া, কেওড়া, বাইন প্রভৃতি মূল্যবান গাছ জন্মায়। সুন্দরবনে পৃথিবী বিখ্যাত বাঘ 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' এবং বিভিন্ন প্রজাতির মূল্যবান পশুপাখি বাস করে। তাদের দেখা সম্পদের উৎপত্তিগত শ্রেণিবিভাগ : সমুদ্র, বনাঞ্চল, পশু এগুলো সম্পদের উৎপত্তি অনুসারে প্রাকৃতিক সম্পদ। বন কর্মকর্তার যোগ্যতা ও দক্ষতা এগুলো সম্পদের উৎপত্তি অনুসারে মানবিক সম্পদ। যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পদের উৎপত্তি অনুসারে উৎপাদিত সম্পদ।

৯। জিডিপি পরিমাপ পদ্ধতিসমূহ

- ১। সকল খাতে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য
- ২। উৎপাদন উপকরণসমূহের প্রাপ্ত আয়ের যোগফল
- ৩। —?

ক. মাথাপিছু আয় কাকে বলে? ১
খ. মোট জাতীয় আয় বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের ৩নং পদ্ধতি চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ১নং ও ২নং পদ্ধতিতে পরিমাপকৃত একই হবে না ভিন্ন ভিন্ন হবে? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাথাপিছু আয় বলতে জনপ্রতি বার্ষিক আয়কে বোঝায়।

খ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় বলে। মোট দেশজ উৎপাদনের সাথে নিট উপাদান আয় যোগ করে মোট জাতীয় আয় পাওয়া যায়। নিট উপাদান আয় বলতে একটি দেশের নাগরিকগণ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এবং বিদেশি নাগরিকগণ আলোচ্য দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এ দুয়ের বিয়োগফলকে বুঝায়।

গ উদ্দীপকের ৩নং পদ্ধতি জাতীয় আয় পরিমাপের ব্যয় পদ্ধতিকে নির্দেশ করছে।

ব্যয় পদ্ধতিতে জিডিপি হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের সব ধরনের ব্যয়ের যোগফল। সমাজের মোট ব্যয় বলতে ব্যক্তি খাতের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় ও নিট রপ্তানিকে বোঝায়।

অতএব, ভোগ + বিনিয়োগ + সরকারি ব্যয় + নিট রপ্তানি (= রপ্তানি − আমদানি) = মোট দেশজ উৎপাদন। মোট দেশজ উৎপাদন বা $Y = \sum C + \sum I + \sum G + \sum(X - M)$। এখানে C = ভোগ, I = বিনিয়োগ, G = সরকারি ব্যয়, (X –M) (রপ্তানি−আমদানি) = নিট রপ্তানি। এখানে, $\sum$ = সমষ্টি।

ব্যয় পদ্ধতিতে X-M দ্বারা নিট রপ্তানিকে বোঝানো হয়। নিট রপ্তানি বেশি হলে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় আর জাতীয় আয় বাড়লে মাথাপিছু আয় বাড়ে। মাথাপিছু আয় বাড়লে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। আর নিট রপ্তানি ঋণাত্মক হলে দেশের জাতীয় আয় কমে যাবে। ফলে মানুষের মাথাপিছু আয় কমে যাবে এবং উন্নত জীবনযাপন করা সম্ভব হবে না। এছাড়া নিট রপ্তানি ঋণাত্মক হলে দেশের অগ্রগতি স্থবির হয়ে পড়বে।

ঘ উদ্দীপকে ১নং পদ্ধতি হলো উৎপাদন পদ্ধতি এবং ২নং পদ্ধতি হলো আয় পদ্ধতি। এ দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে পরিমাপকৃত জিডিপি একই হবে।

একটি দেশের অর্থনীতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিভক্ত। এসব খাতে এক বছরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশে অর্থনীতিকে ১৫টি খাতে বিভক্ত করা হয় এবং খাতওয়ারি উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পরিশেষে ১৫টি খাতের উৎপাদনের মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়।

আয় পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় আয় হলো উৎপাদন কাজে নিয়োজিত উৎপাদনের উপাদানগুলো একটি অর্থবছরে তাদের পারিতোষিক হিসেবে যে অর্থ আয় করে তার সমষ্টি। উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলো হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। অতএব একটি দেশ কোনো এক বছরে এসব উপাদানের আয়ের (যথাক্রমে মোট খাজনা, মোট মজুরি, মোট সুদ ও মোট মুনাফা) যোগফলকে আয় পদ্ধতি অনুযায়ী সামগ্রিক আয় বলা হয়। অর্থাৎ $Y = \sum r + \sum w + \sum i + \sum \pi$ সমীকরণটি জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতিকে নির্দেশ করে।

উপরিউক্ত দুটি পদ্ধতিতে পরিমাপকৃত মোট দেশজ উৎপাদন মোটামুটি কাছাকাছি হলে পরিমাপ সঠিক হয়েছে বলে ধরা হয়। গণনা বা হিসাবের ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে খানিকটা পার্থক্য হতে পারে তবে প্রকৃত অর্থে তা একই ফলাফল বহন করে।

১০। নিম্নের সূচিটি লক্ষ কর :

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	যোগানের পরিমাণ (একক)
১০০	১০০০
১৫০	২০০০
২০০	৩০০০

ক. ভোগ কাকে বলে? ১

খ. চাহিদা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সূচি থেকে একটি যোগান রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দাম ও যোগান উৎপাদন ও বাজারের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলবে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাই হলো ভোগ।

খ আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছু পেতে চাই। যেমন− গাড়ি, সুন্দর বাড়ি, উন্নত খাবার ইত্যাদি। আমাদের সব আকাঙ্ক্ষা কিন্তু চাহিদা নয়। অর্থনীতিতে চাহিদা হতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়। যথা− ১. কোনো দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা, ২. ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্য, ৩. অর্থ ব্যয় করে দ্রব্যটি ক্রয়ের ইচ্ছা।

সুতরাং ক্রেতার একটি পণ্য নির্দিষ্ট সময়ে কেনার আকাঙ্ক্ষা, সামর্থ্য এবং নির্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করার ইচ্ছা থাকলে তাকে অর্থনীতিতে চাহিদা (Demand) বলা হয়।

গ উদ্দীপকের সূচি থেকে যোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করা হলো−

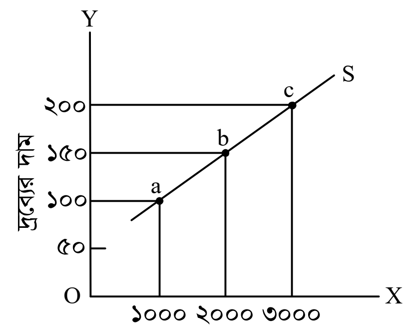

উপরের চিত্রে ভূমি অক্ষে যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম পরিমাপ করা হয়। দ্রব্যের দাম যখন ১০০ টাকা তখন যোগানের পরিমাণ ১০০০ একক। যার সমন্বয় বিন্দু a। দাম বেড়ে যখন ১৫০ টাকা তখন যোগানের পরিমাণ ২০০০ একক। যার সমন্বয় বিন্দু b। দাম আরও বেড়ে যখন ২০০ টাকা তখন যোগানের পরিমাণ ৩০০০ টাকা। যার সমন্বয় বিন্দু c। এখন a, b, c বিন্দুগুলো যোগ করে SS রেখা পাওয়া যায়। SS রেখাই হলো যোগান রেখা।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত দাম ও যোগান উৎপাদন ও বাজারের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

যোগান বিধি অনুযায়ী দাম ও যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমে। দাম ও যোগানের মধ্যে এ সমমুখী সম্পর্ককে যোগান বিধি বলে।

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	যোগানের পরিমাণ (একক)
১০০	১০০০
১৫০	২০০০
২০০	৩০০০

উপরের সূচিতে দেখা যায়, দাম যখন ১০০ টাকা তখন যোগানের পরিমাণ ১০০০ একক। দাম বেড়ে ১৫০ টাকা হলে যোগানের পরিমাণ বেড়ে ২০০০ একক হয়। দাম আরও বেড়ে যখন ২০০ টাকা হয় তখন যোগান বেড়ে ৩০০০ একক হয়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় দাম বাড়ার সাথে সাথে যোগানের পরিমাণ বাড়ছে। দাম বেশি হওয়ার কারণে উৎপাদনকারীরা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে। বাড়তি উৎপাদিত

দ্রব্যাদি বাজারের সরবরাহ করবে ফলে বাজারের পরিধি বিস্তৃত হবে। এভাবেই দাম ও যোগান উৎপাদন ও বাজারের উপর প্রভাব ফেলে।

১১। অর্থনীতিবিদ মি. জনসন বিশ বছর পর আবার বাংলাদেশে বেড়াতে আসেন। তিনি লক্ষ করেন যে, বাংলাদেশের কৃষিতে এখন আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত এবং শিল্পের প্রসার ঘটেছে। যদিও তার নিজের দেশের মূলধনের যোগান পর্যাপ্ত, প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীল অবস্থা বিদ্যমান।

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কী? ১

খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. জনসনের দেশটি কোন ধরনের দেশের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ– উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনো পরিবর্তন ছাড়াই প্রকৃত জাতীয় আয়ের পাশাপাশি প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটলে তাই হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth)।

খ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে একটি অনুন্নত দেশের অনুন্নয়নের জন্য দায়ী কারণগুলো চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে।

অনুন্নত দেশে উৎপাদন কম হয় বলে জনগণের মাথাপিছু আয় কম। ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা তথা চাহিদা কমে যায়। এতে বিনিয়োগ প্রবণতা হ্রাস পায়, যার কারণে পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন গঠন সম্ভব হয় না। এরূপ মূলধন স্বল্পতার কারণে উৎপাদনও কম হয়। এভাবে এ কারণগুলো পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হতে থাকে, যা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র নামে পরিচিত।

গ মি. জনসনের দেশটি উন্নত দেশের অন্তর্ভুক্ত।

উন্নত অর্থনীতির দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানও যথেষ্ট বাড়ে। উন্নত দেশগুলো আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে। এসব দেশে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অর্থনীতিবিদ মি. জনসনের দেশে মূলধনের যোগান পর্যাপ্ত, প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিদ্যমান। যা উন্নত দেশের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, মি. জনসণের দেশটি উন্নত দেশের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ-উক্তিটি যথার্থ।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। যেসব দেশ পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ক্রমশ উন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং কিছু মাত্রায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করেছে, সেসব দেশই হলো উন্নয়নশীল দেশ। এসব দেশ উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা ও জাতীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের জন্য আর্থ-সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলে। এভাবে তারা অর্থনীতিকে ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অর্থনীতিবিদ মি. জনসন বিশ বছর পর আবার বাংলাদেশে বেড়াতে আসেন। তিনি লক্ষ করেন যে, বাংলাদেশের কৃষিতে এখন আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত এবং শিল্পের প্রসার ঘটেছে। যা উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

দিনাজপুর বোর্ড–২০২৩

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] বিষয় কোড : 1 4 1

সময়– ৩০ মিনিট পূর্ণমান– ৩০

*[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) কালোকালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]*

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. বাংলাদেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
ক ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে খ মাতামুহুরি নদীর তীরে
গ কর্ণফুলি নদীর তীরে ঘ পদ্মা নদীর তীরে

২. একটি জমিতে মাছের খামার করা যায়। আবার আখের চাষ করা যায়। কৃষক মাছের খামার করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এটি অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে মিলে যায়?
ক ব্যক্তিগত উদ্যোগ খ উৎপাদন
গ সুযোগ ব্যয় ঘ চয়ন

৩. কোনটি কৃষি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কাজ?
ক কামারের লাঙ্গল তৈরি খ জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেচ প্রদান
গ কারখানায় সার তৈরি ঘ কৃষকের জন্য জামা তৈরি

৪. প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত অবস্থা ভালো রাখার জন্য দেশে শতকরা কত ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন?
ক ১১.১ ভাগ খ ২৩.৭০ ভাগ
গ ২৫.০০ ভাগ ঘ ৩৩.৮৪ ভাগ

৫. পিয়াজের দাম কমে যাওয়ায় বাজারে পিয়াজের সরবরাহ কমে গেল। এটি কোন বিধি অনুসরণ করে?
ক যোগান বিধি খ চাহিদা বিধি
গ উৎপাদন বিধি ঘ উপযোগ বিধি

৬. চাহিদা বিধি কখন অকার্যকর হবে?
ক দাম বাড়লে খ দাম কমলে
গ ক্রেতার আয় বাড়লে ঘ বিকল্প দ্রব্যের দাম একই থাকলে

☐ **নিচের চিত্রটি দেখে ৭ ও ৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

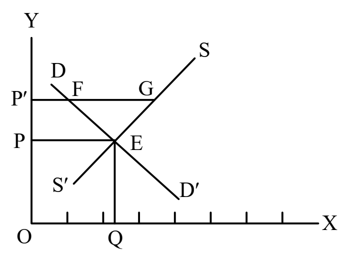

৭. চিত্রে কোন বিন্দুতে ভারসাম্য নির্দেশ করে?
ক F খ E গ G ঘ Q

৮. ভারসাম্য বিন্দুতে–
i. চাহিদা = যোগান
ii. ভারসাম্য দাম P এবং ভারসাম্য পরিমাণ Q
iii. দাম বৃদ্ধির প্রবণতা থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯.

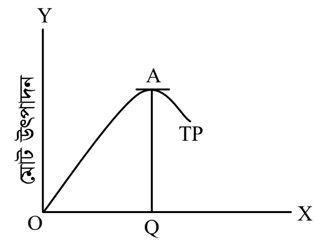

চিত্রে মোট উৎপাদনের পরিমাণ কত?
ক OA খ TP
গ OY ঘ QA

১০. কে ব্যবসায়ের ভিত্তি?
ক মালিক খ উৎপাদক
গ সংগঠক ঘ ক্রেতা

১১. প্রাচীন কোন সভ্যতার যুগে ধর্মগ্রন্থে অর্থনীতি বিষয়ে আলোচিত হতো?
ক সিন্ধু সভ্যতা খ হিব্রু সভ্যতা
গ চীনা সভ্যতা ঘ ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

১২. গ্রীক শব্দ Oikonomia অর্থ কী?
ক Management of the household
খ Manager of the house
গ Manager of the houschold
ঘ Management of the economics

১৩. ভূমিবাদীদের মতে কোনটি উৎপাদনশীল খাত?
ক কৃষি খ শিল্প
গ বাণিজ্য ঘ রপ্তানি

১৪. কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সুদের স্বীকৃতি নেই?
ক ধনতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক
গ মিশ্র ঘ ইসলামি

১৫. কোন অর্থনীতিবিদের মতে, অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানবকল্যাণ?
ক অ্যাডাম স্মিথ খ এল রবিন্স
গ আলফ্রেড মার্শাল ঘ ডেভিড রিকার্ডো

১৬. সৌদি আরব সস্তায় ইউরিয়া সার তৈরি করে বাংলাদেশে রপ্তানি করে। অন্যদিকে বাংলাদেশ সস্তায় টুপি তৈরি করে সৌদি আরবে রপ্তানি করে। এটি অর্থনীতির কোন মৌলিকনীতি অনুসরণ করে?
ক মানুষকে পেতে হলে ছাড়তে হয়
খ সুযোগ ব্যয়
গ বাজার একটি উত্তম পন্থা
ঘ বাণিজ্যে সবাই উপকৃত হয়

☐ অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৭ ও ১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'ক' দেশে কী উৎপাদন করা হবে? কীভাবে উৎপাদন করা হবে? কার জন্য উৎপাদন করা হবে? সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের।

১৭. 'ক' দেশের অর্থব্যবস্থা কীরূপ?

ক) ধনতান্ত্রিক খ) সমাজতান্ত্রিক
গ) ইসলামি ঘ) মিশ্র

১৮. উক্ত অর্থব্যবস্থায়–

i. সামাজিক মালিকানা বিদ্যমান
ii. ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী উৎপাদন ও ভোগ করা যায়
iii. ব্যক্তিগত মুনাফা থাকে না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৯. একজন ব্যক্তির কম্পিউটার চালানোর দক্ষতা উৎপত্তির দিক থেকে কোন ধরনের সম্পদ?

ক) প্রাকৃতিক সম্পদ খ) উৎপাদিত সম্পদ
গ) মানবিক সম্পদ ঘ) প্রযুক্তিগত সম্পদ

২০. চিনি উৎপাদন কারখানায় চিনি তৈরির মেশিন কোন ধরনের দ্রব্য?

ক) মূলধনী দ্রব্য খ) মধ্যবর্তী দ্রব্য
গ) স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য ঘ) চূড়ান্ত দ্রব্য

২১. কোনটি স্বাভাবিক চাহিদা রেখা?

ক) 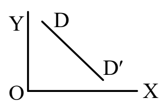

খ) 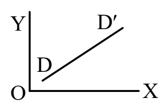

গ) 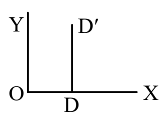

ঘ) 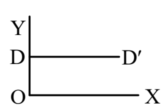

২২. GDP পরিমাপের জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতিকে মোট কয়টি প্রধান খাতে বিভক্ত করা হয়?

ক) ১০টি খ) ১৫টি
গ) ২০টি ঘ) ২৫টি

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৩ ও ২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জামালের একটি মাছের খামার আছে। সেখানে সে তার দুই ছেলে মোট তিনজন কাজ করত। পরবর্তীতে জামাল তার দুই ভাগ্নেকে ঐ একই খামারে কাজ দিল। কিন্তু খামারের উৎপাদন ও আয় একই থাকল।

২৩. এটি কোন ধরনের বেকারত্বের উদাহরণ?

ক) মৌসুমি বেকারত্ব খ) ইচ্ছাকৃত বেকারত্ব
গ) সাময়িক বেকারত্ব ঘ) ছদ্মবেশী বেকারত্ব

২৪. উক্ত বেকারত্ব নিরসনে প্রয়োজন–

i. কর্মী ছাটাই
ii. নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন
iii. কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৫. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কীরূপ?

ক) উন্নত খ) অনুন্নত
গ) অবনতিশীল ঘ) উন্নয়নশীল

২৬.

জমি থেকে আয়	=	৫০ শত কোটি
শ্রমিকের মজুর	=	১০০ শত কোটি
মূলধনের সুদ	=	৭০ শত কোটি
সংগঠকের মুনাফা	=	২০০ শত কোটি
মোট	=	৪২০ শত কোটি

এখানে কোন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হিসাব করা হয়েছে?

ক) দেশীয় পদ্ধতি খ) উৎপাদন পদ্ধতি
গ) ব্যয় পদ্ধতি ঘ) আয় পদ্ধতি

২৭. কামাল তার জমিতে ফসল কাটার নতুন যন্ত্র ব্যবহার করেছে। এতে উৎপাদন খরচ কমেছে। এটি জিডিপির কোন নির্ধারক?

ক) ভূমি খ) প্রযুক্তি
গ) শ্রম ঘ) মূলধন

২৮. কোনটি জিডিপির হিসাব বহির্ভূত বিষয়?

ক) অনুর্বর জমির খাজনা
খ) দেশের ভিতর কর্মরত বিদেশি মালিকানায় কর্মরত শ্রমিকের মজুরি
গ) দরিদ্র কৃষকের খেতের আয়
ঘ) বড়বোন কর্তৃক ছোটদের সেবা করা

২৯. ৫ জন শ্রমিকের মোট উৎপাদন ১২০ কুইন্টাল। গড় উৎপাদন কত?

ক) ২৪ কুইন্টাল খ) ২০ কুইন্টাল
গ) ১২০ কুইন্টাল ঘ) ৬০০ কুইন্টাল

৩০. কোনটি খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত?

ক) ভিজিএফ খ) মাতৃত্বকালীন ভাতা
গ) বিধবা ভাতা ঘ) বয়স্ক ভাতা

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

দিনাজপুর বোর্ড–২০২৩

অর্থনীতি (সৃজনশীল) বিষয় কোড 1 4 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। জনাব জামাল 'ক' দেশের নাগরিক। তিনি বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন– চাল, ডাল, তৈল কিনতে গিয়ে দেখেন যে বাজারে দ্রব্যগুলোর দাম কিছুটা কম। এই বিষয়ে তিনি বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করলে সে জানায় সরকার বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে দ্রব্যগুলো বিক্রি করায় এগুলোর দাম কিছুটা কমেছে। কিন্তু 'খ' দেশের সরকার দ্রব্যের দাম কমানোর জন্য কোনো পদক্ষেপ নেয় না। চাহিদা ও যোগানের সমতার ভিত্তিতে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়।

ক. বাণিজ্যবাদ বলতে কী বোঝায়? ১

খ. "স্বল্পকালে বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে সম্পর্ক বিপরীত"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব জামালের দেশের বিদ্যমান অর্থব্যবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে উদ্দীপকের কোন দেশের প্রচলিত অর্থব্যবস্থা বেশি কার্যকর বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

২। জনাব রহিম একজন স্বল্পবেতনভুক্ত কর্মচারী। তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। প্রতিমাসে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করার পর তার নিকট কোনো অতিরিক্ত অর্থ থাকে না। ছেলে-মেয়েরা তার নিকট থেকে অনেক চায় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি তা দিতে ব্যর্থ হন। তিনি অনেক হিসাব নিকাশ করে সংসার পরিচালনা করেন এবং কিছু অভাব পরে পূরণ করবেন বলে তার সন্তানদের বোঝান।

ক. 'অর্থশাস্ত্র' বইয়ের লেখক কে? ১

খ. "মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয়"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব রহিম কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "অর্থনীতি একটি নির্বাচনের বিজ্ঞান"– উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩।

ছক-ক	ছক-খ
বৃষ্টিপাত, ভূ-গর্ভস্থ পানি	কম্পিউটার এর দক্ষতা
নদী ও সমুদ্রের পানি	কবির কাব্য প্রতিভা

ক. মূলধনী দ্রব্য কাকে বলে? ১

খ. শক্তি সম্পদ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'ক' ছকের বিষয়টির গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ছক-খ এর বিষয়গুলো অর্থনীতির পরিভাষায় সম্পদ কী? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৪। দশ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে রহিমা বেগম নিজ বাড়িতে ক্ষুদ্র হস্তশিল্পজাত দ্রব্য তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। তার তৈরিকৃত দ্রব্য বাজারে বিক্রি করে তিনি মুনাফা করেন। ছোট ভাই করিম এর পরামর্শে তিনি উদ্বৃত্ত অর্থ বাড়ির পাশে একটি ব্যাংকে জমা রাখেন। দুই বছর পর জমাকৃত অর্থ দিয়ে তিনি একটি মেশিন ক্রয় করেন এতে তার উৎপাদন এবং মুনাফা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

ক. আয় বলতে কী বোঝ? ১

খ. "অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা অপরিসীম"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রহিমা বেগমের ব্যাংকে টাকা রাখার বিষয়টি অর্থনীতিতে কী নামে পরিচিত? কোন কোন বিষয় দ্বারা এটি প্রভাবিত হয়? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. রহিমা বেগমের ক্রয়কৃত দ্রব্যটির তাৎপর্য অর্থনীতির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫।

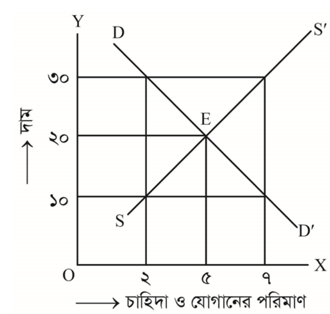

ক. অর্থনীতিতে চাহিদা বলতে কী বোঝ? ১

খ. ভোক্তা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রের সাহায্যে একটি চাহিদা সূচি তৈরি করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাজার ভারসাম্য সূচি তৈরি করে ব্যাখ্যা কর। ৪

৬। একজন ভোক্তার কমলালেবুর ক্রয় থেকে প্রাপ্ত মোট ও প্রান্তিক উপযোগের তথ্য নিম্নরূপ :

দ্রব্যের পরিমাণ	মোট উপযোগ টাকা	প্রান্তিক উপযোগ টাকা
১ম	২০	২০
২য়	৩৫	১৫
৩য়	৪৫	১০
৪র্থ	৫০	৫
৫ম	৫০	০
৬ষ্ঠ	৪৫	− ৫

ক. অর্থনীতিতে উপযোগ বলতে কী বোঝ? ১
খ. চাহিদা বিধি কি সর্বদা কার্যকর হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভোক্তার প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে কোন বিধিটি কার্যকর হয়েছে বলে তুমি মনে কর? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭। জনাব টিপু তার কৃষি খামারে অন্যান্য উপকরণ ও কলাকৌশল ঠিক রেখে শুধুমাত্র শ্রমিক বৃদ্ধি করেন। উৎপাদন বৃদ্ধির হার নিচের টেবিলে প্রকাশ করা হলো :

শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন কুইন্টাল	প্রান্তিক উৎপাদন কুইন্টাল
১ জন ও ১০০ টাকা	১৪	
২ জন ও ১০০ টাকা	২৪	
৩ জন ও ১০০ টাকা	৩১	
৪ জন ও ১০০ টাকা	৩৫	

ক. উৎপাদন কাকে বলে? ১
খ. ব্যক্তিগত খরচ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় কর এবং রেখাচিত্রের সাহায্যে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যে বিধিটি কার্যকর হয়েছে তা কি শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রে প্রযোজ্য? মতামত দাও। ৪

৮।

উৎপাদন একক	মোট উৎপাদন টাকা	গড় উৎপাদন টাকা	প্রান্তিক উৎপাদন টাকা
১	১০	১০	১০
২	২৪	১২	১৪
৩	৩৬	১২	১২
৪	৪৬	১১.৫	১০
৫	৫৪	১০.৮	০৮
৬	৬০	১০	৬

ক. শ্রম বলতে কী বোঝায়? ১
খ. সংগঠনকে সমন্বয়কারী বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর এবং ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক উদ্দীপকের আলোকে রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ৪

৯। আবেদ অর্থনীতির উপর একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। তিনি লক্ষ করেন অধিকাংশ বক্তা মাথাপিছু আয়কে উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। বক্তারা মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তারা মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির কয়েকটি নির্ধারকেরও আলোচনা করেন।

ক. অর্থনীতিতে ভূমি কী? ১
খ. দ্বৈত গণনা সমস্যা বলতে কী বোঝ? ২
গ. মাথাপিছু আয় কেন একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বক্তাদের আলোচনাকৃত নির্ধারকগুলো তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। দীর্ঘ বিশ বছর পর দেশে এসে গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার সময় সুমন লক্ষ করলো অনেক পরিবর্তন। ব্যাপকভাবে রাস্তাঘাট, স্কুল, হাসপাতাল, সেতু নির্মিত হয়েছে। মানুষও আগের চেয়ে সচেতন ও শিক্ষিত হয়েছে। এদেশের অর্থনীতিতে গতিশীলতা এসেছে। স্কুল শিক্ষক বন্ধুকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করলে সে বলে এখনও যে প্রতিবন্ধকতাগুলো আছে তা দূর করলে দেশটি দ্রুত উন্নত দেশে পরিণত হবে।

ক. উন্নত দেশ বলতে কী বোঝ? ১
খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সুমনের দেশটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে কোন শ্রেণিভুক্ত? তার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিবন্ধকতাগুলো পাঠ্য বইয়ের আলোকে আলোচনা কর। ৪

১১। জনাব হালিম একজন শিক্ষক। তিনি ক্লাসে বলেন যে, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশ জনসংখ্যার গুণগতমান বৃদ্ধিতে সফল হয়েছে। আমাদের দেশে ১৬ কোটি মানুষ বাস করে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই নিজ দক্ষতা বৃদ্ধিতে তৎপর নয়। তবে এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে তারা মানব সম্পদে পরিণত হবে এবং দেশের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

ক. NGO এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. দারিদ্র্য বলতে কী বোঝ? ২
গ. উপরিউক্ত উদ্দীপকের আলোকে মানব সম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কোন পদক্ষেপগুলো দ্রুত মানব সম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে বলে তুমি মনে কর? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	M	২	M	৩	L	৪	M	৫	K	৬	M	৭	L	৮	K	৯	N	১০	M	১১	L	১২	K	১৩	K	১৪	N	১৫	M
	১৬	N	১৭	L	১৮	L	১৯	M	২০	K	২১	K	২২	L	২৩	N	২৪	M	২৫	N	২৬	N	২৭	L	২৮	N	২৯	K	৩০	K

সৃজনশীল

১। জনাব জামাল 'ক' দেশের নাগরিক। তিনি বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন– চাল, ডাল, তৈল কিনতে গিয়ে দেখেন যে বাজারে দ্রব্যগুলোর দাম কিছুটা কম। এই বিষয়ে তিনি বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করলে সে জানায় সরকার বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে দ্রব্যগুলো বিক্রি করায় এগুলোর দাম কিছুটা কমেছে। কিন্তু 'খ' দেশের সরকার দ্রব্যের দাম কমানোর জন্য কোনো পদক্ষেপ নেয় না। চাহিদা ও যোগানের সমতার ভিত্তিতে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়।

ক. বাণিজ্যবাদ বলতে কী বোঝায়? ১

খ. "স্বল্পকালে বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে সম্পর্ক বিপরীত"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব জামালের দেশের বিদ্যমান অর্থব্যবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে উদ্দীপকের কোন দেশের প্রচলিত অর্থব্যবস্থা বেশি কার্যকর বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত (১৫৯০–১৭৮০) ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে প্রসার ঘটে, তাকে বাণিজ্যবাদ বলা হয়।

খ স্বল্পকালে বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে সম্পর্ক বিপরীত।

দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যস্তর বেড়ে যাওয়ার অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। আর কোনো শ্রমিক বাজার মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক কিন্তু কাজ পায় না– এরা হলো বেকার। সাধারণত অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি কমলে বেকারত্ব বাড়ে। আবার মুদ্রাস্ফীতি বাড়লে বেকারত্ব কমে।

গ উদ্দীপকের আলোকে জনাব জামালের দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে তাই মিশ্র অর্থব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ সম্মিলিত ভূমিকা পালন করে। ধনতন্ত্রে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলেও মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকার পরোক্ষভাবে দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাই মিশ্র অর্থব্যবস্থা দেশের জন্য সর্বোচ্চ কল্যাণ সম্ভব হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব জামাল 'ক' দেশের নাগরিক। তিনি বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন– চাল, ডাল, তেল কিনতে গিয়ে দেখেন যে বাজারে দ্রব্যগুলোর দাম কিছুটা কম। এই বিষয়ে তিনি বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করলে সে জানায় সরকার বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে দ্রব্যগুলো বিক্রয় করায় এগুলোর দাম কিছুটা কমেছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় বাজার ব্যবস্থায় সরকার প্রয়োজনবোধে হস্তক্ষেপ করেছে। যা মিশ্র অর্থব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনাব জামালের দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকের 'ক' দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা এবং 'খ' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। এ দুই ধরনের অর্থব্যবস্থার মধ্যে মিশ্র অর্থব্যবস্থা মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে বেশি কার্যকর।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অধিকাংশ সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণগুলো ব্যক্তি মালিকানায় থাকে। অন্যদিকে, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় অধিকাংশ সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে। ধনতন্ত্রে অধিকাংশ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড; যেমন– উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, ভোগ ইত্যাদি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। কিন্তু মিশ্র অর্থনীতিতে এসকল কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি নিয়ন্ত্রণও পরিলক্ষিত।

উদ্দীপকের 'ক' দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে বুঝা যায়, ওই দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। আবার 'খ' দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে বুঝা যায় 'খ' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। 'ক' দেশে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বেসরকারি ও সরকারি উভয় মালিকানায় রয়েছে। এদেশের বাজার ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে সরকার হস্তক্ষেপ করে। 'খ' দেশের অর্থব্যবস্থায় প্রত্যেক ভোক্তা তার নিজস্ব পছন্দ, ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী অবাধে দ্রব্য ক্রয় ও ভোগ করতে পারে। সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ থাকে না। মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে জনগণ মিশ্র অর্থনীতিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুবিধা ভোগ করে। মানুষের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে মিশ্র অর্থনীতি সহায়ক ভূমিকা রাখে।

সুতরাং বলা যায়, 'ক' ও 'খ' দেশের অর্থব্যবস্থার মধ্যে 'ক' দেশের অর্থব্যবস্থা মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে বেশি কার্যকর।

২। জনাব রহিম একজন স্বল্পবেতনভুক্ত কর্মচারী। তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। প্রতিমাসে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করার পর তার নিকট কোনো অতিরিক্ত অর্থ থাকে না। ছেলে-মেয়েরা তার নিকট থেকে অনেক চায় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি তা দিতে ব্যর্থ হন। তিনি অনেক হিসাব নিকাশ করে সংসার পরিচালনা করেন এবং কিছু অভাব পরে পূরণ করবেন বলে তার সন্তানদের বোঝান।

ক. 'অর্থশাস্ত্র' বইয়ের লেখক কে? ১

খ. "মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয়"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব রহিম কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "অর্থনীতি একটি নির্বাচনের বিজ্ঞান"– উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'অর্থশাস্ত্র' বইয়ের লেখক কৌটিল্য।

খ প্রণোদনার মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত ভোগের সুযোগ সৃষ্টি হয় ফলে মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয়।

প্রতিটি কাজের জন্য উৎসাহ বা প্রণোদনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অর্থনীতিতে শ্রমিকদের কাজে উৎসাহিত করার জন্য গৃহীত বিভিন্ন

পদক্ষেপই হলো প্রণোদনা। এক্ষেত্রে চাকরির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি, লভ্যাংশ প্রদান, চিকিৎসা, বাসস্থান, বেতনসহ ছুটি, বৃদ্ধ বয়সে পেনশন প্রভৃতি প্রণোদনার কৌশল ব্যবহার করে শ্রমিকদেরকে অধিক উৎপাদনে উৎসাহিত করা যায়। প্রণোদনা পেলে মানুষ তার কাজটি অধিকতর যত্নের সাথে করে। ফলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

গ উদ্দীপকে জনাব রহিম সীমিত সম্পদের অসীম অভাব নির্বাচন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

মানুষের অভাব অনেক এবং সম্পদ সীমিত, তাই সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের সকল অভাব পূরণ হয় না। মানুষ অনেক অভাবের মধ্য থেকে কয়েকটি অভাব পূরণ করে। অভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে মানুষ এ অভাবগুলো পূরণ করে। অতিপ্রয়োজনীয় অভাবগুলো মানুষ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণ করে। এটিই হলো অভাব নির্বাচন বা বাছাই।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব রহিম স্বল্পবেতনভুক্ত কর্মচারী। তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। প্রতিমাসে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করার পর তার নিকট কোনো অতিরিক্ত অর্থ থাকে না। ছেলে-মেয়েরা তার কাছে অনেক কিছু চায় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি তা দিতে ব্যর্থ হন। মূলত সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণেই তার ছেলে-মেয়েদের অনেক অভাব পূরণ করতে পারেন না। এতে তাকে নির্বাচন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই বলা যায়, জনাব রহিম সীমিত সম্পদের কারণে অভাব নির্বাচন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

ঘ "অর্থনীতি একটি নির্বাচনের বিজ্ঞান" – উক্তিটি যথার্থ।

মানবজীবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা তথা মৌলিক সমস্যা হলো বাছাই বা নির্বাচন সমস্যা। মানুষের জীবনে অভাব অসীম হলেও অভাব পূরণের সম্পদ খুবই সীমিত। যেহেতু মানুষের অভাব অনেক এবং সম্পদ সীমিত, তাই সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের সকল অভাব পূরণ হয় না। মানুষ অনেক অভাবের মধ্য থেকে কয়েকটি অভাব পূরণ করে। অভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে মানুষ এ অভাবগুলো পূরণ করে। অতিপ্রয়োজনীয় অভাবগুলো মানুষ অগ্রাধিকারভিত্তিতে পূরণ করে। এটাই হলো অভাব নির্বাচন বা বাছাই।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব রহিম একজন স্বল্পবেতনভুক্ত কর্মচারী। তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। সংসারের ব্যয় নির্বাহের পর তার কাছে কোনো অতিরিক্ত অর্থ থাকে না। ছেলে-মেয়েরা তার কাছে অনেক চাই কিন্তু তাদের চাহিদা পূরণে তিনি ব্যর্থ হন। অর্থনীতিতে যা দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব ধারণার সাথে সম্পর্কিত। কারণ দুষ্প্রাপ্যতা বলতে অসীম অভাবের তুলনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে বোঝায়। আর এ দুষ্প্রাপ্য সম্পদের সাহায্যে অসীম অভাব পূরণ করতে মানুষকে বিভিন্ন অভাবের মধ্যে বাছাই বা নির্বাচন করতে হয়। অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা অসীম অভাব কীভাবে সীমিত সম্পদ দ্বারা পূরণ করা যায় তা নিয়ে অর্থনীতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। তাই বলা যায়, অর্থনীতি একটি নির্বাচনের বিজ্ঞান।

৩।

ছক-ক	ছক-খ
বৃষ্টিপাত, ভূ-গর্ভস্থ পানি	কম্পিউটার এর দক্ষতা
নদী ও সমুদ্রের পানি	কবির কাব্য প্রতিভা

ক. মূলধনী দ্রব্য কাকে বলে? ১

খ. শক্তি সম্পদ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'ক' ছকের বিষয়টির গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ছক-খ এর বিষয়গুলো অর্থনীতির পরিভাষায় সম্পদ কী? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য অন্য দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে তাকে মূলধনী দ্রব্য বলে।

খ কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পানি, আণবিক শক্তি, সৌরশক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত জালানি সামগ্রী প্রভৃতির সমষ্টিকেই শক্তি সম্পদ বলে। কলকারখানা, যানবাহন ও যোগাযোগ, যান্ত্রিক চাষাবাদ, গৃহকর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে শক্তি সম্পদের ব্যবহার অপরিহার্য।

গ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'ক' ছকের উপাদানগুলো তথা বৃষ্টিপাত, ভূ-গর্ভস্থ পানি, নদী ও সমুদ্রের পানির গুরুত্ব অপরিসীম। 'ক' ছকে পানি সম্পদকে নির্দেশ করা হয়েছে।

পানি একটি মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ, যা প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। দেশের কৃষিজ, বনজ, প্রাণিজ ও শক্তি সম্পদের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ প্রয়োজন। বাংলাদেশে পানির উৎস প্রধানত তিনটি, যথা : (১) নদ-নদী, খালবিল, পুকুর ও সমুদ্র, (২) বৃষ্টিপাত এবং (৩) ভূ-গর্ভস্থ পানি।

এ তিনটি উৎসের পানি আমাদের কৃষির জন্য অপরিহার্য। পানির যোগান কম বা বেশি হলে কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সমুদ্র এলাকায় রয়েছে মাছ ও অন্যান্য জলজ সম্পদ। নদীর স্রোত থেকে উৎপন্ন হয় পানি বিদ্যুৎ। আমাদের অসংখ্য নদ-নদী, খালবিল ও জলাশয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ দেশের যাতায়াতব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য। নদ-নদীর পানি ও বৃষ্টিপাত দেশের আবহাওয়া ও পরিবেশের জন্য অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করে। পানি সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাড়বে।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পানি সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ ছক-খ এর বিষয়গুলো হলো কম্পিউটার এর দক্ষতা, কবির কাব্য প্রতিভা। এগুলো অর্থনীতির পরিভাষায় সম্পদ নয়।

অর্থনীতিতে সম্পদ হলো সেই সমস্ত জিনিস বা দ্রব্য যেগুলো পেতে চাইলে অর্থ ব্যয় করতে হয়। যেমন– ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, টিভি ইত্যাদি দৃশ্যমান বস্তুগত সম্পদ এবং ডাক্তারের সেবা, শিক্ষকের পাঠদান ইত্যাদি অদৃশ্যমান বা অবস্তুগত সম্পদ। অর্থনীতিতে কোনো জিনিসকে সম্পদ বলতে হলে তার উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, হস্তান্তরযোগ্যতা, বাহ্যিকতা– এই চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক।

উদ্দীপকের ছক-খ এর বিষয়গুলো হলো কম্পিউটার এর দক্ষতা, কবির কাব্য প্রতিভা। অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্য বা সেবাকে সম্পদ হতে হলে সেগুলোর চারটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। এগুলো হচ্ছে উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, হস্তান্তরযোগ্যতা এবং বাহ্যিকতা। মানবিক সম্পদ অর্থনীতিতে সম্পদ নয়, কারণ এর হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা নেই। হস্তান্তরযোগ্যতা বলতে দ্রব্য বা সেবার মালিকানা বদল বা পরিবর্তনকে বোঝায়। আর বাহ্যিকতা হচ্ছে দ্রব্য বা সেবার বাহ্যিক অস্তিত্ব উপলব্ধি করার গুণ। যেমন : কোনো ব্যক্তি গান গাইতে পারে, এটি তার প্রতিভা। আবার কেউ যন্ত্রপাতি মেরামত করতে পারে যা তার বিশেষ দক্ষতা। কিন্তু গান গাওয়ার গুণ বা যন্ত্র মেরামতের দক্ষতার মতো বিষয়গুলো হস্তান্তর করা যায় না। এগুলোর বাহ্যিক অস্তিত্বও নেই।

সুতরাং বলা যায়, ছক-খ এর বিষয়গুলো মানবিক দিক থেকে সম্পদ হলেও অর্থনীতির পরিভাষায় সম্পদ নয়।

৪। দশ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে রহিমা বেগম নিজ বাড়িতে ক্ষুদ্র হস্তশিল্পজাত দ্রব্য তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। তার তৈরিকৃত দ্রব্য বাজারে বিক্রি করে তিনি মুনাফা করেন। ছোট ভাই করিম এর পরামর্শে তিনি উদ্বৃত্ত অর্থ বাড়ির পাশে একটি ব্যাংকে জমা রাখেন। দুই বছর পর জমাকৃত অর্থ দিয়ে তিনি একটি মেশিন ক্রয় করেন এতে তার উৎপাদন এবং মুনাফা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

ক. আয় বলতে কী বোঝ? ১

খ. "অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা অপরিসীম"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রহিমা বেগমের ব্যাংকে টাকা রাখার বিষয়টি অর্থনীতিতে কী নামে পরিচিত? কোন কোন বিষয় দ্বারা এটি প্রভাবিত হয়? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. রহিমা বেগমের ক্রয়কৃত দ্রব্যটির তাৎপর্য অর্থনীতির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের কোনো উপকরণ ব্যবহারের জন্য উপকরণটি বা এটির মালিক একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে অর্থ পায়, তা-ই আয়।

খ অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তির একটি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। কেননা এ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে। বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতির সাথে জড়িত। জিডিপিতে কৃষিখাতের শতকরা অবদান ১৩.৩৪।

গ রহিমা বেগমের ব্যাংকে টাকা রাখার বিষয়টি অর্থনীতিতে সঞ্চয় নামে পরিচিত।

মানুষ আয় করে ভোগ করার জন্য। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে অর্জিত আয়ের পুরোটাই মানুষ ভোগ করে না। আয়ের একটি অংশ রেখে দেয় কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। এই রেখে দেওয়া অংশের নাম সঞ্চয়। ধরো, তোমার বাবা এক মাসে দশ হাজার টাকা বেতন পান। নয় হাজার টাকা তোমাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। এখানে তোমার বাবা এক হাজার টাকা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়ের এ ধারণাটি সমীকরণ দিয়ে বোঝানো যায়। যেমন : $S = Y - C$ (যখন $Y > C$)

এখানে, S = সঞ্চয়, Y = আয়, C = ভোগ ব্যয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রহিমা বেগম তার তৈরিকৃত দ্রব্য বাজারে বিক্রি করে মুনাফা লাভ করেন। ছোট ভাই করিমের পরামর্শে তিনি উদ্বৃত্ত অর্থ বাড়ির পাশে একটি ব্যাংকে জমা রাখেন। যা অর্থনীতিতে সঞ্চয়কে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, রহিমা বেগমের ব্যাংকে টাকা রাখার বিষয়টি অর্থনীতিতে সঞ্চয় নামে পরিচিত।

আয়ের পরিমাণ, পারিবারিক দায়িত্ববোধ, দূরদৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সুদের হার দ্বারা সঞ্চয় প্রভাবিত হয়।

ঘ রহিমা বেগমের মেশিন ক্রয় করাকে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বলা হয়। অর্থনীতিতে তার ক্রয়কৃত মেশিনের তাৎপর্য অপরিসীম।

মানুষ তার আয়ের কিছু অংশ ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য জমা রাখে। অর্থনীতিতে একে সঞ্চয় বলা হয়। আবার সঞ্চিত এ অর্থকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করাই হলো বিনিয়োগ। অর্থাৎ সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়ে মূলধন গঠন ত্বরান্বিত করে। এক্ষেত্রে সঞ্চয় বিনিয়োগের উৎস হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকে রহিমা বেগম তার ক্ষুদ্র হস্তশিল্পজাত দ্রব্য তৈরির কারখানা থেকে মুনাফা লাভ করেন। তিনি উদ্বৃত্ত অর্থ বাড়ির পাশে একটি ব্যাংকে জমা রাখেন, অর্থনীতিতে একে সঞ্চয় বলে। দুই বছর পর জমাকৃত অর্থ দিয়ে তিনি একটি মেশিন ক্রয় করেন। এর ফলে তার উৎপাদন ও মুনাফা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তার জমাকৃত অর্থ দিয়ে মেশিন ক্রয় করাকে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বলে।

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো বর্ধিত বিনিয়োগ। বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা গেলে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আর তাতে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। এর ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।

৫।

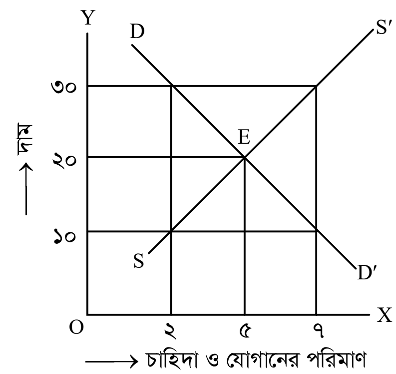

ক. অর্থনীতিতে চাহিদা বলতে কী বোঝ? ১

খ. ভোক্তা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রের সাহায্যে একটি চাহিদা সূচি তৈরি করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাজার ভারসাম্য সূচি তৈরি করে ব্যাখ্যা কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি পণ্য নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতার কেনার আকাঙ্ক্ষা, সামর্থ্য এবং নির্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করার ইচ্ছা থাকলে তাকে চাহিদা বলে।

খ যে ব্যক্তি ভোগ করে তাকে আমরা ভোক্তা বলি। বাজার অর্থনীতিতে কোনো অবাধ সহজলভ্য দ্রব্য ছাড়া অন্য সব দ্রব্য ভোগ করার জন্যে যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে তাকে ভোক্তা বলে। ভোক্তা ভোগের মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করে।

গ উদ্দীপকের চিত্রে DD চাহিদা রেখা দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক নির্দেশ করে। দাম ও চাহিদার পরিমাণের ভিত্তিতে একটি চাহিদা সূচি তৈরি করে ব্যাখ্যা করা হলো –

দাম	চাহিদার পরিমাণ
১০	৭
২০	৫
৩০	২

উপরের সূচিতে দেখা যায়, দাম যখন ১০ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৭ একক। দাম বেড়ে যখন ২০ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ কমে ৫ একক হয়। দাম আরও বেড়ে যখন ৩০ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ কমে ২ একক হয়। সূচিতে দেখা যাচ্ছে, দামের সাথে চাহিদার পরিমাণের একটি বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে এবং দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। দামের সাথে চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্ককেই চাহিদা বিধি বলে। তাই বলা যায়, সূচিতে চাহিদা বিধি কার্যকর হয়েছে।

ঘ ক্রেতা-বিক্রেতার দর-কষাকষির ফলে এমন একটি দামে দ্রব্যটি ক্রয়-বিক্রয় হয়, যেখানে চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান। যে দামে দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগান সমান হয়, তাকে ভারসাম্য দাম বলে। ভারসাম্য দামে যে পরিমাণ দ্রব্য কেনা-বেচা হয়, তাকে ভারসাম্য পরিমাণ বলে।

উদ্দীপকের আলোকে বাজার ভারসাম্য সূচি তৈরি করে ব্যাখ্যা করা হলো –

বাজার ভারসাম্য সূচি

দ্রব্যের দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)	যোগানের পরিমাণ (একক)	ভারসাম্য অবস্থা
১০	৭	২	চাহিদা > যোগান
২০	৫	৫	চাহিদা = যোগান
৩০	২	৭	চাহিদা < যোগান

উপরের সারণি থেকে দেখা যায়, দ্রব্যের দাম যখন ১০ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৭ একক এবং যোগানের পরিমাণ ২ একক। এক্ষেত্রে চাহিদা > যোগান হওয়ায় দ্রব্যের দাম বাড়বে। দ্রব্যের দাম যখন ৩০ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ২ একক এবং যোগানের পরিমাণ ৭ একক। এক্ষেত্রে চাহিদা < যোগান হওয়ায় দ্রব্যের দাম কমবে। কিন্তু দ্রব্যের দাম যখন ২০ টাকা তখন চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ ৫ একক, যা পরস্পর সমান। এক্ষেত্রে চাহিদা = যোগান এবং বাজার স্থিতিশীল হবে, যাকে বাজার ভারসাম্য বলে।

অতএব ভারসাম্য দাম ২০ টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ ৫ একক।

৬। একজন ভোক্তার কমলালেবুর ক্রয় থেকে প্রাপ্ত মোট ও প্রান্তিক উপযোগের তথ্য নিম্নরূপ :

দ্রব্যের পরিমাণ	মোট উপযোগ টাকা	প্রান্তিক উপযোগ টাকা
১ম	২০	২০
২য়	৩৫	১৫
৩য়	৪৫	১০
৪র্থ	৫০	৫
৫ম	৫০	০
৬ষ্ঠ	৪৫	– ৫

ক. অর্থনীতিতে উপযোগ বলতে কী বোঝ? ১

খ. চাহিদা বিধি কি সর্বদা কার্যকর হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভোক্তার প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কোন বিধিটি কার্যকর হয়েছে বলে তুমি মনে কর? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের বা সেবার দ্বারা ব্যক্তির অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বোঝানো হয়।

খ চাহিদা বিধি সর্বদা কার্যকর হয় না।

চাহিদা বিধিতে ক্রেতার রুচি, অভ্যাস ও পছন্দের কোনো পরিবর্তন হবে না এবং ক্রেতার আয় ও বিকল্প দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকবে ইত্যাদি। এসব বিষয়ের যেকোনো একটির পরিবর্তন হলে চাহিদা বিধিটি কার্যকর হয় না।

গ উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচি ব্যবহার করে নিচে একটি প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করা হলো :

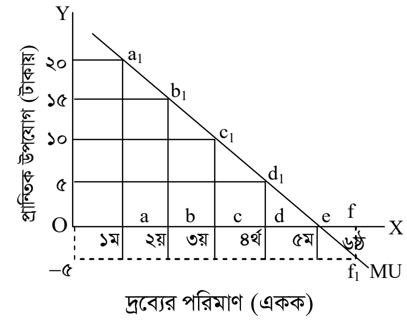

চিত্র : প্রান্তিক উপযোগ

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) ভোগকৃত দ্রব্যের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) প্রান্তিক উপযোগ দেখানো হয়েছে। ভোগকৃত দ্রব্যের ১ম একক থেকে aa_1 পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ লাভ এবং ব্যয় করতে চায় ২০ টাকা। ভোগ বাড়ার সাথে সাথে ২য়, ৩র্থ, এবং ৪র্থ একক থেকে যথাক্রমে bb_1, cc_1, এবং dd_1 পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে। অর্থাৎ ২য় এককের জন্য ১৫ টাকা, ৩য় এককের জন্য ১০ টাকা এবং ৪র্থ এককের জন্য ৫ টাকা ব্যয় করতে চায়। ৫ম এককের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য (e বিন্দু) এবং ৬ষ্ঠ এককের প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক অর্থাৎ – ৫ টাকা; যা f_1 বিন্দু নির্দেশ করে। এখন ভোগকৃত দ্রব্যের একক ও প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশক a_1, b_1, c_1, d_1, e ও f_1। বিন্দুগুলো যোগ করে MU রেখা টানি। এটিই হলো উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে অঙ্কিত প্রান্তিক উপযোগ রেখা।

ঘ উদ্দীপকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কার্যকর হয়েছে বলে আমি মনে করি।

একই জিনিস বারবার ভোগ করলে অতিরিক্ত এককের উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। অর্থাৎ ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত কমে যেতে থাকে। ভোগের মোট পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উপযোগ কমে যাওয়ার এ প্রবণতাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে।

উদ্দীপকের সূচি অনুযায়ী, ১ম একক ভোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ ২০ টাকা। এভাবে ভোগের ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ এককে প্রান্তিক উপযোগ যথাক্রমে ১৫, ১০, ৫, ০ এবং –৫ টাকা। অর্থাৎ ভোগের একক বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায় এবং এক পর্যায়ে ঋণাত্মক হয়। এটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অতএব বলা যায়, উদ্দীপকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কার্যকর হয়েছে।

৭। জনাব টিপু তার কৃষি খামারে অন্যান্য উপকরণ ও কলাকৌশল ঠিক রেখে শুধুমাত্র শ্রমিক বৃদ্ধি করেন। উৎপাদন বৃদ্ধির হার নিচের টেবিলে প্রকাশ করা হলো :

শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন কুইন্টাল	প্রান্তিক উৎপাদন কুইন্টাল
১ জন ও ১০০ টাকা	১৪	
২ জন ও ১০০ টাকা	২৪	
৩ জন ও ১০০ টাকা	৩১	
৪ জন ও ১০০ টাকা	৩৫	

ক. উৎপাদন কাকে বলে? ১

খ. ব্যক্তিগত খরচ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় কর এবং রেখাচিত্রের সাহায্যে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে বিধিটি কার্যকর হয়েছে তা কি শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রে প্রযোজ্য? মতামত দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাই হলো উৎপাদন।

খ কোনো ফার্ম বা উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সম্পদ বা উপকরণ ক্রয়ের জন্য সরাসরি যে পরিমাণ আর্থিক ব্যয় এবং অপরাপর অপ্রকাশ্য ব্যয় করে এদের সমষ্টিকে ব্যক্তিগত ব্যয় বলে। এক কথায় উৎপাদনের সাথে জড়িত ব্যক্তির সব ধরনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয়ের যোগফল হচ্ছে ব্যক্তিগত ব্যয়।

গ উদ্দীপকের সূচি হতে প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় করে রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো –

শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন (কুইন্টাল)	প্রান্তিক উৎপাদন (কুইন্টাল)
১ জন ও ১০০ টাকা	১৪	১৪
২ জন ও ১০০ টাকা	২৪	২৪ − ১৪ = ১০
৩ জন ও ১০০ টাকা	৩১	৩১ − ২৪ = ৭
৪ জন ও ১০০ টাকা	৩৫	৩৫ − ৩১ = ৪

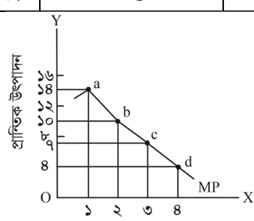

শ্রম নিয়োগ

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম নিয়োগের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশত হয়েছে। ১ জন শ্রমিক নিয়োগে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ ১৪ কুইন্টাল, যা a বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। একইভাবে ২, ৩ ও ৪ জন শ্রম নিয়োগে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ১০, ৭ ও ৪ কুইন্টাল, যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো হলো যথাক্রমে b, c ও d। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে MP রেখা পাওয়া যায়। উক্ত MP রেখাই প্রান্তিক উৎপাদন রেখা।

ঘ উদ্দীপকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর হয়েছে। এ বিধিটি কৃষিক্ষেত্র ছাড়াও মৎস্য, খনিজ ও খনন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদন যদি ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায় তাই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি। এক্ষেত্রে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমতে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শ্রম নিয়োগ বাড়ানোর ফলে মোট উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বাড়ছে কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমছে। যা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে নির্দেশ করে। এ বিধিটি কৃষিক্ষেত্রের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখা যায়। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির ক্ষেত্রে উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উৎপাদন কমতে থাকে। মৎসক্ষেত্রে উপকরণ বৃদ্ধির প্রথমদিকে মৎস্য আহরণের পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু পরবর্তীতে মৎস্য আহরণ কমে যায়। একইভাবে খনিজ খননের ক্ষেত্রে খনির যত ভিতরে প্রবেশ করা হয় খরচ তত বেড়ে যায়। কিন্তু উৎপাদন বাড়ে না। অর্থাৎ অতিরিক্ত উপকরণের নিয়োগ থেকে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমতে থাকে। তাই বলা যায়, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি শুধু কৃষিক্ষেত্রে কার্যকর নয়।

৮।

উৎপাদন একক	মোট উৎপাদন টাকা	গড় উৎপাদন টাকা	প্রান্তিক উৎপাদন টাকা
১	১০	১০	১০
২	২৪	১২	১৪
৩	৩৬	১২	১২
৪	৪৬	১১.৫	১০
৫	৫৪	১০.৮	০৮
৬	৬০	১০	৬

ক. শ্রম বলতে কী বোঝায়? ১

খ. সংগঠনকে সমন্বয়কারী বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর এবং ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক উদ্দীপকের আলোকে রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে।

খ উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম ও মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে সংগঠক উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন বলে তাকে সমন্বয়কারী বলা হয়।

উৎপাদনের ৪র্থ উপকরণ হলো সংগঠন। যার মাধ্যমে উৎপাদনের উপকরণগুলোকে সমন্বয় করে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদনের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উৎপাদন কাজের তত্ত্বাবধান ও ঝুঁকি গ্রহণ প্রভৃতি দায়িত্ব সম্পাদন করেন সংগঠক। এসব কাজ সম্পাদনের জন্য সংগঠককে সমন্বয়কারী বলা হয়।

গ উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করা হলো –

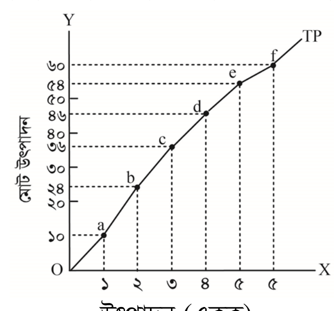

উৎপাদন (একক)

চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদন (একক) এবং লম্ব অক্ষে মোট উৎপাদন নির্দেশ করা হয়েছে। উৎপাদন যখন ১ একক তখন মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১০ কুইন্টাল, যার সমন্বয় বিন্দু a। এভাবে উৎপাদন যখন ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ একক তখন মোট উৎপাদন যথাক্রমে ২৪, ৩৬, ৪৬, ৫৪ ও ৬০ কুইন্টাল, যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b, c, d ও e। এখন a, b, c, d ও e বিন্দুসমূহ যোগ করে TP রেখা পাওয়া যায়। উক্ত TP রেখাই মোট উৎপাদন রেখা।

ঘ গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক উদ্দীপকের আলোকে রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো –

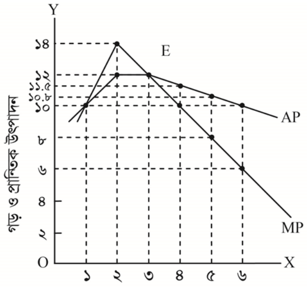

উৎপাদনের একক

চিত্রে OX অক্ষে উৎপাদনের একক এবং OY অক্ষে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন পরিমাপ করা হয়েছে। AP গড় উৎপাদন রেখা এবং MP প্রান্তিক উৎপাদন রেখা নির্দেশ করে। নিম্নে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো –

১. প্রান্তিক উৎপাদন বাড়তে থাকলে গড় উৎপাদনও বাড়তে থাকে। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন যখন গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি থাকে, তখন গড় উৎপাদন বাড়ে। এ জন্য প্রান্তিক উৎপাদন রেখা গড় উৎপাদনের উপরে থাকে। চিত্রে উৎপাদনের একক ২ হলে প্রান্তিক উৎপাদন, গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ MP > AP হয়।

২. প্রান্তিক উৎপাদন যখন গড় উৎপাদনের উপরে থাকে এবং কমতে থাকে, তখন গড় উৎপাদন কম হারে বাড়ে। এ অবস্থায় কিছুদূর পর্যন্ত গড় উৎপাদন রেখা প্রান্তিক উৎপাদন রেখার নিচে থাকে এবং বাড়তে থাকে। চিত্রে উৎপাদনের একক ৪ হলে গড় উৎপাদন, প্রান্তিক উৎপাদনের চেয়ে বেশি হলেও তা কমছে। উৎপাদনের একক ৩ হলে প্রান্তিক উৎপাদন ও গড় উৎপাদন পরস্পর সমান হয়েছে। অর্থাৎ MP = AP হয়েছে। এর পর থেকে গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন উভয়ই হ্রাস পেতে থাকে এবং প্রান্তিক উৎপাদন, গড় উৎপাদন গড় উৎপাদনের চেয়ে কম থাকে। অর্থাৎ MP < AP থাকে।

৩. গড় উৎপাদন যখন সবচেয়ে বেশি হয়, প্রান্তিক উৎপাদন রেখা তখন গড় উৎপাদন রেখার সর্বোচ্চ বিন্দুকে ছেদ করে। অর্থাৎ গড় উৎপাদনের সর্বোচ্চ বিন্দুতে গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান। চিত্রে E বিন্দুতে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান। অর্থাৎ MP = AP হয়।

৯। আবেদ অর্থনীতির উপর একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। তিনি লক্ষ করেন অধিকাংশ বক্তা মাথাপিছু আয়কে উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। বক্তারা মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তারা মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির কয়েকটি নির্ধারকেরও আলোচনা করেন।

ক. অর্থনীতিতে ভূমি কী? ১
খ. দ্বৈত গণনা সমস্যা বলতে কী বোঝ? ২
গ. মাথাপিছু আয় কেন একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বক্তাদের আলোচনাকৃত নির্ধারকগুলো তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনে সাহায্য করে এমন সব প্রাকৃতিক সম্পদই ভূমি।

খ দ্বৈত গণনা সমস্যা বলতে জাতীয় আয় গণনায় একই দ্রব্য দুইবার হিসাব করাকে বোঝায়।

জাতীয় আয় গণনায় শুধু চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচিত হয়। কারণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যের ভেতরেই মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। চূড়ান্ত দ্রব্যের পর আবার মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচনা করলে জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে দ্বৈত গণনার (Double Counting) সমস্যা দেখা দেয়।

গ মাথাপিছু আয় দ্বারা একটি দেশ উন্নত নাকি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল তা নির্ণয় করা যায়। তাই মাথাপিছু আয় একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক।

মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বলতে জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপিকে বুঝায়। কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনকে উক্ত বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলেই মাথাপিছু জিডিপি পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে, $B = \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরে মোট দেশজ উৎপাদন}}{\text{উক্ত বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা}}$

যা মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন নির্ণয়ের সূত্র। মাথাপিছু জিডিপি হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের গড় প্রধান সূচক। বিশ্বব্যাংকের মতে, এ সূচক দ্বারা দেশটি উন্নত নাকি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল তা নির্ণয় করা যায়। যদি মাথাপিছু জিডিপি একটি নির্দিষ্ট স্তরের বেশি হয় তবে বুঝতে হবে দেশটি উন্নত, আর যদি তা থেকে কম হয় তবে বুঝতে হবে দেশটি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল। মাথাপিছু জিডিপি নির্ণয়ের মাধ্যমে কোনো দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক কেমন তা বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বক্তাদের আলোচনাকৃত নির্ধারকগুলো আমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো –

১. **ভূমি :** মোট দেশজ উৎপাদন ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যাপ্ত ব্যবহার সম্ভব হলে এবং কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় উর্বর ভূমি থাকলে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ মোট দেশজ উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

২. **শ্রম :** যেকোনো দেশের শ্রম মোট দেশজ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। দক্ষ ও কর্মক্ষম শ্রম মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক।

৩. **মূলধন :** মূলধন মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্ধারক।

৪. **প্রযুক্তি :** প্রযুক্তির ওপর মোট দেশজ উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ কৃষিখাতে চিরায়ত বীজের পরিবর্তে উফশী বীজ ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. **সচলতা :** একটি অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়া বা অবনতিশীল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে সম্পদ সরিয়ে নতুন প্রসারমান অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষমতার ওপর মোট দেশজ উৎপাদন নির্ভর করে।

১০। দীর্ঘ বিশ বছর পর দেশে এসে গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার সময় সুমন লক্ষ করলো অনেক পরিবর্তন। ব্যাপকভাবে রাস্তাঘাট, স্কুল, হাসপাতাল, সেতু নির্মিত হয়েছে। মানুষও আগের চেয়ে সচেতন ও শিক্ষিত হয়েছে। এদেশের অর্থনীতিতে গতিশীলতা এসেছে। স্কুল শিক্ষক বন্ধুকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করলে সে বলে এখনও যে প্রতিবন্ধকতাগুলো আছে তা দূর করলে দেশটি দ্রুত উন্নত দেশে পরিণত হবে।

ক. উন্নত দেশ বলতে কী বোঝ? ১
খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সুমনের দেশটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে কোন শ্রেণিভুক্ত? তার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিবন্ধকতাগুলো পাঠ্য বইয়ের আলোকে আলোচনা কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক উচ্চ আয়ের যেসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে এবং এই উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহত আছে, এমন দেশকে উন্নত দেশ বলে।

খ অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি তথা জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটলে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা দীর্ঘকালে অর্থনীতিতে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়, সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত হয় ও সমাজে নতুন গতিশীলতার সৃষ্টি হয়। উন্নয়ন কেবল উৎপাদনের পরিমাণবাচক পরিবর্তন ঘটায় না, গুণবাচক পরিবর্তনও আনে।

গ সুমনের দেশটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে উন্নয়নশীল দেশ। উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু প্রকৃত আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম। তবে উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের সূচকগুলোর ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে। এসব দেশের মাথাপিছু আয় বর্ধনশীল এবং জীবনযাত্রার মান ক্রমেই বাড়ছে। এদেশের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো −

১. **কৃষিনির্ভর অর্থনীতি :** দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল।
২. **মাথাপিছু আয় :** উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয় কম। ফলে জীবনযাত্রার মান তেমন উন্নত নয়।
৩. **প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার :** অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তার পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় না।
৪. **মূলধনের স্বল্পতা :** উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার কম। কাজেই সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হয়। কম সঞ্চয় মূলধন গঠনের পথে অন্তরায়।
৫. **প্রাথমিক পণ্য উৎপাদনকারী দেশ :** উন্নয়নশীল দেশ প্রধানত প্রাথমিক পণ্য উৎপাদন করে। প্রাথমিক পণ্য বলতে শিল্পের কাঁচামাল যেমন− পাট, চামড়া ইত্যাদিকে বোঝায়।
৬. **শিল্পের বিকাশ :** উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিল্প প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে। এসকল দেশে শিল্প ধীরগতিতে বিকশিত হয়।
৭. **বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা :** উন্নয়নশীল দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রায় পুরোটাই বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিবন্ধকতাগুলো পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করা হলো −

বিভিন্ন আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পারে না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিম্নরূপ :

১. **কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকাংশে কৃষির ওপর নির্ভরশীল হলেও কৃষির উৎপাদিকা শক্তি কম। কৃষির উন্নয়ন জরুরি হওয়া সত্ত্বেও এর অগ্রগতি মন্থর।
২. **অনুন্নত কৃষিব্যবস্থা :** বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা অনুন্নত। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত। কৃষি পণ্যের মূল্য অস্থিতিশীল।
৩. **মূলধনের অভাব :** বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কম থাকায় সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার অত্যন্ত কম।
৪. **উদ্যোক্তার অভাব :** উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও ঝুঁকি বহনে আগ্রহী ও সক্ষম উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে।
৫. **অধিক জনসংখ্যা :** বাংলাদেশ অধিক জনসংখ্যার দেশ। উৎপাদন ও কর্মক্ষেত্রে এই জনসংখ্যা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না।
৬. **দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র :** বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হলো− কম উৎপাদন→ কম আয়→ কম চাহিদা ও সঞ্চয়→ কম বিনিয়োগ→ কম মূলধন→ ফলে উৎপাদন কম।
৭. **বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশের অর্থনীতি বৈদেশিক বাণিজ্য ও সম্পর্কের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

১১। জনাব হালিম একজন শিক্ষক। তিনি ক্লাসে বলেন যে, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশ জনসংখ্যার গুণগতমান বৃদ্ধিতে সফল হয়েছে। আমাদের দেশে ১৬ কোটি মানুষ বাস করে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই নিজ দক্ষতা বৃদ্ধিতে তৎপর নয়। তবে এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে তারা মানব সম্পদে পরিণত হবে এবং দেশের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

ক. NGO এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. দারিদ্র্য বলতে কী বোঝ? ২
গ. উপরিউক্ত উদ্দীপকের আলোকে মানব সম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কোন পদক্ষেপগুলো দ্রুত মানব সম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে বলে তুমি মনে কর? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক NGO এর পূর্ণরূপ Non Government Organisations.

খ সমাজে যারা অন্যদের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে কম আয় করেন, কম ভোগ করেন, কম সম্পদের মালিক, কম শান্তিতে আছেন এবং সর্বদাই নিজেদেরকে অ-ক্ষমতাবান ও বিপন্ন বোধ করেন, তাদেরকেই সাধারণত দরিদ্র বলে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে আমরা তাদেরকেই দরিদ্র বলে থাকি, যারা বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরি ও ন্যূনতম প্রয়োজনীয় উপকরণটুকু যোগাড় করতে পারেন না।

গ উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে। উদ্দীপকের আলোকে মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো −

জনসংখ্যার যে অংশ যখন শিক্ষা ও দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে পরিণত হয় তখন তাদেরকে মানবসম্পদ বলে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে দক্ষ মানবশক্তির যোগান অপরিহার্য। উপযুক্ত খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে মানুষের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জনসম্পদে রূপান্তরিত করা যায়।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি, বেকার সমস্যার সমাধান ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান, আয়ের সুষম বণ্টন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব। দক্ষ মানবসম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
তাই বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদের গুণগত মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন হয়। যে পদক্ষেপগুলো দ্রুত মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো −

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে। জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করতে হলে বিজ্ঞানভিত্তিক ও কর্মমুখী শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যক্তিজীবন এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। তাছাড়া প্রশিক্ষণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, খাদ্য ও পুষ্টি, উপযুক্ত বাসস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদি উপাদান সঠিকভাবে কার্যকর করার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্ভব।
অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদের গুরুত্ব খুব বেশি। উন্নয়ন ও প্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজন মানবসম্পদের। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদের মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি। কাজেই উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশের জন্য উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবসম্পদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব রয়েছে।

ময়মনসিংহ বোর্ড–২০২৩

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়– ৩০ মিনিট — পূর্ণমান– ৩০

*[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) কালোকালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]*

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. বাংলাদেশের কোন বনাঞ্চল সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত?
ⓚ শালবন ⓚ বরেন্দ্র বনভূমি
ⓖ জলাভূমির বন ⓖ ম্যানগ্রোভ বন

২. শারীরিক যোগ্যতা, প্রতিভা, উদ্যোগ ইত্যাদিকে সম্পদ বলা হয় না কারণ–
i. উপযোগ নেই ii. হস্তান্তরযোগ্যতা নেই iii. বাহ্যিকতা নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

☐ **উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জেরিন মৌলভীবাজার বেড়াতে গিয়ে দেখলো একটি কূপ থেকে আগুন বের হচ্ছে। সে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলে বাবা বলল, এটি বাংলাদেশের একটি প্রধান খনিজ সম্পদ।

৩. জেরিনের দেখা সম্পদটির নাম কী?
ⓚ প্রাকৃতিক গ্যাস ⓚ কয়লা ⓖ চুনাপাথর ⓖ খনিজ তেল

৪. উক্ত খনিজ সম্পদটি ব্যবহৃত হয়–
i. রাসায়নিক সার তৈরিতে ii. বিদ্যুৎ উৎপাদনে iii. জ্বালানি হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৫. কীভাবে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো যায়?
ⓚ আয়ের মাধ্যমে ⓚ সঞ্চয়ের মাধ্যমে
ⓖ বিনিয়োগের মাধ্যমে ⓖ মূলধনের মাধ্যমে

৬. বাংলাদেশে পানির উৎস প্রধানত কয়টি?
ⓚ ২টি ⓚ ৩টি ⓖ ৪টি ⓖ ৫টি

৭. দ্রব্যের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি কোনটির উপর নির্ভরশীল?
ⓚ চাহিদা ⓚ আয় ⓖ সামর্থ্য ⓖ দাম

৮. বাজারে দর কষাকষি সৃষ্টি হয় কাদের মধ্যে?
ⓚ ক্রেতা – উৎপাদক ⓚ ব্যবসায়ী – বিক্রেতা
ⓖ উৎপাদক – ব্যবসায়ী ⓖ ক্রেতা – বিক্রেতা

৯. প্রান্তিক উপযোগ কী হলে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হবে?
ⓚ ধনাত্মক ⓚ ঋণাত্মক ⓖ শূন্য ⓖ সমান

☐ **নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং ১০ ও ১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	পরিমাণ
৯	৪
৭	৮
৫	১১
৩	১৩

১০. উপরের সূচিটিতে কোন বিধি প্রকাশ পেয়েছে?
ⓚ উপযোগ বিধি ⓚ যোগান বিধি ⓖ চাহিদা বিধি ⓖ উৎপাদন বিধি

১১. উপরের সূচিতে প্রতিফলিত হয়েছে–
i. চাহিদা ও দামের সমতা ii. চাহিদা কম, দাম বেশি
iii. দাম কম, চাহিদা বেশি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১২. উৎপাদনের সমন্বয়কারী উপকরণ কোনটি?
ⓚ ভূমি ⓚ শ্রম ⓖ মূলধন ⓖ সংগঠন

১৩. যিনি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে উৎপাদনমুখী কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন তাকে বলে–
ⓚ শ্রম ⓚ বিনিয়োগকারী ⓖ উৎপাদক ⓖ সংগঠক

১৪. কাঠ থেকে খাট তৈরি কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে?
ⓚ রূপগত ⓚ সেবাগত ⓖ স্থানগত ⓖ সময়গত

১৫. প্রান্তিক উৎপাদন রেখা গড় উৎপাদন রেখার কোন বিন্দুতে ছেদ করে?
ⓚ সর্বনিম্ন বিন্দুতে ⓚ সর্বোচ্চ বিন্দুতে ⓖ ভূমি অক্ষে ⓖ লম্ব অক্ষে

১৬. উৎপাদন পদ্ধতিতে কোনটি বিবেচনায় আনা হয়?
ⓚ প্রাথমিক দ্রব্য ⓚ অস্থায়ী দ্রব্য ⓖ মাধ্যমিক দ্রব্য ⓖ চূড়ান্ত দ্রব্য

১৭. দেশের মোট জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে কী পাওয়া যায়?
ⓚ নিট আয় ⓚ প্রান্তিক আয় ⓖ মাথাপিছু আয় ⓖ মোট আয়

১৮. মোট উৎপাদনের হিসাব বহির্ভূত বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হলো–
i. মূলধনী লাভ-ক্ষতি ii. মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা iii. মূল্যহীন দ্রব্য ও সেবা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৯. মুরাদ হোসেন বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি কুয়েতে কর্মরত। তার আয়ের হিসাব এদেশের কোন আয়ের অন্তর্ভুক্ত?
ⓚ ব্যক্তিগত আয় ⓚ নিট জাতীয় আয়
ⓖ মোট জাতীয় আয় ⓖ মোট দেশজ উৎপাদন

২০. শক্তি ফাউন্ডেশন কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ⓚ ১৯৮২ ⓚ ১৯৯২ ⓖ ১৯৯৪ ⓖ ১৯৯৭

২১. অনুন্নত দেশে বাণিজ্যের ভারসাম্য কীরূপ থাকে?
ⓚ অনুকূল ⓚ প্রতিকূল ⓖ উদ্বৃত্ত ⓖ সুষম

২২. নিচের কোনটি উন্নয়নের জন্য অপ্রয়োজনীয় শর্ত?
ⓚ দক্ষ প্রশাসন ⓚ অদক্ষ জনসংখ্যা
ⓖ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ⓖ অধিক মূলধন

২৩. 'ক' ব্যক্তি কাজে অদক্ষ। তাকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করা যায়–
i. শিক্ষার মাধ্যমে ii. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে iii. বিদেশে পাঠিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৪. অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টির মূল কারণ কোনটি?
ⓚ নির্বাচন সমস্যা ⓚ সম্পদের সীমাবদ্ধতা
ⓖ সম্পদের প্রাচুর্যতা ⓖ অসীম অভাব

২৫. অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক প্রতিনিধি বলা হয়–
i. যারা উৎপাদন করে ii. যারা ভোগ করে iii. যারা বিনিময় করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৬. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন প্রক্রিয়া সমাজের জন্য কেমন?
ⓚ কাম্য ⓚ ক্ষতিকর ⓖ কল্যাণকর ⓖ বৈষম্যযুক্ত

২৭. মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে বেকারত্বের সম্পর্ক কী?
ⓚ সমমুখী ⓚ বিপরীতমুখী ⓖ নিম্নমুখী ⓖ উভয়মুখী

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৮ ও ২৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বিশ্বকাপ খেলা দেখতে নাভিন এমন একটি দেশে গেল যেখানে, অধিকাংশ সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন।

২৮. দেশটিতে কোন অর্থব্যবস্থা প্রচলিত?
ⓚ ধনতান্ত্রিক ⓚ সমাজতান্ত্রিক ⓖ মিশ্র ⓖ ইসলামি

২৯. উক্ত অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো–
i. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ii. ব্যক্তিগত মুনাফার অনুপস্থিতি
iii. অবাধ প্রতিযোগিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩০. বাংলাদেশের কোথায় চুনাপাথর মজুদ রয়েছে?
ⓚ মধ্যপাড়ায় ⓚ বিজয়পুরে ⓖ বড় পুকুরিয়ায় ⓖ সেন্টমার্টিন দ্বীপে

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর																														
	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ময়মনসিংহ বোর্ড–২০২৩

অর্থনীতি (সৃজনশীল) বিষয় কোড 1 4 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। মি. হাইটস এর দেশে ক্রেতা-বিক্রেতার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। উৎপাদনের উপকরণসহ সকল সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা রয়েছে। সরকার শুধু সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে।
অন্যদিকে আকাশের দেশে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিমান ও রেল রয়েছে। সেখানে ভোক্তার স্বাধীনতা বিদ্যমান।

ক. অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ১
খ. 'কাজ ভালো হলো শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা' অর্থনীতির কোন মৌলিক নীতির অনুসরণ করে? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. মি. হাইটস এর দেশের অর্থ ব্যবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আকাশ এর দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে তোমার দেশের অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

২।
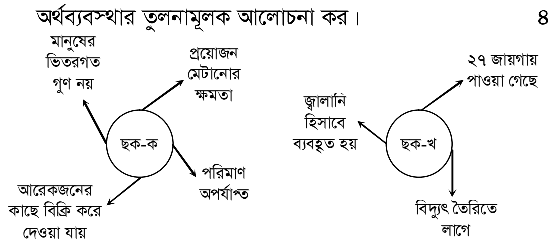

ক. অবাধলভ্য দ্রব্য কাকে বলে? ১
খ. কাপড় তৈরিতে সুতা কী ধরনের দ্রব্য? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে ছক-'ক' যে ধারণাকে নির্দেশ করে তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কোনো দেশের অর্থনীতিতে ছক-খ এ নির্দেশিত বিষয়টির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। রাজন তার কথার মাধ্যমে সহজেই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। মানুষকে সংগঠিত করার দক্ষতা তার অপরিসীম। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা মালামাল সংরক্ষণের জন্য খুলনায় তার একটি ঘর আছে। এখান থেকে তার কর্মচারীরা তার কথা মতো দেশের বিভিন্ন স্থানে মালামাল সরবরাহ করেন।

ক. দ্রব্য কী? ১
খ. 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' কোন ধরনের সম্পদ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রাজনের খুলনার ঘরটি অর্থনীতিতে কী ধরনের দ্রব্য? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাজনের গুণাবলি কি সম্পদ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪। 'ক' ও 'খ' ব্যক্তির 'M' দ্রব্যের যোগান সূচি দেওয়া হলো :

দ্রব্যের দাম (হাজার টাকায়)	'ক' বিক্রেতার যোগান (কুইন্টাল)	'খ' বিক্রেতার যোগান (কুইন্টাল)	বাজার যোগান (কুইন্টাল)
২	১৫	১০	২৫
৩	২০	১০	৩০
৪	২৫	১০	৩৫

ক. ব্যক্তিগত যোগান কাকে বলে? ১
খ. কোনো দ্রব্যের উপযোগ শেষ করা হলেও তাকে ভোগ বলা যায় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'M' দ্রব্যের বাজার যোগান রেখা অংকন করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উভয় বিক্রেতার ক্ষেত্রে যোগান বিধি কার্যকর হয়েছে? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। নিচের একটি সমন্বিত চাহিদা ও যোগান সূচি দেওয়া হলো :

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	দ্রব্যের চাহিদা (একক)	দ্রব্যের যোগান (একক)
৫	৬	২
১০	৪	৪
১৫	২	৬

ক. সাধারণ কথায় উপযোগ কী? ১
খ. প্রান্তিক উপযোগ মোট উপযোগের একটি অংশ। ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উপরের সূচি থেকে চাহিদা রেখা অংকন করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উপরের সূচি থেকে বাজার ভারসাম্যের চিত্র অংকন করে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। করিম একজন আসবাবপত্র ব্যবসায়ী দেশের বিভিন্ন স্থানে তার কয়েকটি আসবাবপত্রের দোকান আছে। তিনি বিশ জন কর্মচারীর সাহায্যে কাঠ থেকে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র তৈরি করে দোকানে সরবরাহ করেন। প্রতিটি দোকানের জন্য তিনি আলাদা লোক নিয়োগ করেন। পণ্যের বাজার বিস্তৃত করার জন্য তিনি বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে থাকেন। বাজারে তার আসবাবপত্রের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ক. প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় কী? ১
খ. সামাজিক ব্যয় বলতে কী বোঝায়? ২
গ. করিমের উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. করিমকে কি একজন সফল সংগঠক বলা যায়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭। মালয়েশিয়া প্রবাসী রহিম তার উপার্জিত টাকার কিছু অংশ দেশে পাঠায়। আবার কানাডার নাগরিক রিচার্ড বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে।

ক. মাথাপিছু জিডিপির সূত্রটি লেখ। ১
খ. মূলধনী লাভ-ক্ষতি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রিচার্ডের আয় আমাদের দেশে যে ধরনের আয়ের অন্তর্গত সেটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুজন ব্যক্তির আয়ের তুলনামূলক চিত্র বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। ছক-১ $\Rightarrow$ জিডিপি = $\sum$ খাজনা + $\sum$ মজুরি + $\sum$ সুদ + $\sum$ মুনাফা
ছক-২ $\Rightarrow \sum C + \sum I + \sum G + \sum(X - M) =$ "?"

ক. NNI এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. C.C.A বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছক-১ এ জিডিপি পরিমাপের কোন পদ্ধতিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছক-২ এর "?" বিষয়ের নির্ধারকসমূহ বর্ণনা কর। ৪

৯। শহিদ একটি ভাড়া করা অটো ভ্যান চালান। তিনি এর মাধ্যমে যা আয় করেন তাতে তার সংসার চালিয়ে কোনো অর্থ জমা থাকে না। দীর্ঘদিন ধরে একটি অটোভ্যান কিনতে অর্থ সঞ্চয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। অবশেষে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে তিনি নিজের জন্য নতুন একটি অটোভ্যান ক্রয় করেন।

ক. অর্থনৈতিক উন্নয়ন কী? ১
খ. নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. শহিদের অবস্থানটি অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শহিদের নতুন অটোভ্যান ক্রয়ের মাধ্যমে তার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব?– তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

১০। সালমান এম. এ পাস করেও চাকরি না পেয়ে বেকার বসে আছে। এমতাবস্থায় সে একটি চাকরি নিয়ে 'ক' দেশে যায়। যে দেশে দক্ষ জনশক্তিসহ উন্নত কারিগরি জ্ঞান ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতির সকল খাতে সাফল্য দেখতে পায়।

ক. বেকারত্ব কাকে বলে? ১
খ. মানব সম্পদ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. "ক" দেশটি উন্নয়নের মাত্রায় কোন শ্রেণিভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশকে "ক" দেশের পর্যায়ে উন্নীত করতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। মর্জিনা বেগম দুইটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। এর থেকে তার সাপ্তাহিক আয় ৫,০০০ টাকা। তিনি পারিবারিক ভরণ পোষণ, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ব্যয় বাদে বাকি টাকা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়ের অর্থ থেকে এ বছর তিনি আরও দুইটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেছেন।

ক. বিনিয়োগ কী? ১
খ. শক্তি সম্পদ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মর্জিনার নতুন সেলাই মেশিন ক্রয়কে অর্থনীতিতে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মর্জিনার শেষোক্ত কাজের মাধ্যমে কি অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	N	২	M	৩	K	৪	N	৫	M	৬	L	৭	N	৮	N	৯	M	১০	M	১১	M	১২	N	১৩	N	১৪	K	১৫	L
	১৬	N	১৭	M	১৮	N	১৯	M	২০	L	২১	L	২২	L	২৩	K	২৪	L	২৫	N	২৬	M	২৭	L	২৮	L	২৯	K	৩০	N

সৃজনশীল

১। মি. হাইটস এর দেশে ক্রেতা-বিক্রেতার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। উৎপাদনের উপকরণসহ সকল সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা রয়েছে। সরকার শুধু সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে।

অন্যদিকে আকাশের দেশে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিমান ও রেল রয়েছে। সেখানে ভোক্তার স্বাধীনতা বিদ্যমান।

ক. অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ১

খ. 'কাজ ভালো হলো শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা' অর্থনীতির কোন মৌলিক নীতির অনুসরণ করে? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. মি. হাইটস এর দেশের অর্থ ব্যবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আকাশ এর দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে তোমার দেশের অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কার্যাবলি এবং সীমিত সম্পদ ও অসীম অভাবের সমন্বয় সাধন সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে অর্থনীতি বলে।

খ 'কাজ ভালো হলো শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা' অর্থনীতির 'মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয়' মৌলিক নীতির অনুসরণ করে। প্রতিটি কাজের জন্য উৎসাহ বা প্রণোদনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষ প্রণোদনা পায় বলে কাজটি অধিকতর যত্নের সাথে করে। তোমার বাবা যদি বলেন তুমি পরীক্ষায় জি.পি.এ ৫ পেলে তিনি তোমাকে একটি সাইকেল কিনে দেবেন। নিশ্চয়ই তোমার ভেতরে পড়াশোনা করার উৎসাহ আরও বেড়ে যাবে। তেমনি অর্থনীতিতে শ্রমিক প্রণোদনা পেলে বেশি উৎপাদন করে।

গ মি. হাইটস এর দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলোর ওপর ব্যক্তিমালিকানা বজায় থাকে। উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগসহ সমাজের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। উৎপাদনকারী ভোক্তার চাহিদা ও মুনাফার সুযোগ অনুযায়ী দ্রব্য সরবরাহ করে। ভোগের ক্ষেত্রেও ভোক্তা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে।

এসব ক্ষেত্রে সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ থাকে না। তাই এ ধরনের অর্থব্যবস্থাকে মুক্তবাজার অর্থনীতিও বলা হয়। এ অর্থব্যবস্থায় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। সেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক দরকষাকষির মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার দাম নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. হাইটস এর দেশে ক্রেতা-বিক্রেতার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। উৎপাদনের উপকরণসহ সকল সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা রয়েছে। সরকার শুধু সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে। যা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ আকাশের দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। আমার দেশেও মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। তাই আকাশের দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে আমার দেশের অর্থব্যবস্থার মিল রয়েছে।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ সম্মিলিত ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। তবে সরকার প্রয়োজনানুসারে যেকোনো দ্রব্যের দামের ওপর প্রভাব বিস্তার, উৎপাদন কিংবা ভোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

উদ্দীপকের আকাশের দেশে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিমান ও রেল রয়েছে। সেখানে ভোক্তার স্বাধীনতা বিদ্যমান। আর এটি মিশ্র অর্থব্যবস্থারই উদাহরণ যাতে সম্পদের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উভয় ধরনের মালিকানা স্বীকৃত। বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থাও একই ধরনের। এ দেশে বেশিরভাগ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড; যেমন– উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, ভোগ ইত্যাদি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশে কিছু মৌলিক ও ভারী শিল্প, জাতীয় নিরাপত্তা ও জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকার পরিচালনা করে থাকে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণও আছে।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, আকাশের দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার যথেষ্ট মিল রয়েছে।

২।

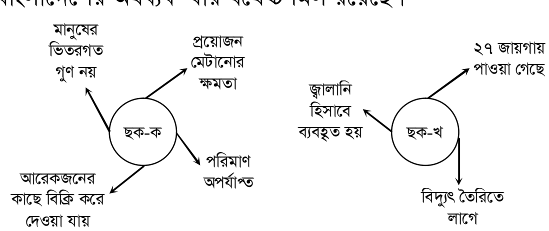

ক. অবাধলভ্য দ্রব্য কাকে বলে? ১

খ. কাপড় তৈরিতে সুতা কী ধরনের দ্রব্য? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে ছক-'ক' যে ধারণাকে নির্দেশ করে তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কোনো দেশের অর্থনীতিতে ছক-খ এ নির্দেশিত বিষয়টির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সমস্ত দ্রব্য বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলে।

খ কাপড় তৈরিতে সুতা মাধ্যমিক/মধ্যবর্তী দ্রব্য।

যে সব উৎপাদিত দ্রব্য সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না করে উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাকে মধ্যবর্তী দ্রব্য বলে। মধ্যবর্তী দ্রব্য চূড়ান্ত দ্রব্যের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন– আটা, রুটি তৈরির উপাদান হিসেবে একটি মধ্যবর্তী দ্রব্য। তাই বলা যায়, কাপড় তৈরিতে সুতা একটি মধ্যবর্তী দ্রব্য।

গ উদ্দীপকে ছক-'ক' সম্পদ ধারণাকে নির্দেশ করে। যেসব দ্রব্যের উপযোগ আছে, যোগান সীমাবদ্ধ এবং বিক্রয়যোগ্য সেসব দ্রব্যকে অর্থনীতিতে সম্পদ বলে। কোনো জিনিসকে যদি অর্থনীতিতে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করতে হয়, তবে তার চারটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।

১. **উপযোগ :** উপযোগ বলতে বোঝায় কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব মেটানোর ক্ষমতা।
২. **অপ্রাচুর্যতা :** কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে তার পরিমাণ ও যোগান সীমিত থাকবে।
৩. **হস্তান্তরযোগ্যতা :** হস্তান্তরযোগ্যতা বলতে বোঝায় হাত বদল হওয়া।
৪. **বাহ্যিকতা :** যে সমস্ত দ্রব্য মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণ তা অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ নয়। যেমন– কারো শারীরিক সৌন্দর্য বা চারিত্রিক গুণাবলিকে সম্পদ বলা যাবে না।

অতএব বলা যায়, কোনো জিনিসকে যদি অর্থনীতিতে সম্পদ বলতে হয় তবে তার উল্লিখিত চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক।

ঘ কোনো দেশের অর্থনীতিতে ছক-খ এ নির্দেশিত প্রাকৃতিক গ্যাসের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০ অনুযায়ী এ যাবৎ দেশে ২৮টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে গ্যাসের মোট মজুদ প্রায় ৩৯.৮০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। উৎপাদনরত গ্যাসক্ষেত্রগুলো হলো বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, কৈলাসটিলা, রশীদপুর, সিলেট, তিতাস, বেলাবো (নরসিংদী), মেঘনা, শাহবাজপুর, সেমুতান, সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, বেগমগঞ্জ, রূপগঞ্জ, সালদা নদী, জালালাবাদ, বিয়ানিবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বিবিয়ানা ও বাঙ্গুরা ইত্যাদি।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুমাত্রিক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এটি গৃহস্থালি এবং কল-কারখানার জ্বালানি হিসেবে বহুলব্যবহৃত। আবার, রাসায়নিক সার তৈরিতে প্রাকৃতিক গ্যাস প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এ গ্যাসকে রূপান্তরিত করে যানবাহনের জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, যা আমাদের বিদ্যুতের চাহিদার অনেকাংশ পূরণ করে থাকে। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সম্পদ হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের গুরুত্ব অপরিসীম।

৩। রাজন তার কথার মাধ্যমে সহজেই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। মানুষকে সংগঠিত করার দক্ষতা তার অপরিসীম। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা মালামাল সংরক্ষণের জন্য খুলনায় তার একটি ঘর আছে। এখান থেকে তার কর্মচারীরা তার কথা মতো দেশের বিভিন্ন স্থানে মালামাল সরবরাহ করেন।

ক. দ্রব্য কী? ১
খ. 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' কোন ধরনের সম্পদ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রাজনের খুলনার ঘরটি অর্থনীতিতে কী ধরনের দ্রব্য? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাজনের গুণাবলি কি সম্পদ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে জিনিসের উপযোগ আছে, অর্থনীতিতে তা-ই দ্রব্য।

খ 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' উৎপাদিত সম্পদ।

প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তাকে উৎপাদিত সম্পদ বলা হয়। যেমন– কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি মানুষ তৈরি করে বলে এগুলো উৎপাদিত সম্পদ। তাই বলা যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত সম্পদ।

গ রাজনের খুলনার ঘরটি অর্থনীতিতে মূলধনী দ্রব্য।

যেসব দ্রব্য প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করা হয় না কিন্তু তা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে, তাকে মূলধনী দ্রব্য বলা হয়। যেমন– যন্ত্রপাতি, কারখানা, গুদামঘর ইত্যাদি। মূলধনী দ্রব্য বারবার উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এটি হলো উৎপাদিত দ্রব্য, যা অন্য দ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা করে।

উদ্দীপকের রাজনের খুলনায় একটি গুদামঘর আছে। তার গুদামঘরটি মানুষের অভাব মিটানোর ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বস্তুগত সম্পদ। কারণ অর্থনৈতিকভাবে এ ঘরটির উপযোগ আছে। গুদামঘরটি দ্বারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা মালামাল সংরক্ষণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে উপযোগ লাভ করা যাচ্ছে। তাই বলা যায়, রাজনের খুলনার ঘরটি অর্থনীতির ভাষায় একটি মূলধনী দ্রব্য।

ঘ রাজনের গুণাবলির হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা না থাকায় অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ নয়।

অর্থনীতিতে কোনো জিনিসকে সম্পদ হতে হলে তার চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো– উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা। হস্তান্তরযোগ্যতা বলতে হাত বদল করার সুযোগ, আর বাহ্যিকতা বলতে দ্রব্যের বাহ্যিক অস্তিত্বকে বোঝায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাজন তার কথার মাধ্যমে সহজেই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তার সাংগঠনিক বেশ দক্ষতাও রয়েছে। এটি তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকে সহজতর করে দেয়। এসব গুণ হলো রাজনের মানবিক সম্পদ। তার এই গুণাবলি সবার মধ্যে থাকে না। অর্থাৎ তার গুণাবলির উপযোগ ও অপ্রাচুর্যতা রয়েছে। কিন্তু এই গুণাবলি হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং এর বাহ্যিক অস্তিত্বও নেই। ফলে তার গুণাবলি মানবিক সম্পদ হলেও তা অর্থনৈতিক সম্পদ বলা যায় না।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, রাজনের গুণাবলির বাহ্যিকতা ও হস্তান্তরযোগ্যতা নেই বিধায় তা মানবিক সম্পদ হলেও অর্থনীতিতে তা সম্পদ নয়।

৪। 'ক' ও 'খ' ব্যক্তির 'M' দ্রব্যের যোগান সূচি দেওয়া হলো :

দ্রব্যের দাম (হাজার টাকায়)	'ক' বিক্রেতার যোগান (কুইন্টাল)	'খ' বিক্রেতার যোগান (কুইন্টাল)	বাজার যোগান (কুইন্টাল)
২	১৫	১০	২৫
৩	২০	১০	৩০
৪	২৫	১০	৩৫

ক. ব্যক্তিগত যোগান কাকে বলে? ১
খ. কোনো দ্রব্যের উপযোগ শেষ করা হলেও তাকে ভোগ বলা যায় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'M' দ্রব্যের বাজার যোগান রেখা অংকন করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উভয় বিক্রেতার ক্ষেত্রে যোগান বিধি কার্যকর হয়েছে? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন বিক্রেতা বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্যের যোগান দেন তাকে ব্যক্তিগত যোগান বলে।

খ সাধারণ অর্থে ভোগ বলতে কোনো দ্রব্য নিঃশেষ হওয়াকে বোঝালেও অর্থনীতিতে একটি দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ হওয়াকে ভোগ বোঝায়।
মানুষ কোনো জিনিস সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারে না। সে শুধু জিনিসটির আকার বা রূপ পরিবর্তন করে উপযোগ গ্রহণ করতে পারে। যেমন– আমরা ভাত, মাছ, কলম, ঘড়ি, জামাকাপড় ব্যবহার বা ভোগ করি। অর্থনীতিতে এই ভোগ বলতে শুধু দ্রব্যগুলো নিঃশেষ করাকে বোঝায় না; বরং এগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে উপযোগ নিঃশেষ করাকে বোঝায়। এ কারণে অভাব মোচন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে দ্রব্যের উপযোগ ধ্বংস করলে অর্থনীতেতে তাকে ভোগ বলা হয় না।

গ 'M' দ্রব্যের বাজার যোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করা হলো –

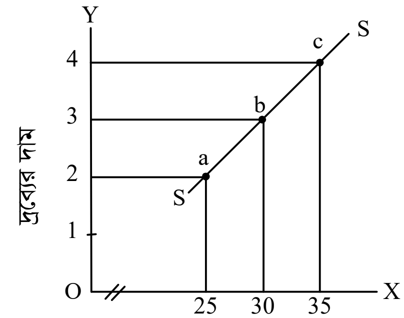

বাজার যোগানের পরিমাণ

চিত্রে ভূমি অক্ষে বাজার যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম পরিমাপ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন ২ টাকা তখন বাজার যোগানের পরিমাণ ২৫ একক। যার সমন্বয় বিন্দু a। দাম বেড়ে যখন ৩ টাকা তখন বাজার যোগানের পরিমাণ ৩০ একক। যার সমন্বয় বিন্দু b। দাম আরও বেড়ে যখন ৪ টাকা হয় তখন বাজার যোগানের পরিমাণ ৩৫ একক। যার সমন্বয় বিন্দু c। এখন a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে SS রেখা পাওয়া যায়। SS রেখাই হলো বাজার যোগান রেখা।

ঘ উভয় বিক্রেতার ক্ষেত্রে যোগান বিধি কার্যকর হয়নি। 'ক' বিক্রেতার ক্ষেত্রে যোগান বিধি কার্যকর হলেও 'খ' বিক্রেতার ক্ষেত্রে যোগান বিধি কার্যকর হয়নি।
অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে (যেমন– উপকরণ দাম ও প্রযুক্তি স্থির, স্বাভাবিক সময় বিবেচিত) দাম বৃদ্ধি পেলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়। অর্থাৎ দামের সঙ্গে যোগানের এরূপ প্রত্যক্ষ সম্পর্ককে যোগান বিধি বলে। অন্যান্য অবস্থা পরিবর্তিত হলে যোগান বিধিটি কর্যকর হয় না।

দ্রব্যের দাম হাজার টাকায়	'ক' বিক্রেতার যোগান (কুইন্টাল)	'খ' বিক্রেতার যোগান (কুইন্টাল)	বাজার যোগান (কুইন্টাল)
২	১৫	১০	২৫
৩	২০	১০	৩০
৪	২৫	১০	৩৫

উদ্দীপকের সূচিতে দেখা যায়, দাম বেড়ে যখন ২, ৩ ও ৪ টাকা তখন 'ক' বিক্রেতার যোগানের পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে ১৫, ২০ ও ২৫ একক হয়। কিন্তু 'খ' বিক্রেতার যোগানের পরিমাণ দাম বাড়ার সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়নি। অর্থাৎ প্রতিবার ১০ একক করে রয়েছে।
তাই বলা যায়, 'খ' বিক্রেতার ক্ষেত্রে যোগান বিধি কার্যকর হয়েছে কিন্তু 'খ' বিক্রেতার ক্ষেত্রে যোগান বিধি কার্যকর হয়নি।

৫। নিচের একটি সমন্বিত চাহিদা ও যোগান সূচি দেওয়া হলো :

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	দ্রব্যের চাহিদা (একক)	দ্রব্যের যোগান (একক)
৫	৬	২
১০	৪	৪
১৫	২	৬

ক. সাধারণ কথায় উপযোগ কী? ১
খ. প্রান্তিক উপযোগ মোট উপযোগের একটি অংশ। ব্যাখ্যা কর।২
গ. উপরের সূচি থেকে চাহিদা রেখা অংকন করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উপরের সূচি থেকে বাজার ভারসাম্যের চিত্র অংকন করে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্রব্য ও সেবার মধ্যে মানুষের অভাব পূরণের যে ক্ষমতা রয়েছে তাই উপযোগ।

খ প্রান্তিক উপযোগ মোট উপযোগের একটি অংশ। কোনো দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বাড়ানোর ফলে মোট উপযোগ বাড়ে। মোট উপযোগ যতটুকু বাড়ে ঐ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উপযোগই হলো প্রান্তিক উপযোগ। পরিবর্তিত উপযোগ থেকে প্রাথমিক উপযোগ বাদ দিলে প্রান্তিক উপযোগ পাওয়া যায়।

গ দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে, আবার দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। এ ধারণাটি যখন চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে চাহিদা রেখা বলে। উপরের সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করা হলো –

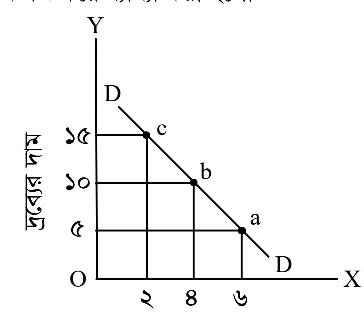

চাহিদার পরিমাণ

চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন ৫ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৬ একক, যার সমন্বয় বিন্দু a। দাম বেড়ে যখন ১০ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ কমে ৪ একক হয়। যার সমন্বয় বিন্দু b। দাম আরও বেড়ে যখন ১৫ টাকা হয় তখন চাহিদার পরিমাণ কমে ২ একক হয়। যার সমন্বয় বিন্দু c। এখন, a, b, c বিন্দুগুলো যোগ করে DD রেখা পাওয়া যায়। DD রেখাই উদ্দীপকের সূচি থেকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে চিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য দাম নির্ণয় করা হলো এবং অন্যান্য দামে চাহিদা ও যোগানের অবস্থা বিশ্লেষণ করা হলো–

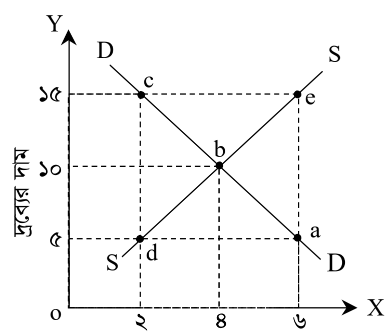

চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ

চিত্রে ভূমি অক্ষে OX চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে OY দাম নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে DD হলো উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা এবং SS হলো যোগান রেখা। আমরা জানি, বাজার ভারসাম্যের শর্ত অনুযায়ী চাহিদা (DD) ও যোগানের (SS) সমতাস্থলে ভারসাম্য নির্ধারিত হয়। চিত্রে DD এবং SS রেখা পরস্পর

b বিন্দুতে ছেদ করাই b বিন্দুতে ভারসাম্য নির্ধারণ হয়েছে। b বিন্দু অনুসারে ভারসাম্য দাম ১০ টাকা এবং ভারসাম্য চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ ৪ একক।

এখন যদি দ্রব্যের দাম কমে ৫ টাকা হয় তাহলে যোগানের পরিমাণ ২ একক কিন্তু চাহিদার পরিমাণ ৬ একক হয়। এক্ষেত্রে যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হয়। অর্থাৎ বাজারে ঘাটতি দেখা যায়, যা দাম বৃদ্ধি ঘটাবে এবং পুনরায় ভারসাম্যে উপনীত হবে। আবার দ্রব্যের দাম যদি বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ টাকা হয় তবে চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হয়। অর্থাৎ বাজারে উদ্বৃত্ত দেখা দিবে। উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রির জন্য দাম কমবে। সুতরাং দেখা যায়, শুধু ভারসাম্য দামে অর্থাৎ ১০ টাকায় বাজার স্থির থাকবে, অন্য দামে দ্রব্যের ঘাটতি অথবা উদ্বৃত্তের ফলে পরিবর্তিত হয়ে ভারসাম্যে উপনীত হবে।

৬। করিম একজন আসবাবপত্র ব্যবসায়ী দেশের বিভিন্ন স্থানে তার কয়েকটি আসবাবপত্রের দোকান আছে। তিনি বিশ জন কর্মচারীর সাহায্যে কাঠ থেকে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র তৈরি করে দোকানে সরবরাহ করেন। প্রতিটি দোকানের জন্য তিনি আলাদা লোক নিয়োগ করেন। পণ্যের বাজার বিস্তৃত করার জন্য তিনি বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে থাকেন। বাজারে তার আসবাবপত্রের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ক. প্রকৃত উ�ৎপাদন ব্যয় কী? ১

খ. সামাজিক ব্যয় বলতে কী বোঝায়? ২

গ. করিমের উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. করিমকে কি একজন সফল সংগঠক বলা যায়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপকরণ বাবদ ব্যয় এবং মানবিক কষ্ট এ দুইয়ের সমষ্টিকে প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় বলে।

খ উৎপাদন বা ভোগ করতে গেলে উৎপাদন বা ভোগ প্রক্রিয়ার বাইরে সমাজের নানা ব্যক্তি অনেক সময় পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে যে মোট অর্থের প্রয়োজন পড়ে, সেই পরিমাণ অর্থই হলো সামাজিক ব্যয়।

গ করিমের কাজটিতে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্যের রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে যে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করা হয় তাই হলো রূপগত উপযোগ। যেমন, কাঠকে সুবিধামতো পরিবর্তন করে চেয়ার, টেবিল, খাট ইত্যাদি আসবাব তৈরি করলে উপযোগ বাড়ে। এভাবে সৃষ্ট উপযোগই হলো রূপগত উপযোগ।

উদ্দীপকের করিম একজন আসবাবপত্র ব্যবসায়ী। দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি আসবাবপত্রের দোকান আছে, সেসব দোকানে কর্মচারীর সাহায্যে কাঠ থেকে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র তৈরি করেন। কম দামে কাঠ কিনে আসবাবপত্র তৈরি করে বেশি দামে বিক্রি করেন। এতে কাঠের নতুন উপযোগ সৃষ্টি হয়। যা রূপগত উপযোগকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, করিমের কাজটিতে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, করিমকে একজন সফল সংগঠক বলা যায়।

উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। আর এ কাজটি যে ব্যক্তি সম্পাদন করে থাকেন তাকে সংগঠক বলে। একজন দক্ষ সংগঠক উৎপাদনের সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ঝুঁকি বহন করে। এছাড়াও সংগঠক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ সংগ্রহ এবং সেসবের সমন্বয় করে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করেন। সংগঠক কারবার প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সকল দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, করিম একজন আসবাবপত্র ব্যবসায়ী। দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি আসবাবপত্রের দোকান আছে তিনি বিশ জন কর্মচারীর সাহায্যে কাঠ থেকে আসবাবপত্র তৈরি করে দোকানে সরবরাহ করেন। প্রতিটি দোকানের জন্য তিনি আলাদা লোক নিয়োগ দেন। পণ্যের বাজার বিস্তৃত করার জন্য তিনি বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশ নেন। তার এসব বৈশিষ্ট্য একজন সফল সংগঠকের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে করিমকে একজন সফল সংগঠক বলা যায়।

৭। মালয়েশিয়া প্রবাসী রহিম তার উপার্জিত টাকার কিছু অংশ দেশে পাঠায়। আবার কানাডার নাগরিক রিচার্ড বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে।

ক. মাথাপিছু জিডিপির সূত্রটি লেখ। ১

খ. মূলধনী লাভ-ক্ষতি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রিচার্ডের আয় আমাদের দেশে যে ধরনের আয়ের অন্তর্গত সেটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুজন ব্যক্তির আয়ের তুলনামূলক চিত্র বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক $\text{মাথাপিছু জিডিপি} = \dfrac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট দেশজ উৎপাদন}}{\text{ঐ বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা}}$ ।

খ সময়ের পরিবর্তনে জাতীয় সম্পদের বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উপকরণ বা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পরিবর্তনের ফলে যে লাভ বা ক্ষতি হয় তাকে মূলধনী লাভ-ক্ষতি বলে। এ লাভ-ক্ষতি জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না। কারণ সময়ের ব্যবধানে সম্পদের মূল্য পরিবর্তনজনিত লাভ-ক্ষতি জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে না।

গ উদ্দীপকের রিচার্ডের আয় আমাদের দেশে GDP (জিডিপি)-তে অন্তর্ভুক্ত হবে।

জিডিপি বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এর বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তার বাজার দামের সমষ্টিকে বুঝায়।

জিডিপিতে একটি দেশের অভ্যন্তরীণ আয় এবং দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের আয় অন্তর্ভুক্ত হয় কিন্তু দেশীয় নাগরিক যারা প্রবাসে থাকে তাদের উপার্জিত অর্থ GDP তে অন্তর্ভুক্ত হয় না। মোট কথা দেশের অভ্যন্তরে দেশীয় ও বিদেশিদের অবদানকেই GDP (জিডিপি)-তে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। উদ্দীপকে কানাডার নাগরিক রিচার্ড বাংলাদেশে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে, যা দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের আয় হিসেবে গণ্য হয়। যার কারণে এ আয়কে জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে রহিমের আয় GNP-তে এবং রিচার্ডের আয় GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হবে। উভয়ের আয়ের তুলনা করলে বেশকিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

GNP হলো কোনো দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ঐ দেশে প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টি। অপরদিকে, GDP হলো মোট দেশজ উৎপাদন বা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টি।

GDP অপেক্ষা GNP-এর পরিমাণ অধিক হয়। GNP অপেক্ষা GDP-এর পরিমাণ তুলনামূলক কম হয়। GNP-তে বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের আয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অপরদিকে GDP তে বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী নাগরিকদের উৎপাদন ও আয় অন্তর্ভুক্ত হয় না। নিট রপ্তানি আয় বেশি হলে GDP থেকে GNP বেশি হবে। আর নিট রপ্তানি আয় ঋণাত্মক হলে স্বাভাবিক কারণেই GNP থেকে GDP বেশি

হবে। GNP নির্ণয়ের সূত্র হলো GNP = C + I + G + (X – M) এবং GDP নির্ণয়ের সূত্র হলো : GDP = C + I + G যেখানে, C = ভোগ, I = বিনিয়োগ, G = সরকারি ব্যয়, X – M = নিট রপ্তানি।

৮। ছক-১ ⇒ জিডিপি = $\sum$ খাজনা + $\sum$ মজুরি + $\sum$ সুদ + $\sum$ মুনাফা

ছক-২ ⇒ $\sum C + \sum I + \sum G + \sum(X - M)$ = "?"

ক. NNI এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. C.C.A বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছক-১ এ জিডিপি পরিমাপের কোন পদ্ধতিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছক-২ এর "?" বিষয়ের নির্ধারকসমূহ বর্ণনা কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক NNI এর পূর্ণরূপ Net National Income.

খ CCA বা Capital Consumption Allowance-এর অর্থ হলো মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধনের ব্যবহারজনিত যে ক্ষয় হয়, তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ব্যয় বহন করতে হয় তাই মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় CCA।

গ ছক-১ এ জিডিপি পরিমাপের আয় পদ্ধতিকে নির্দেশ করে।

আয় পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় আয় হলো উৎপাদন কাজে নিয়োজিত উৎপাদনের উপাদানগুলো একটি অর্থবছরে তাদের পারিতোষিক হিসেবে যে অর্থ আয় করে তার সমষ্টি। উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলো হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। অতএব একটি দেশ কোনো এক বছরে এসব উপাদানের আয়ের (যথাক্রমে মোট খাজনা, মোট মজুরি, মোট সুদ ও মোট মুনাফা) যোগফলকে আয় পদ্ধতি অনুযায়ী সামগ্রিক আয় বলা হয়। অর্থাৎ $Y = \sum r + \sum w + \sum i + \sum \pi$ সমীকরণটি জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। যেখানে r, w, i ও π হলো যথাক্রমে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা; $\sum$ সমষ্টি। সুতরাং উদ্দীপকের ছক-১ ⇒ জিডিপি = $\sum$খাজনা + $\sum$মজুরি + $\sum$সুদ + $\sum$মুনাফা জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতিটিই নির্দেশিত হয়েছে।

ঘ ছক-২ এর "?" স্থলে জিডিপি বসবে। জিডিপির নির্ধারকসমূহ নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো –

১. **ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ :** মোট দেশজ উৎপাদন ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যাপ্ত ব্যবহার সম্ভব হলে এবং কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় উর্বর ভূমি থাকলে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ মোট দেশজ উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

২. **শ্রম :** যেকোনো দেশের শ্রম মোট দেশজ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। দক্ষ ও কর্মক্ষম শ্রম মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক।

৩. **মূলধন :** মূলধন মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্ধারক।

৪. **প্রযুক্তি :** প্রযুক্তির ওপর মোট দেশজ উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ কৃষিখাতে চিরায়ত বীজের পরিবর্তে উফশী বীজ ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ।

৫. **সচলতা :** একটি অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়া বা অবনতিশীল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে সম্পদ সরিয়ে নতুন প্রসারমান অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষমতার ওপর মোট দেশজ উৎপাদন নির্ভর করে।

৯। শহিদ একটি ভাড়া করা অটো ভ্যান চালান। তিনি এর মাধ্যমে যা আয় করেন তাতে তার সংসার চালিয়ে কোনো অর্থ জমা থাকে না। দীর্ঘদিন ধরে একটি অটোভ্যান কিনতে অর্থ সঞ্চয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। অবশেষে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে তিনি নিজের জন্য নতুন একটি অটোভ্যান ক্রয় করেন।

ক. অর্থনৈতিক উন্নয়ন কী? ১

খ. নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. শহিদের অবস্থানটি অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শহিদের নতুন অটোভ্যান ক্রয়ের মাধ্যমে তার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব?– তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি তথা জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটলে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।

খ নারীর ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারীরা তাদের পূর্বের অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের যোগ্যতা ও অর্জনকে তুলে ধরতে পারেন। এদেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করার জন্য নারী সমাজকে কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মে নিয়োজিত করে মানবসম্পদের উন্নয়ন করা সম্ভব।

গ শাহিদের অবস্থানটি অর্থনীতির দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ধারণার সাথে সম্পর্কিত।

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে কোনো দেশের অনুন্নয়নের জন্য দায়ী কারণগুলো চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে। পৃথিবীর অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হলো এই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শহিদ একটি ভাড়া করা অটোভ্যান চালান। এর মাধ্যমে যে আয় হতো এতে সংসার চালানোর পর কোনো সঞ্চয় থাকতো না। দীর্ঘদিন ধরে একটি অটোভ্যান কিনতে অর্থ সঞ্চয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। অর্থাৎ শহিদের উপার্জন কম হওয়ায় তার সঞ্চয়ের পরিমাণও কম। সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হওয়ায় বিনিয়োগও কম। এটি দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, শহিদের অবস্থানটি অর্থনীতিতে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ধারণার সাথে সম্পর্কিত।

ঘ শহিদের নতুন অটোভ্যান ক্রয়ের মাধ্যমে তার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব– উক্তিটি যথার্থ।

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এই শ্রেণির দেশগুলোতে কম উৎপাদনের ফলে আয় কম হয়। আয় কম হলে সঞ্চয় কম হয়। ফলে উৎপাদনও কম হয়। উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে এই চক্র অব্যাহত থাকায় উন্নয়নের গতি মন্থর থাকে।

উদ্দীপকের প্রবাহে লক্ষ করা যায়, উৎপাদন কম হওয়ায় জনগণের আয় ও সঞ্চয় কম হয়। এর ফলে মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের পরিমাণও কম হয়। যা উৎপাদন বাড়ার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। অর্থাৎ উদ্দীপকের চক্রটি দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রকে নির্দেশ করছে। একমাত্র দ্রুত ও পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলো এই চক্র থেকে মুক্তি পেতে পারে।

একটি উন্নয়নশীল দেশে সুপরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে গেলে উন্নয়নের গতি বাড়বে। এতে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদনও ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। ফলে দেশটি একসময় দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে উন্নত দেশের পর্যায়ে উন্নীত হবে।

১০। সালমান এম. এ পাস করেও চাকরি না পেয়ে বেকার বসে আছে। এমতাবস্থায় সে একটি চাকরি নিয়ে 'ক' দেশে যায়। যে দেশে দক্ষ জনশক্তিসহ উন্নত কারিগরি জ্ঞান ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতির সকল খাতে সাফল্য দেখতে পায়।

ক. বেকারত্ব কাকে বলে? ১

খ. মানব সম্পদ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. "ক" দেশটি উন্নয়নের মাত্রায় কোন শ্রেণিভুক্ত? ব্যাখ্যা কর।৩

ঘ. বাংলাদেশকে "ক" দেশের পর্যায়ে উন্নীত করতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন কর্মক্ষম ব্যক্তির প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজ না পাওয়ার অবস্থাটিকেই বেকারত্ব বলা হয়।

খ জনসংখ্যার যে অংশ যখন শিক্ষা ও দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে পরিণত হয় তখন তাদেরকে মানবসম্পদ বলে। তবে কোনো দেশের ভূমি ও মূলধনকে বস্তুগত সম্পদ বলে।

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে দক্ষ মানবশক্তির যোগান থাকা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বস্তুগত সম্পদ ও মানবসম্পদ এ দুটি-ই জরুরি। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, চিকিৎসাসেবা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে। দক্ষ মানবসম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

গ 'ক' দেশটি উন্নয়নের মাত্রায় উন্নত দেশের শ্রেণিভুক্ত।

যেসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে এবং এই উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহত আছে, এমন দেশকে বলে উন্নত দেশ। এসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মানও যথেষ্ট বাড়ে। উন্নত দেশগুলো আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে। এ ধরনের দেশে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সালমান এম.এ পাস করে চাকরি নিয়ে 'ক' দেশে যায়, সে দেশে দক্ষ জনশক্তিসহ উন্নত কারিগরি জ্ঞান ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতির সকল খাতে সাফল্য দেখতে পায়। স্পষ্টই দেশটি একটি উন্নত দেশ। তাই বলা যায়, 'ক' দেশটি উন্নয়নের মাত্রায় উন্নত অর্থনীতির দেশ।

ঘ বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশকে 'ক' দেশের পর্যায়ে তথা উন্নত দেশে উন্নীত করতে হলে ক্রমাগত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

উন্নয়নশীল দেশে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মসূচি নেওয়া জরুরি। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলে অর্থনীতি গতিশীল হবে। এতে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বাড়বে। ফলে দেশটি এক সময় উন্নত দেশের সমপর্যায়ে উন্নীত হবে।

উদ্দীপকের 'ক' নামক রাষ্ট্রে দক্ষ জনশক্তিসহ উন্নত কারিগরি জ্ঞান ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় 'ক' নামক দেশটিকে উন্নত দেশ বলা যায়। সাধারণত উন্নয়নশীল দেশগুলো অধিকমাত্রায় কৃষিনির্ভর হয়ে থাকে। বাংলাদেশকে উন্নত দেশের পর্যায়ে নিতে হলে কৃষির ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে শিল্পনির্ভর করতে হবে। পাশাপাশি পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় বাড়বে। এভাবে অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে 'ক' দেশটির পর্যায়ে উন্নীত করা যাবে।

১১। মর্জিনা বেগম দুইটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। এর থেকে তার সাপ্তাহিক আয় ৫,০০০ টাকা। তিনি পারিবারিক ভরণ পোষণ, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ব্যয় বাদে বাকি টাকা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়ের অর্থ থেকে এ বছর তিনি আরও দুইটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেছেন।

ক. বিনিয়োগ কী? ১

খ. শক্তি সম্পদ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মর্জিনার নতুন সেলাই মেশিন ক্রয়কে অর্থনীতিতে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মর্জিনার শেষোক্ত কাজের মাধ্যমে কি অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সঞ্চিত অর্থ যখন বিনিয়োগ বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে বিনিয়োগ বলে।

খ কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, আনবিক শক্তি ও সৌরশক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত জ্বালানি সামগ্রীর সমষ্টিকে শক্তি সম্পদ বলে। কলকারখানা যানবাহন ও যোগাযোগ, যান্ত্রিক চাষাবাদ, গৃহকর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে শক্তি সম্পদের ব্যবহার অপরিহার্য।

গ মর্জিনার সেলাই মেশিন ক্রয়কে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বলে।

অর্থ যখন কোনো কিছু উৎপাদনের কাজে লাগানো হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলা হয়। মানুষ তার আয় থেকে সঞ্চয় করে থাকে। সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলে। ধরি, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি কারখানায় এক লক্ষ টাকার মূলধন সামগ্রী আছে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আরও পঞ্চাশ হাজার টাকার মূলধন সামগ্রী ক্রয় করা হলো। অতিরিক্ত এই পঞ্চাশ হাজার টাকা হলো বিনিয়োগ। বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

উদ্দীপকের মর্জিনা বেগমের দুটি সেলাই মেশিন থেকে সাপ্তাহিক আয় পাঁচ হাজার টাকা। তিনি পারিবারিক ভরণপোষণ, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ব্যয় বাদে বাকি টাকা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়ের অর্থ থেকে এ বছর তিনি আরও দুটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেছেন। অর্থনীতিতে যা বিনিয়োগ বলে অভিহিত করা হয়। অর্থনীতিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সঞ্চয় ছাড়া বিনিয়োগ সম্ভব নয়। আবার সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ না করলে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়।

সুতরাং বলা যায়, মর্জিনা বেগম তার সঞ্চয়কে সেলাই মেশিন কেনার কাজে বিনিয়োগ করেন। আর তার এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই অর্থনীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়।

ঘ মর্জিনার শেষোক্ত কাজটি হলো বিনিয়োগ। এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব বলে আমি মনে করি।

মানুষ তার আয়ের কিছু অংশ ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য জমা রাখে। অর্থনীতিতে একে সঞ্চয় বলা হয়। আবার সঞ্চিত এ অর্থকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করাই হলো বিনিয়োগ। অর্থাৎ সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়ে মূলধন গঠন ত্বরান্বিত করে। এক্ষেত্রে সঞ্চয় বিনিয়োগের উৎস হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকের মর্জিনা বেগম তার সঞ্চিত অর্থ দিয়ে আরও দুটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। এর ফলে তার পরিবারের উৎপাদন বাড়ে। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়।

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো বর্ধিত বিনিয়োগ। বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা গেলে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আর তাতে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। এর ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।